NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ উন্নততর সড়ক নিরাপত্তার দিশায়

সমবায়: তৃণমূল জিতল পাণ্ডবেশ্বরে ৫

কলকাতা ৬ নভেম্বর ২০২৪ ২০ কার্তিক ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৪৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 6.11.2024, Vol.18, Issue No. 145 8 Pages, Price 3.00

একদিন পিছিয়ে আজ সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর-মামলা

মঙ্গলবার জমা পড়ল সিভিক নিয়ে হলফনামা

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর: সুপ্রিম কোর্টে পিছিয়ে গেল আরজি কর মামলার শুনানি। মঙ্গলবার দুপুরে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে সেই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। তার পরিবর্তে আজ সকালে মামলাটি শুনবে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশনামা দিয়ে জানিয়েছে, বুধবার শুনানির তালিকায় প্রথম থাকবে আরজি কর মামলা। অর্থাৎ, আজ আদালত বসলে সবার প্রথম এই মামলাটি শুনানির জন্য ডাকা হবে।

গত ৯ অগস্ট আরজি কর হাসপাতাল থেকে চিকিৎসক-পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার হয়। তাঁকে খুন এবং ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এই কাণ্ডে দু'টি বিষয়ে মামলা চলছে। একটি হল, মহিলা চিকিৎসক-পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুনের মামলা। অন্যটি, আর্থিক দুর্নীতির মামলা। এই দু'টিরই তদন্ত করছে সিবিআই। মঙ্গলবার ওই দু'টি বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা ছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। সেই মতো আরজি কর মামলায় সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের কাছে হলফনামা জমা দিল রাজ্য। এই মামলায় সোমবারই শিয়ালদহ আদালতে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়রের বিরুদ্ধে

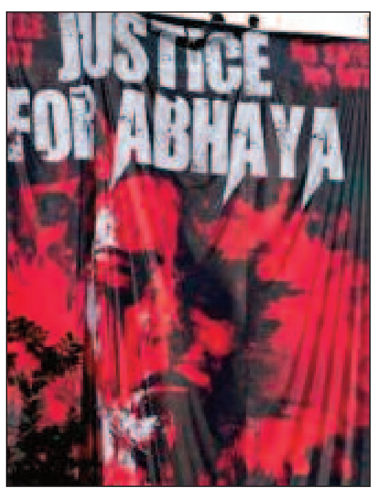

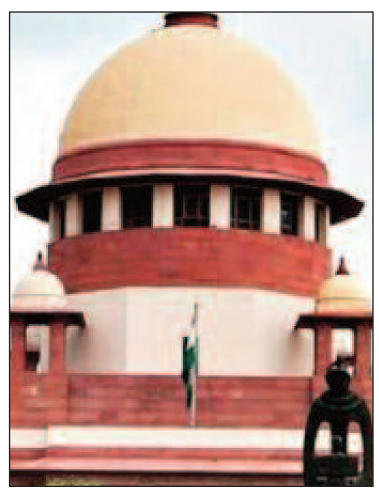

চার্জ গঠন করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও খুনের ধারা এনেছে সিবিআই। এর পাশাপাশি হাসপাতাল, স্কুলের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে কীভাবে সিভিক ভলান্টিয়র নিয়োগ করা হয়, তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় রাজ্যকে। গত শুনানিতে রাজ্যের কাছে হলফনামা তলব করেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। তিনি রাজ্যের কাছে নির্দিষ্ট কয়েক প্রশ্নের উত্তর জানতে চান।

যার মধ্যে প্রশ্ন তোলা হয়, সিভিক ভলান্টিয়রদের কীভাবে নিয়োগ করা হয় তা নিয়েও। সঙ্গে এও প্রশ্ন তোলা হয়, তাঁদের যোগ্যতার মান কী সে ব্যাপারেও। এছাড়াও প্রশ্ন তোলা হয়, কী পদ্ধতিতে এই সিভিকদের নিয়োগ হয় তা নিয়ে। তাঁদের আগে কোনও অপরাধের ইতিহাস রয়েছে এই সিভিকদের রয়েছে কি না, তা কোন প্রক্রিয়ায় যাচাই করা হয় সে নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়।

সেই সংক্রান্ত প্রত্যেকটি বিষয় এদিন হলফনামায় রাজ্য সুপ্রিম কোর্টকে জানায়। রাজ্যের তরফে বলা হয়, সিভিক নিয়োগে রয়েছে কমিটি। কমিশনারেট এলাকায় সেই কমিটির প্রধান পুলিশ কমিশনার। জেলাস্তরে কমিটির চেয়ারম্যান পুলিশ সুপার। পাশাপাশি রাজ্য স্তরে ডিজি, আইজিপি'কে শীর্ষে রেখে রয়েছে অ্যাপেক্স কমিটি।

১০ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অবসর গ্রহণ করবেন চন্দ্রচূড়। আগামী ৯ এবং ১০ তারিখ যথাক্রমে শনি ও রবিবার হওয়ায় শুক্রবারই শেষ বার তাঁর বেঞ্চ বসবে। সেই ভাবে দেখলে, বুধবারই শেষ বার আরজি কর মামলা শুনতে চলেছেন প্রধান বিচারপতি, যদি না বৃহস্পতি বা শুক্রবারও মামলা শুনতে চান তিনি। উল্লেখ্য, আরজি করে মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর প্রধান বিচারপতিই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই মামলা গ্রহণ করেছিলেন। বুধবার সেই মামলা শুনতে চলেছে তাঁর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ।

মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের চিঠি সত্ত্বেও ফের রেফার রোগের বলি এক

এবার কাঠগড়ায় এসএসকেএম

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেফার 'রোগ' বন্ধ করতে সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম চালুর দাবিতে সরব হয়েছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। দাবি পূরণে পদক্ষেপও করেছে রাজ্য। এই পরিস্থিতিতেও রেফার রোগের বলি আরও একজন। সোমবার রাতে ওই রোগীকে এনআরএস থেকে রেফার করা হয়েছিল এসএসকেএমে। কিন্তু সেখানে ভর্তি নেওয়া হয়নি। উলটে ফের পাঠিয়ে দেওয়া হয় নীলরতন সরকার মেডিক্যালে। রাতেই আবার পাঠানো হয় এসএসকেএমে। কিন্তু মেলেনি চিকিৎসাও। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের সুপারিশ পত্র হাতে পেয়ে রোগীকে এমার্জেন্সিতে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম সুশীল হালদার। তিনি গড়িয়ার বাসিন্দা। সোমবার আচমকা তাঁর নাক-মুখ থেকে শুরু হয় রক্তক্ষরণ। তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এনআরএস মেডিক্যালে। কিন্তু সেখানে তাঁকে ভর্তি নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। রেফার করে দেওয়া হয় এসএকেএমে। কিন্তু সেখানে ছুটে গিয়েও কাজ হয়নি। ফের ওই রোগীকে পাঠানো হয় এনআরএস-এ। গভীর রাতে আবার ওই রোগীকে পিজি অর্থাৎ এসএসকেএম হাসপাতালে রেফার করা হয়। কিন্তু বেড না থাকায় তাঁকে ভর্তি নেওয়া হয়নি বলেই অভিযোগ। মেলেনি ন্যূনতম চিকিৎসাও।

উপায় না দেখে রোগীকে সঙ্গে নিয়েই পরিবারের সদস্যরা মঙ্গলবার সাতসকালে কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির অফিসে হাজির হন। বিষয়টি জানামাত্রই তৎক্ষণাৎ মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ভর্তির সুপারিশ পত্র দেওয়া হয়। সেই চিঠি নিয়ে রোগীর পরিবার ফের আসেন পিজি হাসপাতালে। এর পর রোগীকে নিয়ে যাওয়া হয় এমার্জেন্সিতে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি। চিকিৎসকরা জানান, সুশীল বাবুর মৃত্যু হয়েছে। এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ফের প্রশ্নের মুখে পড়েছে হাসপাতালগুলোর ব্যবস্থাপনা। ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন রোগীর পরিবারের সদস্যরা। এ বিষয়ে চিকিৎসক সুর্বণ গোস্বামী বলেন, 'দিনের পর দিন এই ঘটনা ঘটছে। এই সব সমস্যা দূর করতেই জুনিয়র চিকিৎসকরা বারবার সরব হয়েছেন।'

উইকিপিডিয়াকে নোটিস

■ 'উইকিপিডিয়া'-কে নোটিস পাঠাল কেন্দ্র। অভিযোগ, জনপ্রিয় ও বিনামূল্যের এই অনলাইন এনসাইক্লোপিডিয়ার পাতায় পক্ষপাতদুষ্ট ও অসত্য তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে এমনটাই জানা যাচ্ছে। সূত্র থেকে আরও জানা যাচ্ছে, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক প্রশ্ন তুলেছে, যেহেতু উইকিপিডিয়ার একটি নির্দিষ্ট সম্পাদকীয় নিয়ন্ত্রণ বিভাগ রয়েছে, সেক্ষেত্রে একে 'প্রকাশক' না বলে 'মাধ্যম' বলা হবে কেন।

শীতকালীন অধিবেশনের দিন ঘোষণা

■ বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের দিনক্ষণ কার্যত জানিয়েই দিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিধানসভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, '২৫ তারিখ থেকে আমাদের অধিবেশন হবে। অধিবেশন ১০-১১ দিন পর্যন্ত চলতে পারে। এ বারের অধিবেশনে আমাদের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিজনেস রয়েছে। বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটিতে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হবে। সেই আলোচনায় কর্মসূচি সাজানো হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে।' তিনিও সম্মত হয়েছেন বলে অধ্যক্ষ জানান।

মাদ্রাসা শিক্ষা বৈধ

■ সুপ্রিম রায়ে বড় স্বস্তি উত্তরপ্রদেশের মাদ্রাসাগুলির ১৭ লক্ষ পড়ুয়াদের জন্য। রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষা আইনকে অসাংবিধানিক নির্দেশ দিয়েছিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। সেই রায় খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। এইসঙ্গে যোগীরাজ্যে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাংবিধানিক বলল শীর্ষ আদালত।

বার্তা প্রধান বিচারপতির

■ ১০ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অব্যহতি নেবেন তিনি। তার আগে দিল্লির এক সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় বললেন, বিচারবিভাগ স্বাধীন মানেই তা সরকার বিরোধী, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। এইসঙ্গে বিচারপতিদের উপর আস্থা রাখার পরামর্শ দিলেন সাধারণ মানুষকে। প্রধান বিচারপতি জানান, নির্বাচনী বন্ড মামলায় সরকার বিরোধী রায় দেওয়ায় বিচারবিভাগকে স্বাধীন মানসিকতার বলা হচ্ছিল। যদিও অন্য মামলায় রায় সরকারের পক্ষে যেতেই বিচারবিভাগ স্বাধীন নয়, চাপে রয়েছে ইত্যাদি গুঞ্জন শুরু হয়।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলা: ফের জামিনের আবেদন পার্থের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের জামিনের আবেদন করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিশেষ সিবিআই আদালতে জামিনের আবেদন করেছেন পার্থ। আদালত জানিয়েছে, আগামী ১৩ নভেম্বর ওই মামলায় শুনানি রয়েছে।

অন্যদিকে, তদন্তের স্বার্থে পার্থকে হেপাজতে রাখার আবেদন করেছে সিবিআই। পাশাপাশি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত অয়ন শীলকেও জেল হেপাজতে রাখার আবেদন জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল। সেই মতো আগামী ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত দু'জনেরই জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

২০২২ সালের ২৩ জুলাই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। তার আগে তাঁর নাকতলার বাড়িতে চলেছিল দীর্ঘ তল্লাশি এবং জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব। একই সময়ে পার্থের 'ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের টালিগঞ্জ এবং বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাটেও হানা দিয়েছিল ইডি। তল্লাশিতে টালিগঞ্জের 'ডায়মন্ড সিটি' আবাসনে অর্পিতার ফ্ল্যাট থেকে নগদ ২১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। উদ্ধার হয় প্রচুর বিদেশি মুদ্রা এবং সোনার গয়নাও। পরে অর্পিতার আরও একটি ফ্ল্যাট থেকে বিপুল নগদ উদ্ধার হয়। মোট উদ্ধার হওয়া টাকার পরিমাণ ছিল ৪৯ কোটি ৮০ লাখ।

বর্তমানে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি রয়েছেন পার্থ। ইডির পর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে সিবিআইও অভিযোগ আনে। দুই মামলাই এখনও বিচারাধীন। ইতিমধ্যে বহু বার জামিনের আবেদনও করেছেন পার্থ। কিন্তু তা মঞ্জুর হয়নি। এর আগে ইডির মামলায় জামিন চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পার্থ। সেই জামিনের বিরোধিতা করে ইডি। গত এপ্রিলের ওই শুনানি শেষে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ পার্থের জামিনের আবেদন খারিজ করেন।

সম্প্রতি সিবিআইয়ের দায়ের করা নিয়োগ দুর্নীতি মামলাতেও পার্থের জামিনের আবেদন খারিজ করেছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি অপূর্ব সিং রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। একই মামলায় পার্থ ছাড়াও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সুবীরেশ ভট্টাচার্য, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়-সহ শিক্ষা দপ্তরের একাধিক আধিকারিক। পার্থের পাশাপাশি তাঁদের জামিনের মামলাতেও শুনানি হয়েছে হাইকোর্টে।

মণিপুরে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেপ্তার নিষিদ্ধ গোষ্ঠীর সাত সদস্য

ইম্ফল, ৫ নভেম্বর: গত ২৪ ঘণ্টায় মণিপুরে দু'টি নিষিদ্ধ গোষ্ঠীর মোট সাত জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী। সোমবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে ছ'জন দু'টি সশস্ত্র নিষিদ্ধ গোষ্ঠীর সদস্য। সপ্তম জন মেইতেই সশস্ত্র গোষ্ঠী আরামবাই টেঙ্গোলের সদস্য। থৌবাল এবং বিষ্ণুপুর জেলা থেকে দু'টি পৃথক অভিযানে ওই সাত জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে অপহরণ, তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পাশাপাশি, সোমবার মণিপুরের বিভিন্ন জেলা থেকে একাধিক স্নাইপার রাইফেল, দু'টি বোল্ট অ্যাকশন রাইফেল, একটি ৯ এমএম পিস্তল, বেশ কয়েকটি গ্রেনেড-সহ বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী।

ইম্ফল পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন, থৌবালের চারংপাট মায়াই লেইকাই থেকে কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি (পিপল্‌স ওয়ার গ্রুপ)-র পাঁচ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্রের পাশাপাশি তাঁদের কাছ থেকে পাঁচটি মোবাইল ফোন, ১৩টি সিমকার্ড এবং একটি চার চাকার গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। একই দিনে বিষ্ণুপুর জেলার কুম্বি থেকে পিআরইপিএকে নামে আর একটি নিষিদ্ধ সংগঠনের আরও এক জন সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি মণিপুরে মেইতেই ও কুকি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের পরিস্থিতি নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। গত সেপ্টেম্বর মাস থেকেই দফায় দফায় সংঘর্ষ চলছে মণিপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রচুর গোলাবারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ও আধা সেনার যৌথ দল। এর মাঝে গত মাসের শুরুতেই মণিপুরে আরও ছ'মাসের জন্য বর্ধিত হয়েছে 'সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন' ('আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট' বা আফস্পা)-এর মেয়াদ। ইম্ফল, বিষ্ণুপুর, জিরিবাম এবং লামফেল-সহ ১৯টি থানা এলাকা ছাড়া গোটা রাজ্যেই এই আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে মণিপুরের উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ে এখনও রাজনৈতিক চাপানউতর চলছেই।

শুরু হল প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার থেকে পর্ষদের পক্ষ থেকে শুরু হল প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া। ইতিমধ্যেই পর্ষদের পক্ষ থেকে রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক স্কুলগুলিতে কত শূন্যপদ রয়েছে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, ডিসেম্বরের মধ্যে এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে চলেছে পর্ষদ। পাশাপাশি, পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হয় ২০২২-এর সঙ্গে ২০২৩-এর টেট উত্তীর্ণরাও অংশ নিতে পারবেন এই পরীক্ষায়।

উল্লেখ্য, ২০২২ এবং ২০২৩ সালে রাজ্যের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় টেট পরীক্ষার। কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের এখনও নিয়োগ করেনি পর্ষদ। সেই নিয়োগ প্রক্রিয়াই এবার শুরু করলো পর্ষদ।

পাশাপাশি, পর্ষদের পক্ষ থেকে কালীপুজোর সময় জানানো হয়, ২০২৪ সালে প্রাথমিক টেট নাও হতে পারে।

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU
Presents
ASSETS FAIR 2024
Quest & Invest
NOVEMBER 10 2024
FREE ENTRY

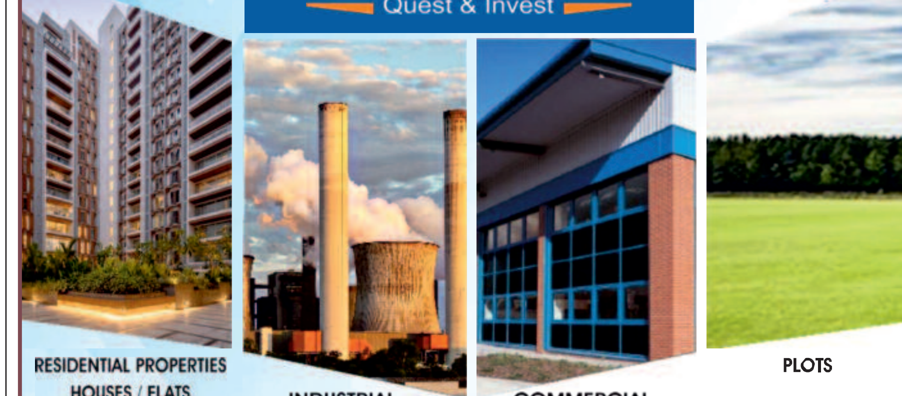

Cordially Invites You to the ASSETS FAIR 2024
Date : 10th November, 2024 ● Time : 10 A.M. to 6 P.M.
Venue : Peerless Hotel Durgapur, Sahid Khudiram Sarani
City Center, Durgapaur - 713 216

"Bid for your dream properties through Mega E-Auction (under SARFAESI Act) on 13.11.2024 & 11.12.2024 and onwards"

FAIR ATTRACTIONS :

- Indian Bank's secured assets under SARFAESI Act for sale.
- Properties in and around the following Districts are being showcased : Purba Bardhaman, Paschim Bardhaman, Purulia, Bankura and Birbhum.
- Hassle - free purchase
- Property Details Available at www.indianbank.in & www.ebkray.in

www.indianbank.in https://www.ebkray.in

For More Details : Call : +91-8510801484 (Purba Bardhaman)
+91-8102415615 (Paschim Bardhaman), +91-8585065442 (Purulia)
+91-9065833502 (Bankura), +91-8317039635 (Birbhum)

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সমানে সমানে টক্কর ট্রাম্প-কমলার

ওয়াশিংটন, ৫ নভেম্বর: আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটদান পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই নিউ হ্যাম্পশায়ারের ছোট একটি শহরের ভোটের ফলাফল প্রকাশ্যে এসে গিয়েছে। ছোট ওই শহরে ভোটারের সংখ্যা মাত্র ছয়। ব্যালট খুলে দেখা যাচ্ছে, ছ'টি ভোটের মধ্যে তিনটি পেয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প আর বাকি তিনটি পেয়েছেন কমলা হ্যারিস। অর্থাৎ, আপাতত প্রাথমিক ফলাফল টাই। নিউ হ্যাম্পশায়ারের ছোট শহর ডিক্সভিল নচ। ১৯৬০ সাল থেকে সেখানে সশরীরে ভোটদানের পর্ব সবার আগে সম্পন্ন করা হয়। এ বারেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। মাত্র ছ'জন ভোটার বলেই এই সিদ্ধান্ত। সোমবার মধ্যরাতেই (আমেরিকার সময় অনুযায়ী) ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন ওই ছয় ভোটার। ১৫ মিনিটের মধ্যে গণনাপর্বও শেষ হয়। দেখা যায় তিনটি করে ভোট পেয়েছেন কমলা এবং ট্রাম্প। এখান থেকে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ইঙ্গিত বলে মনে করছেন অনেকে। প্রচারের শেষ লগ্নে সোমবার পেনসিলভেনিয়ায় সভা করেন কমলা। মনে করা হচ্ছে, জয়-পরাজয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই প্রদেশের ইলেক্টোরাল কলেজের ফল নির্ণায়ক হতে পারে। অন্যদিকে, মিশিগানে প্রচার করে ট্রাম্পও। মঙ্গলবার ভারতীয় সময় সাড়ে ৪টের সময় আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটগ্রহণ শুরু হবে। তবে টাইম জোনে এগিয়ে থাকায় কিছু প্রদেশে তার আগেই ভোট শুরু হয়ে গিয়েছে। যেমন নিউ হ্যাম্পশায়ারের ওই শহরে। বুধবার ভোর সাড়ে ৬টা পর্যন্ত (ভারতীয় সময় অনুযায়ী) যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে ভোটগ্রহণ চলবে। তবে ভোট পরবর্তী সমীক্ষা প্রকাশ্যে আসতে পারে ভোর সাড়ে ৩টে থেকেই। ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হলেই শুরু হবে গণনা। গণনায় প্রাথমিক ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও পূর্ণাঙ্গ ফলাফল আসতে কয়েক দিনও লেগে যেতে পারে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ২৯/১০/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৪৯৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Nilratan Konar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Gopal Chandra Konar ও G. Konar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ০৫/১১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭৩৫২ নং এফিডেভিট বলে আমি Tandra Baral (old name) D/o. Satyanarayan Boral R/o. 314, Seal's Lane, Kamarpara Road, P.O. & P.S. Chinsurah, Dist. Hooghly-712101, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Tandra Boral (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Tandra Baral & Tandra Boral D/o. Satyanarayan Boral উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৫/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৬০ নং এফিডেভিট বলে আমি Moumita Mondal & Moumita Roy একই ব্যক্তি, আমার স্বামী Prasanta Mondal & Suman Roy @ Sumon Roy একই ব্যক্তি ও আমার পুত্র Rudra Mondal & Rudra Roy একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি/হইয়াছে।

NAME CHANGE
I, BHASKER TIWARI, son of Late Shiw Nath Tiwari, employed as assistant teacher at Lajpat Hindi High School (H.S.), residing at 25/26, A/12 Rose merry Lane, Howrah, West Bengal-711101, have rectified the spelling of my name from "BHASKAR" to "BHASKER" as per affidavit No 2365, Sworn before the Magistrate 1st class at Kolkata on 29-10-2024. Hence forth, I Shall be known as "BHASKER Tiwari," and all my documents should reflect this change. Thus, "BHASKER TIWARI" and "BHASKAR TIWARI" is the same and one identical person.

নাম-পদবী
গত ২৯/১০/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭২৯৫ নং এফিডেভিট বলে Chanchal Kanti Mondal S/o. Gnanendra Nath Mondal ও Chanchal Mondal S/o. Lt. G. N. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

NAME CHANGE
I, Rashmita Das w/o Lalan Das Residing at vill/p.o Pritipur, p.s. sikund, dist. Jajpur, odisha do here by declare that in some documents my name was wrongly recorded as Babi Das instead of Rashmita Das hence forth my correct name is Rashmita Das and Rashmita Das and Babi Das is same and one identical person vide affidavit no.2398 dated-26.09.2024 at collectorate, Jajpuradesha

নাম-পদবী
আমি গিতা সুত্রধর সরকার আমার পুত্র নির্বান সুত্রধর এর জন্ম সার্টিফিকেট ও পাসপোর্টে আমার নাম গিতা সুত্রধর আছে। জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে ২৩/১০/২৪ এফিডেভিটে গিতা সুত্রধর থেকে গিতা সুত্রধর সরকার হলাম। গ্রাম মজফর নগর কলোনী পূর্ব জগদানন্দ পুর বেথুয়া ডহরী নাকাশী পাড়া নদীয়া।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/
৯৮৭৪০ ৯২২২০

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৬ই নভেম্বর। ২০ শে কার্তিক। বুধবার। পঞ্চমী তিথি। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র ও বিংশত্তরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে।

হারানো প্রাপ্তি
আমি, সুধীর রায় G/2/5 আনন্দ নগর, কলকাতা-700063-এর নিবাসী। 1985 সালে নিবন্ধিত দলিল নং 6652 হিসাবে আমার সম্পত্তির আসল নথি হারিয়েছি, 05-11-2024 তারিখে ঠাকুরপুকুর থানায় দায়ের করা GDE নং 387 ।

যদি কেউ পেয়ে থাকেন তাহলে দয়া করে যোগাযোগ করুন ঃ
সুধীর রায়-(M) 9804233858

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
জেলা- নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপের মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত
মিস সাকসেশন কেস নং ০২/২০২৪
দরখাস্তকারী :- সোমনাথ সিকদার, পিতা- স্বর্গীয় নারায়ণ চন্দ্র সিকদার, সাং- গানতলা রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২
এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র আদালতে স্বর্গীয় **নারায়ণ চন্দ্র সিকদার**, পিতা- মৃত গোকুলচন্দ্র সিকদার এবং **নারায়ণী সিকদার**, স্বামী- স্বর্গীয় নারায়ণ চন্দ্র সিকদার, সাং- গানতলা রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২, **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নবদ্বীপ শাখায়** গচ্ছিত অর্থ যাহার এ্যাকাউন্ট নং সিনিয়ার সিটিজেন সেভিংস স্কিম এ্যাকাউন্ট নং **৩৫৮১৩৯৭৩১৪৮, পরিমান ১৫,০০,০০০/- (পনেরো লক্ষ) টাকা** উক্ত অর্থের উত্তরাধিকারীগণের পক্ষে দরখাস্তকারী গত ইং ২৭/০৩/২০২৪ তারিখে মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনও আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইবে।
তাং- ০৭.১০.২০২৪ আদেশানুসারে
নন্দলাল শর্মা (সেরেস্তাদার)
সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত, নবদ্বীপ, নদীয়া,

বিজ্ঞপ্তি
[illegible]
বিনীত
Kousik Das, Advocate, Krishnagar Judge's Court

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল অর্পিতা দত্ত স্বামী- বদ্রীনারায়ন দত্ত, সাং-আসনবুনি দুমকা। DSR দলিল নং ৫৩১৩/২৩ সম্পাদিত হয়। পাওয়ার হোল্ডার অশোক গড়াই পিতা- ঁঅকিঞ্চন গঁড়াই সাং-করিধ্যা, বীরভুম DSR 166/11 বহি এনং দ্বারা। ল্যান্ড ওনার নিয়তী হাজরা ও রত্না হাজরা স্বামী ও পিতা- ঁমধুসুদন হাজরা সাং-একই। তপশীল- রক সিউড়ী ১, মৌজা-ছোড়া (JL107) খতিয়ান-২৬০৭, ২৬০৮ এর দাগগুলি ২৬৯, ৫৮৪, ৬১১, ৬২৭, ৬৩৫, ৬৩৬, ৭৫২, ১০২৭, ১০৬২, ১১৩২, ১২১৩, ২৬৬৪, ২৭৫৬, ২৭২৭ পরিমান ১০৫.৬ শতক। মিউটেশন আপিল করা হইবে। কাহারো আপত্তি থাকিলে BLRO অফিসে অথবা আমার সাথে যোগাযোগ করুন প্রকাশিত ডেট থেকে ৩০ দিনের মধ্যে। অন্যথায় কোনো আপত্তি গ্রাহ্য হইবেনা।
Advocate
Md. Nasim Akhter
Suri Judge Court,
M- 9547068376

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

উপনির্বাচনের আগে সিআইডি ডেকে হেনস্তা করার পরিকল্পনা নিয়েছে : অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিংকে চার বছরের একটি পুরনো মামলায় তলব করল সিআইডি। আগামী ১২ নভেম্বর তাঁকে ভবানী ভবনে ডেকে পাঠানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, আগামী ১৩ নভেম্বর নৈহাটি কেন্দ্রের উপনির্বাচন। ঠিক তার আগের দিন তাঁকে তলব করা হয়েছে। সিআইডি-র এই তলব নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার রাতে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে চিঠির কপি তুলে ধরে তিনি রাজ্য প্রশাসনকে নিশানা করেছেন। শুভেন্দু টুইটে উল্লেখ করেছেন, পাঠানো নোটিসে লেখা আছে ৫ নভেম্বর। অথচ সেই নোটিস পাঠানো হয়েছে ৪ নভেম্বর। শুভেন্দুর কটাক্ষ, তাহলে কি সিআইডির কাছে টাইম মেশিন রয়েছে। সিআইডির তলব নিয়ে মঙ্গলবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত চারটে চিঠি তাঁর কাছে এসেছে। উপনির্বাচনের ঠিক আগের দিন পুরানো একটি মামলার চিঠি ফের পাঠানো হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অভিসন্ধি। তাঁর দাবি, তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি ধসে গিয়েছে। তাই নির্বাচনের আগে তাঁকে ভয় দেখানোর চেষ্টা চলছে। হয়তো নির্বাচনের আগের দিন ডেকে তাঁকে হেনস্তাও করা হতে পারে। যদিও তাঁর মন্তব্য, ১২ নভেম্বর এখনও দেরি আছে। ১২ নভেম্বরের আগে অনেক কিছু ঘটবে। প্রাক্তন সাংসদ আরও বলেন, বঙ্গ রাজনীতি শুধু এখন রাজনৈতিক দলের হাতে নেই। এখ ন বঙ্গ রাজনীতি সাধারণ মানুষ এং সাধারণ ভোটারদের হাতে। সাধারণ মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে আছে। তাঁর দাবি, বামেদের একাংশ তৃণমূলের সঙ্গে আঁতাত করে চলছে। বামেদের একাংশ শাসকদলের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন। আর নির্বাচনের শেষ মুহূর্তে তাঁরা স্লোগান তুলবেন, নো ভোট টু বিজেপি। তার মানে কায়দা করে সনাতনী ভোট বিভাজন করা। এবারে উপনির্বাচনে কোথাও কোথাও এই কায়দা স্পষ্ট হয়ে যাবে। প্রসঙ্গত, নৈহাটি কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সনৎ দে-র হয়ে প্রচারে নামলেন ময়দানের তিন প্রধান ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহামেডানের তিন কর্তা। যা ময়দানের ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সোমবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ময়দানের তিন প্রধানের শীর্ষ কর্তা তৃণমূল প্রার্থী সনৎ দে-র পক্ষে প্রচার করছেন। এটা নির্বাচনী আচরণবিধির বিরুদ্ধে যেতে পারে। এমনকী তিনি চিঠি লিখে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডবিয়ার হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে তিন প্রধানের কর্তাদের প্রচার নিয়ে সরব হয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। মঙ্গলবার প্রাক্তন সাংসদ বলেছেন, তিন প্রধানের কর্তারা যারা তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে প্রচার করছেন। সমর্থকদের উচিত তাদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া। তাঁর কথায়, আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে তিন প্রধানের কর্তার পথে নেমেছিলেন। তাতে ওনাদের সম্মান বেড়েছিল। তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে ব্যাট ধরায় সেই সম্মান একেবারে তলানিতে পৌঁছে গেল। তাঁর দাবি, এঁরাও পুলিশের মতোই দলদাস হয়ে গেছে। প্রাক্তন সাংসদের সংযোজন, তিনিও একটা দলকে সমর্থন করতেন। যদিও সেই দলের নাম তিনি মুখে আনেননি। তাঁর কটাক্ষ, যিনি কোনওদিন ফুটবলে লাথি মারেনি। তাঁকে সমর্থন করছেন তিন প্রধানের কর্তারা। তার মানে এর পিছনে লেনাদেনা আছে।

হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা কমাচ্ছে কিউই ফলের নির্যাসে তৈরি নতুন ফুড সাপ্লিমেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বজুড়ে শুধুমাত্র হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতি বছর ১ কোটি ৭৭ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই রিপোর্ট অনেকের কপালেই চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। হু-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বিভিন্ন রোগে ভুগে বিশ্বে যত মানুষের মৃত্যু হয় তার ৩১ শতাংশের জন্য দায়ী হৃদযন্ত্রের রোগ। এছাড়াও আর্থরাইটিস, রক্তাল্পতা, প্রদহ, অনিদ্রা, শারীরিক দুর্বলতা তো আছেই, যার জন্য খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যে পুষ্টির

অভাব অনেকাংশে দায়ী। তাই সুস্থ জীবনধারনের জন্য, হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখার পাশাপাশি সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রায় ভারসাম্য বজায় রাখা একান্ত আবশ্যক। হার্ট অ্যাটাকের প্রবণতা কমাতে ও পুষ্টিহীনতা দূর করতে নতুন ফুড সাপ্লিমেন্ট বাজারে নিয়ে এল ইয়ার্ডল্যাবস ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি বেসরকারি সংস্থা। গত একবছর ধরেই এই সংস্থার বেশ কয়েকটি ফুড প্রোডাক্ট বাজারে রয়েছে, যেগুলি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত, পেটেন্টেড ও হিউম্যান ট্রায়ালের পর নিউট্রাসিউটিক্যাল পণ্য বলে সংস্থার দাবি। কিউই ফলের নির্যাস থেকে প্রস্তুত ইয়ার্ডিফাইন, ইয়ার্ডল্যাবস ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড উৎপাদিত এক অভিনব নতুন ফুড সাপ্লিমেন্ট। ইয়ার্ডিফাইন এর মূল উপাদান কেএফই-এর আবিষ্কর্তা নরওয়ের অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ওষুধ বিভাগের শিক্ষক তথা নোবেল প্যানেলিস্ট অসীমকুমার দত্ত রায়। অসীমবাবুর অন্তত ৪১৫ টি গবেষণাপত্র সর্বজনবিদিত। বহু বিষয়ে পেটেন্ট থাকা এই চিকিৎসাবিজ্ঞানী সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন টম্যাটো ও কিউই ফলের নির্যাসে থাকা বিশেষ উপাদান কীভাবে ব্যবহার করে হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা কমাতে সাহায্য করে সেই তা প্রমাণ করে। তিনি দেখিয়েছেন, কিউই ফলের ওই নির্যাস সংবহনশীল অনুচক্রিকার অতিসক্রিয়তা এবং এক জায়গায় জড়ো হওয়া কমায়। এছাড়াও এটি উচ্চ রক্তচাপ এবং রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমানোর পক্ষেও সহায়ক। তাঁর এই গবেষণালব্ধ ফল কাজে লাগিয়ে তাদের নতুন ফুড সাপ্লিমেন্ট তৈরি করেছে ইয়ার্ডল্যাবস ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড।

কলকাতার মহাজাতি সদনে এক অনুষ্ঠানে কিউই ফলের নির্যাস থেকে হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধকারী, জীবনদায়ী ও পুষ্টির পরিপূরক, এল-আর্জিনাইন সংবলিত 'ইয়ার্ডিফাইন' এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এর আবিষ্কর্তা অসীম কুমার দত্তরায়। তিনি বলেন, এই ফুড সাপ্লিমেন্ট নিয়ম মেনে ব্যবহার করলে হার্ট অ্যাটাকের প্রবণতা অনেকটাই কমানো যায় এটা পরীক্ষামূলক ভাবে প্রমাণিত। এর কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

উল্লেখ্য এই সংস্থার ফুড সাপ্লিমেন্ট ও নিউট্রাসিউটিক্যাল বিভিন্ন পণ্য আগে থেকেই রয়েছে। এগুলিও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত ফুড সাপ্লিমেন্ট বলে সংস্থাটি জানিয়েছে।

ইয়ার্ডল্যাবের দুই বোর্ড ওফ ডাইরেক্টর সায়ন্তন রায়চৌধুরী ও ডক্টর সুবীর সরকার জানান, তারা এমন আরও প্রোডাক্ট বাজারে আনতে চান যেগুলিতে পুষ্টিগুণ তো আছেই, পাশাপাশি নির্দিষ্ট শারীরিক সমস্যা দূরে রাখতেও সাহায্য করে।

ছটপুজোকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি হাওড়া জেলা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: আসন্ন ছট পুজোকে কেন্দ্র করে যানবাহন চলাচল সচল রাখতে একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছে হাওড়া জেলা প্রশাসন। হাওড়া শহর ও সিটি পুলিশ এলাকায় আগামী ৭ ও ৮ তারিখ যান-চলাচলে বিশেষ নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে হাওড়া জেলা প্রশাসন। ৭ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টা ৩০ মিনিট থেকে রাত্রি ১০ টা অবধি ও। ৮ তারিখ শুক্রবার দুপুর ২ টা থেকে রাত্রি ১০ টা অবধি যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত প্রশাসনের। পাশাপাশি শহরের ১৪৩ টি ঘাটে যার মধ্যে হাওড়া থানা এলাকাতে ১১ টি, শিবপুর থানা এলাকাতে ১৬ টি, বি-গার্ডেন এলাকাতে ৬ টি, চ্যাটার্জি হাট থানা এলাকাতে ১ টি, বাটরা থানা এলাকাতে ২ টি, দাসনগর থানা এলাকাতে ৩ টি, ডোমজুড় থানা এলাকাতে ৮ টি, সাঁকরাইল থানা এলাকাতে ১৭ টি, জগাছা থানা এলাকাতে ৪ টি, সাঁতরাগাছি থানা এলাকাতে ৩ টি, গোলাবাড়ি থানা এলাকাতে ১৬ টি, মালিপাঁচঘড়া থানা এলাকাতে ১৫ টি, লিলুয়া থানা এলাকাতে ১৩ টি, বালি থানা এলাকাতে ১৪ টি, বেলুড় থানা এলাকাতে ৬ টি, নিশ্চিন্দা থানা এলাকাতে ৮ টি ঘাটে ছট পুজার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি ঘাটে কড়া নিরাপত্তা ও নজরদারি রাখার কথা জানান হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এছাড়াও যে কোনো আপদকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য গঙ্গার ঘাটগুলিতে বাড়তি নজরদারি চালানো হবে বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। নজরদারি চালাতে ড্রোন ব্যবহার করা হবে বলেও জানা যাচ্ছে।

এছাড়াও হাওড়া শহর জুড়ে বিভিন্ন রাস্তাতে যান চলাচলে বিশেষ নিয়ন্ত্রণ চালানো হবে। যত্রতত্র পার্কিংয়ের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। জাতীয় সড়ক থেকে হাওড়া শহরে ঢোকা পণ্যবাহী লরিকেও পরিস্থিতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করা হতে পারে। যদিও আপদকালীন পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত গাড়ি বিশেষত গ্যাসের সিলিন্ডার বাহী লরি, পেট্রোল ট্যাংকার, অক্সিজেন, দুধ, ওষুধ, সবজি, ফল ও মাছের গাড়িকে এই তালিকা থেকে বাদ রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই বছরের ছট পুজোতে ভিড়ের জন্য, ১ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বর মোট ৭,৬৬৩ টি বিশেষ ট্রেন পরিষেবা চালানো হচ্ছে। গত বছরের তুলনাতে ৭৩ শতাংশ বেশি।

সতর্কতা বুলেটিন 'মর্যাদা ২০২৪' প্রকাশ করলেন সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার সৌমিত্র মজুমদার, বিশেষ অতিথি প্রদীপ গুপ্ত সহ বিশিষ্টজনেরা।

বউবাজারে তিওয়ারি ওয়েলফেয়ার কমিটির উদ্যোগে অন্নকূট উৎসবের আয়োজন। হাজির সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ।

শুরু হল কলকাতা জুড়ে 'আপনা ভারত, জাগতা বেঙ্গল' কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বসুর 'আপনা ভারত, জাগতা বেঙ্গল' উদ্যোগকে সম্মান জানাতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে মঙ্গলবার ৫ নভেম্বর থেকে শুরু হল মাসব্যাপী উদযাপনের পালা। রাজ্যপালের দৃষ্টি এবং তাঁর উদ্যোগকে সম্মান জানাতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল মিউজিয়াম ভবনের অভ্যন্তরে একটি ইন্টার‍্যাক্টিভ মেসেজিং বোর্ডও স্থাপন করা হয়। এই ইন্টার‍্যাক্টিভ মেসেজিং বোর্ডে দর্শনার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে এবং একটি 'বিকশিত ভারত' সম্পর্কে তাদের মতামত জানাতে উৎসাহিত করা হয়েছে। এই উদ্যোগটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংযোগ রক্ষা এবং আমাদের মিলিত ঐতিহ্য উদযাপন করার একটি বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ বলেই জানানো হয়েছে।

শুধু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নয়, কলকাতার ভারতীয় সংগ্রহালয়টি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ সিভি আনন্দবোসের 'আপনা ভারত, জাগতা বেঙ্গল' উদ্যোগের প্রতি মাসব্যাপী সম্মান প্রদর্শন করতে চলেছে। সকলের কাছে শিক্ষা ও ঐতিহ্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, কলকাতার ভারতীয় সংগ্রহালয় ভারহুত ও বোধগয়া গ্যালারিতে আমাদের 'জান ইউর হেরিটেজ' উদ্যোগের অংশ হিসেবে তথ্যমূলক ও সংশ্লিষ্ট গ্যালারির আলাপ-আলোচনা আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, আলিপুরদুয়ারের গ্লোরি মিডিল সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে ভারতের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্য সম্পর্কে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতামত ও মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে এই সংগ্রহালয়টি ছাত্রছাত্রী ও অন্যান্য দর্শনার্থীদের জন্য এক শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা তৈরি করে।

হাওড়াতে বিরাট অনুরাগীদের নিয়ে 'বিরাট' জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ৫০ ফুট উচ্চতার ক্রিকেটার বিরাট কোহলির কাট আউট বানিয়ে মাল্যদান করে দুধ দিয়ে স্নান করিয়ে ৩৬ তম জন্মদিন পালন করলেন বিরাট কোহলি ওয়েস্ট বেঙ্গল হেল্প ফাউন্ডেশন সাঁতরাগাছি বাস টার্মিনালে। এই বিরাট প্রেমী সংগঠনের উদ্যোগে সাঁতরাগাছিতে বিরাট কোহলির জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিরাট অনুরাগীরা সাঁতরাগাছিতে আসেন। সেখানে উপস্থিত বিরাট কোহলির অনুরাগীদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়। সেই সঙ্গে বিরাটকে নিয়ে একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে

উপস্থিত ছিলেন, হাওড়া ট্রাফিকের আধিকারিক সহ অন্যান্যরা।

প্রতিরক্ষায় অত্যাধুনিক ভেসেল ব্যবহার করতে চলেছে ভারতীয় নৌসেনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতিরক্ষার কাজে আরও অত্যাধুনিক ভেসেল ব্যবহার করতে চলেছে ভারতীয় নৌসেনা। আর সেই কারণেই আধুনিক চারটি 'নেক্সট জেনারেশন অফশোর পেট্রল ভেসেল' (এজিওপিভি) তৈরি করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার অধিকৃত গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (জিআরএসই) সংস্থা। মঙ্গলবার তারই নির্মাণেরই সূচনা হয় কলকাতার গার্ডেনরিচে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্যপালের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জিআরএসই সংস্থার চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর কমোডোর পিআর হরি (অবসরপ্রাপ্ত)। সংস্থার তরফ থেকে

দাবি করা হয় যে, ২০২৬ সালে ভারতীয় নৌসেনার হাতে এই চারটি আধুনিক ভেসেল তুলে দেবে সংস্থা। সেগুলি দিয়ে উপকূলে নজরদারি চালাবে নৌসেনা।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ২০২৩ সালে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক আধুনিক ভেসেল তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। মূলত উপকূলবর্তী এলাকায় নজরদারি চালানোর জন্য ১১টি নেক্সড জেনারেশন এবং ছ'টি মিসাইল ভেসেল তৈরি করা সিদ্ধান্ত নেয় মন্ত্রক। সেই ১১টি নেক্সড জেনারেশন ভেসেলের মধ্যে চারটি তৈরি করছে জিআরএসই। এই ১১টি ভেসেল তৈরি করতে খরচ পড়ছে প্রায় ৯,০০০ কোটি টাকা। উপকূলবর্তী এলাকায় নজরদারি চালানোর পাশাপাশি জলসীমায় টহল, পাচার রোখা, সন্ত্রাস দমনের কাজে ব্যবহার করা হবে ভেসেলগুলি। বিপর্যয়ের সময় উদ্ধারকাজেও নামবে এই এজিওপিভি ভেসেল। জিআরএসইতে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি করা হবে ভেসেলগুলি। তার ভিতরে থাকবে ১২.৭ এমএম এসআরসিজি (মেশিনগান), একে-৬৩-র মতো অস্ত্র। শুধু তাই নয়, এতে রয়েছে ক্যামেরাও।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ৬ নভেম্বর ২০২৪, ১৮ কার্তিক, বুধবার

প্রতিবাদ কর্মসূচি থেকে ফেরার পথে আক্রান্ত প্রতিবাদীরা, ভাঙল গাড়ির কাচ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি করে চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনার পর প্রায় তিনমাস অতিক্রান্ত। তবে আন্দোলনের পথ থেকে সরে দাঁড়াননি প্রতিবাদীরা। ঘটনার প্রতিবাদে সোমবারও একাধিক কর্মসূচি ছিল কলকাতায়। এই প্রতিবাদ কর্মসূচি থেকে ফেরার পথে হামলার শিকার হতে হল কয়েকজন মহিলাকে। গাড়ির কাচ ভেঙে দেওয়ার পর গাড়ি থেকে নামিয়ে মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। প্রথমে ময়দান থানায় যান এবং পরে শেক্সপিয়র সরণি থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন তাঁরা। সোমবার রাত প্রায় ১২টা নাগাদ এক্সাইড মোড়ের কাছে ঘটনাটি ঘটে। 'দ্রোহের আলো' কর্মসূচি শেষ হওয়ার পর রাসবিহারী থেকে এক্সাইড

মোড়ের দিকে ফিরছিলেন কয়েকজন আন্দোলনকারী। অভিযোগ, ভাসান দিতে যাচ্ছিলেন, এমন কয়েকজন লোক আচমকা আন্দোলনকারীদের গাড়ি রাসবিহারী থেকে তাঁদের পিছন পিছন যেতে থাকেন। শেষে এক্সাইড মোড়ে গিয়ে গাড়ি আটকানো হয় বলে অভিযোগ।

এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, আন্দোলনকারীদের দুটি গাড়ি ছিল। তার মধ্যে একটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলেও অভিযোগ। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, তাঁদের নিশানা করেই এই হামলা চালানো হয়েছে। আন্দোলনে সামিল হওয়া এক ব্যক্তি বলেন, 'আমাদের টার্গেট করে আটকানো হয়। প্রথমে গাড়ি খোলার চেষ্টা করা হয়। ভিতরে তিনজন মহিলা ছিলেন। গাড়ির দরজা লক থাকায় খুলতে না পেরে কাচ ভাঙা হয়। মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষ গায়ে হাত তোলা হয়।' এরই সূত্র ধরে আন্দোলনকারীরা জানান, গাড়ি ফলো করে গিয়ে তাঁদের রীতিমতো হুমকি দেওয়া হয়েছে। তাঁরা যখন গাড়ি থেকে নেমে জানতে চান, কী কারণে এই হামলা, তখন মারধর পর্যন্ত করা হয় বলে অভিযোগ। প্রথমে ময়দান থানায় যান আন্দোলনকারীরা। পরে শেক্সপিয়ার সরণি থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়।

মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের নিরাপত্তা পরিকাঠামো নিয়ে রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তিলোত্তমার ঘটনার পর রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা নিয়ে সরব হয়েছেন চিকিৎসকদের বড় এক অংশ। এই ইস্যুতে জল গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্টেও। এবার নিরাপত্তা পরিকাঠামো সংক্রান্ত কাজ কতদূর এগিয়েছে তা শীর্ষ আদালতে জানাল রাজ্য সরকার। শীর্ষ আদালত সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সিভিক ভলান্টিয়ার সংক্রান্ত হলফনামা জমা দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে আরও দু'টি হলফনামা জমা দেওয়া হয়। একটি, কেন্দ্রীয় রেফার ব্যবস্থা। আর দ্বিতীয়টি হল নিরাপত্তা পরিকাঠামো সংক্রান্ত ব্যবস্থা। অর্থাৎ এই রেফারেল সিস্টেমের কাজের পাশাপাশি নিরাপত্তা হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তা পরিকাঠামোর কাজ কতদূর এগিয়েছে সেই সকল তথ্যই জমা দিল রাজ্য।

সূত্রের খবর, হলফনামায় বলা হয়েছে রাজ্যের ২৮টি মেডিক্যাল কলেজের নিরাপত্তা পরিকাঠামো-সহ অন্য কাজে ১২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই ডিউটি রুম তৈরির কাজ হয়েছে ৯৭ শতাংশ, শৌচাগার তৈরির কাজ হয়েছে ৯৫ শতাংশ, ডিউটি রুম তৈরির কাজ হয়েছে ৯৭ শতাংশ, আলোর পরিকাঠামো তৈরি ৯৫ শতাংশ, সিসি ক্যামেরা বসানোর কাজ ১০০ শতাংশ হয়েছে। এরই পাশাপাশি হলফনামায় রাজ্য এদিন এও জানায় যে, আরজি করে ডিউটি রুমের কাজ ৫৬ শতাংশ, শৌচাগার তৈরির কাজ ৫২ শতাংশ, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা ১০০ শতাংশ, সিসি ক্যামেরা বসানোর কাজ ১০০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে।

এছাড়াও, রাজ্যের ২৮টি মেডিক্যাল কলেজে প্যানিক বাটন বসানোর কাজও শুরু হয়েছে। এর পাশাপাশি ১,০৬৫টি বায়োমেট্রিক অ্যাকসেস কন্ট্রোল ডিভাইসের মধ্যে ৬৫৬টি বসানো হয়েছে। এই কাজে ২.২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, গত ১৫ অক্টোবর থেকে ডায়মন্ড হারবার-সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কেন্দ্রীয় রেফার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। সারা রাজ্যে এই ব্যবস্থা চালুর জন্য ৩০ অক্টোবর সবকটি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ-এমএসভিপি'র সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। এরপর ৬ নভেম্বর থেকে পর্যায়ক্রমে ৮ জেলায় চালু হয়েছে কেন্দ্রীয় রেফার ব্যবস্থা। রাজ্যের ২৮টি মেডিক্যাল কলেজে অতিরিক্ত ৯,৫১৪ জন নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। ৯,৫১৪ জনের মধ্যে ৫০৪ জন মহিলা নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন বলে জানিয়েছে রাজ্য।

সঞ্জয়ের সঙ্গে বিরোধীরা গলা মেলাতেই প্রশ্ন কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আদালত থেকে বেরনোর পর সোমবার প্রিজন ভ্যানে বসে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়রকে বলতে শোনা যায়, সরকার তাঁকে ফাঁসাচ্ছে। তিনি ধর্ষণ, খুন করেননি। এই বক্তব্য সামনে আসার পর খুব স্বাভাবিক ভাবেই একাধিক প্রশ্ন উঠে এসেছে। সিভিক ভলান্টিয়রের অভিযোগ প্রসঙ্গে মুখ খোলেন বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যও। তিনি বলেন, 'এত বড় গভীর চক্রান্ত করতে সময় লাগতে পারে। আশা করব সিবিআই সমাধান করবে। অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়র মুখ খুলেছে। আমি প্রথম দিন থেকে বলেছি এই ঘটনায় একা ও জড়িত নেই। সিবিআইকে সত্য সামনে আনতে হবেই।' এরপর বিকাশ রঞ্জনকে পাল্টা দিতে মঙ্গলবার নিজের সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।

সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, 'যাঁরা বলছিলেন কলকাতা পুলিশ নয়, সিবিআই চাই এবং হাইকোর্ট সিবিআই দিতে যাঁরা তুমুল লম্ফঝম্ফ করে আগুনঝরা বিবৃতি দিয়েছিলেন এখন তাঁরাই সেই সিবিআই-এর বদলে সঞ্জয় রাইপন্থী হয়ে উঠলেন। আর এখানেই কুণালের প্রশ্ন এর পিছনে আদতে কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে তা নিয়েও। সঙ্গে বিরোধীদের বিদ্ধ করে এও বলেন, 'আপনারা সিবিআই চেয়েছিলেন, সিবিআই যাবতীয় তদন্ত করে দেখেছে ধর্ষণ ও খুনে কলকাতা পুলিশের গ্রেপ্তারি সঠিক ছিল। আপনারা বহু পক্ষ সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী দিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট সিবিআই তদন্ত মনিটর করছে।'

এখানেই শেষ নয়, সঙ্গে তিনি এ প্রশ্নও তোলেন, 'তারপরেও আপনারা সিবিআই তদন্তে আস্থা না রেখে নিজেদের ইচ্ছেমত কল্পকাহিনি দিয়ে বাজার গরম করছেন। তাহলে সিবিআই তদন্ত চেয়েছিলেন কেন? কারা আবার বলছেন, বিপুল তহবিলের দখল রাখতে জটিলতা, প্রতিবাদ, আন্দোলনের জলঘোলা চালাতে হবে। তবে বিচার, শাস্তি আমরা সবাই চাই। কিন্তু সিবিআই ডেকে এনে তারপর তাদের তদন্তও আপনাদের না মানার কারণ কী?'

প্রসঙ্গত, ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রাইকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কিন্তু প্রথম থেকেই আন্দোলনকারী তথা চিকিৎসকদের তরফে দাবি উঠছিল, এই ঘটনায় একজন নয়, একাধিক জন জড়িত। পরে আদালতের নির্দেশে তদন্তভার যায় সিবিআই-এর হাতে। ধৃত সিভিক ভলান্টিয়রকেই চার্জশিট অভিযুক্ত হিসাবে দেখানো হয়। চার্জশিট নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন আন্দোলনকারীরা। কিন্তু প্রথম থেকেই আন্দোলনকারীদের দাবি ও আন্দোলনকে কটাক্ষ করছিলেন কুণাল ঘোষ।

কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী নিয়ে বিধানসভায় বচসায় জড়ালেন বিজেপি বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২৫ নভেম্বর থেকে বিধানসভায় শুরু হচ্ছে শীতকালীন অধিবেশন। এই অধিবেশনে একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনা নিয়ে একগুচ্ছ প্রস্তাব আসছে বলেও শোনা যাচ্ছে। এদিকে এরইমধ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী ঢোকা নিয়ে মঙ্গলবার বিধানসভা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বচসায় জড়াতে দেখা গেল বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দাকে। সূত্রে খবর, এদিন গাড়ি চালকের আসনে ছিলেন অশোক নিজেই। পাশের আসনে ছিলেন অপর বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। সঙ্গে ওই গাড়িতেই ছিলেন অশোক দিন্দার নিরাপত্তায় থাকা দুই সিআরপিএফ জওয়ান। সেই গাড়ি নিয়ে অশোক দিন্দা বিধানসভায় প্রবেশ করতে গেলে বিধানসভার নিরাপত্তা রক্ষীরা গাড়ি আটকে দেন। তা নিয়েই শুরু হয়ে যায় বচসা।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু সময়ের জন্য এলাকায় রীতিমতো উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। শেষে বিধানসভায় কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর প্রবেশ নিয়ে যে নির্দেশ রয়েছে তা দেখান বিধানসভার মার্শাল। তাতেই আগুনে খানিক জল পড়ে। কিছু সময়ের মধ্যে দেখা যায় সিআরপিএফ জওয়ানরা গাড়ি থেকে নেমে যাচ্ছেন।

প্রসঙ্গত, একুশ সালে সপ্তদশ বিধানসভার শুরুতেই কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা কেন্দ্রিক নির্দেশ দিয়েছিলেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পিকারের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ইতিমধ্যেই হাইকোর্টে গিয়েছে বিজেপি। সেই মামলার মাঝেই মঙ্গলবার বিধানসভায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ঢোকা নিয়ে বিধানসভায় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বচসায় জড়ালেন বিজেপি বিধায়কেরা।

সূর্যদেবতার আহ্বানে... আসন্ন ছটপুজো, তার আগে চলছে বিকিকিনি। জানবাজারে ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

নিউ টাউনের ইকোপার্কে সোলার গম্বুজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহারে অনন্য নজির সৃষ্টি করল হিডকো। পরিবেশ রক্ষায় বিকল্প শক্তির প্রয়োজনীয়তা কী, কীভাবে তা ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা যায়, তা সহজ করে মানুষকে বোঝাতে নিউটাউনে একটি সোলার ডোম বা সৌর গম্বুজ তৈরি করেছে তারা।

মঙ্গলবার বিকেলে তার দ্বারোদ্ঘাটন করছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বহুদিন আগে থেকেই হিডকো কর্তৃপক্ষ নিউ টাউনকে সবুজ এবং পরিবেশ-বান্ধব হিসেবে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সৌর গম্বুজের নির্মাণ তারই অঙ্গ। ইকোপার্কে বাংলার গ্রামের ঠিক পাশেই এই নতুন সৌর গম্বুজ। ৪৬ মিটার ব্যাস এবং ৫৫ মিটার উচ্চতার একটি লোহার কাঠামোর ওপর তৈরি হয়েছে এটি। গম্বুজের বাইরেটা সোলার প্যানেল দিয়ে মোড়া। সেই প্যানেল থেকেই গম্বুজের ভেতরে আলো, পাখা-সহ অন্যান্য সব বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি চালানো হবে। স্কুল, কলেজের পড়ুয়া থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে অপ্রচলিত শক্তির পাঠ দেওয়া হবে সোলার গম্বুজে। এর ভেতর থেকে উঁচু গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে গোটা ইকোপার্কের নান্দনিক সৌন্দর্য দেখতে পারবেন দর্শকরা।

পরিবেশ রক্ষায় বিকল্প শক্তির প্রয়োজনীয়তা কী, তা কিভাবে মানুষের উপযোগী করে তোলা যায় তা মানুষের কাছে সহজ করে তুলে ধরার জন্যেই বনানো হয়েছে, বিশাল আকৃতির এই সৌর গম্বুজটি। এটি দেশের প্রথম সর্ববৃহৎ সৌর গম্বুজ। আগামী দিনে পৃথিবীকে বাঁচাতে এখন থেকে পরিবেশবান্ধব জিনিস ব্যবহার শুরুর গুরত্ব বোঝাতেই ইকো পার্কে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আয়কর বিভাগের উদ্যোগে সচেতনতা সপ্তাহ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি অক্ষুন্ন রাখতে নাগরিকদের স্বচ্ছতা ও সচেতনতার প্রয়োজন। দুর্নীতির সঙ্গে কোনও আপোষ বা দুর্বলতা নয়। দেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে এই স্বচ্ছতার বার্তা পৌঁছে দিতে হবে বলে জানান কলকাতার মুখ্য আয়কর কমিশনার অম্লান ত্রিপাঠী। মঙ্গলবার কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পার্ক স্ট্রিট ক্যাম্পাসের অডিটোরিয়ামে ভিজিলেন্স উইক পালনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ড. ত্রিপাঠী আরও বলেন, সতর্কতা সপ্তাহ পালনের জন্য আয়কর দপ্তর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঙ্গে আরও নিবিড় সংযোগ গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে আয়কর বিভাগের অতিরিক্ত নির্দেশক দেবাশিস মজুমদার এ প্রসঙ্গে বলেন, দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে ন্যায় পরায়ণতা এবং স্বচ্ছতার প্রতি তাদের আগ্রহী করে তোলা প্রয়োজন। আয়কর বিভাগ আর্থিক সহ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি কমাতে প্রযুক্তিগত কৌশলকে আরও বেশি প্রয়োগ করছে। আয়কর বিভাগের উদ্যোগে সতর্কতা সপ্তাহ উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে বলে জানান আয়কর বিভাগের অফিসারেরা। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার সভিও ডমিনিক উপস্থিত ছিলেন।

শুষ্ক আবহাওয়া দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জেলায় সকালের দিকে আবহাওয়া মনোরম থাকলেও বেলা বাড়লেই ফিরছে অস্বস্তি। উত্তরেও ঠান্ডার আমেজ নেই। নভেম্বর মাসেও শীতের দেখা নেই এখনও। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী পাঁচ দিন রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণে তাপমাত্রার হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই শীতকাল কবে আসবে, এখনই স্পষ্ট নয়। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, চলতি সপ্তাহে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া থাকবে মূলত শুষ্ক। কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এখনও স্বাভাবিকের ঊর্ধ্বেই।

শব্দবাজি ফাটানোর প্রতিবাদ করায় আড়িয়াদহে আক্রান্ত প্রতিবাদী, ধৃত ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, আড়িয়াদহ: বিসর্জনের শোভাযাত্রায় শব্দবাজি ও তারস্বরে বাজনা বাজানোর প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত হলেন ষাটোর্ধ্ব এক বৃদ্ধ এবং তার পরিবার। এমনকী প্রতিবেশীরা ঠেকাতে এসেও আক্রান্ত হয়েছেন। সোমবার মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণেশ্বর থানার আড়িয়াদহ ফিডার রোড মৌসুমী মোড় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওইদিন রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ কালীপুজোর বির্সজনের শোভাযাত্রা বেলঘড়িয়া থেকে আড়িয়াদহের দিকে আসছিল। অভিযোগ, মৌসুমী মোড়ের কাছে সেই শোভাযাত্রা বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তারস্বরে বাজনা বাজাচ্ছিল। শধবাজি ওপরের দিকে ছুঁড়ছিল। বহুতলের বাসিন্দা এক যুবক নিচে নেমে এসে বাজনা বাজানো বন্ধ করতে বলেন। উন্মত্ত মহিলা ও যুবকরা প্রতিবাদী যুবককে মারধর শুরু করে। ছেলেকে বাঁচাতে ছুটে এসে আক্রান্ত হলেন বৃদ্ধ বাবা-মা। রেহাই পাননি ওই আবাসনের অন্যান্য বাসিন্দারাও। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে দক্ষিণেশ্বর থানার পুলিশ। অভিযোগ, শোভাযাত্রায় থাকা উন্মত্ত জনতার হাতে হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে পুলিশকেও। যদিও এই ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যেই দুই মহিলা-সহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতেরা প্রসেনজিৎ মিত্র, রাজু বড়ুয়া, অর্ঘ্য আচার্য, বাপ্পা রায়, তনুরিমা চক্রবর্তী ও নর্মতা মজুমদার। প্রসেনজিতের বাড়ি এয়ারপোর্ট থানার বিরাটির গৌরীপুর কালিবাড়ি, ঘোলা থানার সোদপুর কালিতলার বাসিন্দা রাজু, নিমতা থানার রবীন্দ্রপল্লীর বাসিন্দা অর্ঘ্য এং বাপ্পা ট্যাঙরা থানার সি/২ ট্যাংরা রোডের বাসিন্দা।

আক্রান্ত বৃদ্ধ গৌতম মুখোপাধ্যায় জানান, মধ্যরাতে বাড়ির সামনে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কালী পুজোর শোভাযাত্রা দাঁড়িয়েছিল। শোভাযাত্রায় প্রচন্ড জোরে বাজনা বাজছিল। আর ওরা চকলেট বোমা ওপরে ছুঁড়ছিল। অতিষ্ঠ হয়ে ছেলে নিচে নেমে এসে বাজনা বন্ধ করতে বলেছিল। গৌতম বাবুর অভিযোগ, তারস্বরে বাজনা বাজানোর প্রতিবাদ করায় উন্মত্ত অবস্থায় মহিলা ও যুবকরা ছেলের কলার ধরে টেনে মারধর করছিল। ছেলেকে বাঁচাতে স্ত্রীও ছুটে এলে তাঁকে চুলের মুঠি ধরে মারধর করে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এলে তাদেরকেও হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে। তবে কালী পুজোর শোভাযাত্রা ঘিরে তাণ্ডবের ঘটনায় আতঙ্কিত আড়িয়াদহের মৌসুমী মোড়ের বাসিন্দারা।

বিজয়া সম্মিলনীর হাত ধরে রাজনৈতিক ময়দানে ফিরছেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজয়া সম্মিলনীর হাত ধরে আবার রাজনৈতিক ময়দানে অভিষেক। তবে বঙ্গ রাজনীতিতে এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন আগামী ১৩ নভেম্বরের উপভোটে কি প্রচারে সক্রিয়ভাবে পাওয়া যাবে তৃণমূল সেনাপতিকে কি না তা নিয়েই। এদিকে তৃণমূল সূত্রে খবর, উপনির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যেই সক্রিয় রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির দপ্তর। শুধু তাই নয়, জেলা সফরে গিয়েছেন খোদ বক্সি। বক্সির সঙ্গে গিয়েছেন অন্যান্য নেতারাও। তবে এরই মধ্যে একটাই প্রশ্ন এবার কি সক্রিয় ভাবে প্রচারে অভিষেক নামবেন কি না তা নিয়ে।

আগামী ৯ নভেম্বর ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের আমতলা পার্টি অফিসে বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথা তৃণমূল সাংসদের। উপস্থিত থাকবেন পার্টি নেতৃত্ব ও জন প্রতিনিধিরা। সেখান থেকেই নির্বাচন নিয়ে আগাম কোনও কর্মসূচি তিনি ঘোষণা করেন কি না সেই দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল। কারণ, বিগত লোকসভা ভোটের সময় দলের সব দায়িত্ব 'কাঁধে' তুলে নিয়েছিলেন তিনি। তবে ভোটের রেজাল্টের পর সাময়িক বিরতি নেন। সামনেই উপভোট। তার আগে সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে প্রচারে সুব্রত। এই সবের মধ্যেই অভিষেকের 'কামব্যাক' নিতান্তই তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

ছটপুজো উপলক্ষে প্রিন্স আনয়ারশাহ রোডে তৈরি হল কৃত্রিম পুকুর। অন্যদিকে, ছটপুজোর জন্য বাবুঘাটে চলছে প্রস্তুতি পর্ব।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সবাইকে একযোগে রাস্তায় নামার আহ্বান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর নিয়ে সরব হলেন রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিধানসভায় এক অনুষ্ঠানে শোভন বলেন, 'মনুষ্যত্ব হারালে তবেই মানুষ এমন কাজ করে।' এরপরই দলমত নির্বিশেষে প্রতিবাদ চান তিনি। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সবাইকে একযোগে রাস্তায় নামার আহ্বানও জানান শোভন।

আরজি করে চিকিৎসক তরুণীর প্রতি পৈশাচিক অত্যাচার স্মরণ করে শোভন প্রশ্ন তুলে বলেন, 'এই কাজ একজনের পক্ষে সম্ভব কিনা তা আমি বলতে পারব না। তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে। যে বা যারাই করে থাকুক না কেন, বিচার হবেই।' এর পর শোভন বলেন, 'আমাদের দল চরম শাস্তি চাইছে। সবাই মিলে নামলে ভালো। আমি মনে করি সব দলের একসঙ্গে নামা ভালো।'

নির্যাতিতা, মৃত তরুণীর পরিবারের কথা উল্লেখ করে শোভন আরও বলেন, 'এই মেয়েটির বাবা-মা জানত না এমন আক্রমণ বা বিপদ হবে। তাই একসঙ্গে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের নামা ভালো।

সবাই নামলে সকলের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হবে। এটা সামাজিক ব্যধি একটা। অবনমন গোটা দেশে হচ্ছে। সারা দেশে এমন ঘটনা ঘটছে। সকলে মিলে এর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়তে হবে। একটা জনমত তৈরি করতে হবে।'

শোভন জানান, তিনি আরজি করের নির্যাতিতার বাড়ি গিয়েছেন। এই ঘটনা তাঁকে চরম মানসিক আঘাত দিয়েছে বলে জানান। শোভনের কথায়, 'নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সবাই একযোগে রাস্তায় নামুন।'

আরজি করের নির্যাতিতা ডাক্তারি ছাত্রীর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেখে চমকে উঠেছিলেন তিনি। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় নিজে থেকেই একথা জানিয়েছেন রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

এরই পাশাপাশি এদিন নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে শোভনদেব বলেন, 'গোটা দেশ জুড়েই এই ঘটনা বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গ তার ব্যতিক্রম নয়। এটা একটা সামাজিক ব্যাধি। সবার একযোগে প্রতিবাদ করা উচিত। নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করার আগে আমি বেসরকারিভাবে ময়নাতদন্তের রিপোর্টটা দেখেছিলাম। দেখে চমকে উঠেছি। চোখে-মুখে রক্ত! কী বিভৎসভাবে খুন!'

সম্পাদকীয়

যে দেশের শক্তি সর্বাধিক, তার বিচ্যুতির দামও সর্বোচ্চ

এ বারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের একটা কেন্দ্রীয় ধুয়ো হল নাগরিকের 'ফ্রিডম' বা স্বাধীনতা, যে শব্দের অধিকার চাইছে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট দুই দলই। দু'টি মাত্র দল, দু'টি দলের নামেই স্বাধীনতার সংজ্ঞাটি গভীরপ্রবিষ্ট; সেই অর্থে 'ফ্রিডম' হল আমেরিকার রাজনৈতিক পটচিত্রের প্রধানতম 'আয়রনি', বিদ্রুপ বা ব্যাজশব্দ। ডেমোক্র্যাটরা ওই শব্দের ভাগ চান অনায়াসেই, কেননা গণতন্ত্র কথাটির মধ্যে প্রথমেই আছে স্বাধীনতা। আমেরিকার প্রবাদপুরুষ তো গণতন্ত্রের সর্বজগৎমান্য সংজ্ঞাটি দিয়েই গিয়েছেন, 'গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, অ্যান্ড ফর দ্য পিপল' (এব্রাহাম লিঙ্কন)। কিন্তু রিপাবলিক কথার মধ্যেও কি স্বাধীনতারই প্রথম মান্যতা নেই? রিপাবলিক বা সাধারণতন্ত্রের অর্থ শাসন সংগঠন বা নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার ব্যবহার। সব মানুষ যেন নিজের স্বাধীন অধিকারের প্রতিফলন ঘটাতে পারেন শাসক নির্বাচন প্রক্রিয়ায়, এটাই তার মূলনীতি। আর এক জনের কথা এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, আমেরিকার গণতন্ত্রের আর এক পথিকৃৎ জর্জ ওয়াশিংটন। প্রেসিডেন্ট হয়ে প্রথম বক্তৃতাতেই তিনি বলেছিলেন, 'আমেরিকান ডেমোক্র্যাসি কনস্টিটিউটস আ গ্রেট এক্সপেরিমেন্ট', কেননা সরকারের এই 'রিপাবলিকান ফর্ম' মানুষের হাতে দিয়েছে চরম ক্ষমতা, মানুষ কী ভাবে তার মঙ্গলের জন্য সেই ক্ষমতা ব্যবহার করবে, সে তার নিজের বিবেচনা। নিজেরই বিবেচনা, এবং সে বিবেচনা সব সময় শুভ না-ই হতে পারে। রাষ্ট্রনীতিবিদ এবং রাজনীতিকরা বুঝিয়ে বলেছেন, গণতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র ইত্যাদির মধ্যে যে স্বাধীনতা নীতির ব্যবহার আছে, তার সাফল্য আসলে নির্ভর করে সংখ্যালঘুকে কী ভাবে দেখা হচ্ছে তার উপর। আজই স্থির হবে কে সে দেশের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হবেন, কিন্তু যিনিই আসুন, তাঁকে মনে রাখতে হবে, গত কয়েক দশক ধরে, বিশেষত ৯/১১ পরবর্তী সময়কালে, অভিবাসী, অশ্বেতাঙ্গ, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, এবং দেশের বাইরে অন্যান্য তুলনায় পশ্চাৎপদ সমাজ, এদের সকলের প্রতি সংবেদনশীলতা রাখতে দুই দলই প্রবল ভাবে ব্যর্থ। বিশ্বের গৌরবময় প্রাচীন গণতন্ত্রের দু'টি যুযুধান দলই আদর্শগত ভাবে সম্পূর্ণ চ্যুত হয়েছে 'স্বাধীনতা'র নীতি থেকে। এই বিচ্যুতি কেবল বিপজ্জনক নয়, অক্ষমার্হ। যে দেশের শক্তি সর্বাধিক, তার বিচ্যুতির দামও সর্বোচ্চ।

শব্দবাণ-৯৩

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. শাসনতন্ত্র ৪. লম্বুদের এমনই ফিগার ৫. আনন্দিত ৭. সমুদ্র, বরুণদেব ৯. অনেকে মিলে খাওয়াদাওয়া ১১.বিবাহ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. আহরণ, চয়ন ২. বিক্রয় ৩. নৃত্যরত শিব ৬. অনুবাদ ৮. একসঙ্গে নিক্ষিপ্ত অসংখ্য তির ১০. অত্যন্ত।

সমাধান: শব্দবাণ-৯২

পাশাপাশি: ১. ধরণিসুতা ৩. আকর ৫. তখন ৭. সস্মিত ৮. লকার ১০. ভয়খাওয়া ।

উপর-নীচ: ১. ধনিক ২. সুরতহাল ৩. আভাস ৪. রহস্যময় ৬. নগর ৯. কালিয়া।

জন্মদিন

আজকের দিন

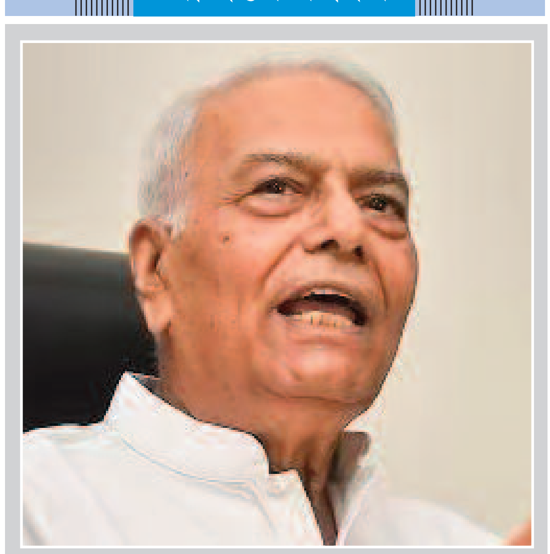

যশবন্ত সিনহা

১৯২৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৩৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ যশবন্ত সিনহার জন্মদিন।*
১৯৮১ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় সংগ্রাম মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

উন্নততর সড়ক নিরাপত্তার দিশায়

ধর্মেন্দ্র ষড়ঙ্গী
মহানির্দেশক (সড়ক উন্নয়ন) এবং বিশেষ সচিব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক

পঙ্কজ আগরওয়াল
চিফ ইঞ্জিনিয়ার (সড়ক নিরাপত্তা) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক

ভারতে সড়কপথ হল পরিবহনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক মাধ্যম। দেশের সড়কগুলিতে যাত্রী এবং যানবাহনের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বেড়ে চলেছে।

ড়কের সংখ্যা, যানবাহনের সংখ্যা এবং বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের গতি বৃদ্ধির দরুণ বর্তমানে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৪.৫ লক্ষ দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়, প্রাণ হারান প্রায় ১.৫ লক্ষ মানুষ। এর ফলে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে হানির অনুপাত প্রায় ৩ শতাংশ। দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্যাদি বলছে যে, প্রাণহানির ৬৮ শতাংশই দ্বিচক্রযান ও সাইকেলের আরোহী এবং পদাতিক। দুর্ঘটনার প্রধান কারণগুলি হল অতিরিক্ত দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানো, চালকের মনসংযোগে ঘাটতি, গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার করা এবং লাল সংকেত উপেক্ষা করা। পথ দুর্ঘটনায় মৃতদের অর্ধেকেরও বেশি তরুণ , তরুণীরা, যাঁদের বয়স ৩৫ ,এর নীচে। কাজেই সমাজে নেতিবাচক প্রভাব রুখতে এবং ধারাবাহিক অর্থনৈতিক বিকাশ নিশ্চিত করতে সড়ক নিরাপত্তা আরও জোরদার করা দরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং মাননীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রীর দিশানির্দেশে সড়ক নিরাপত্তার প্রশ্নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের নীতি নিয়েছে সরকার। সড়ক পরিবহন মন্ত্রক এক্ষেত্রে Engineering– Enforcement– Education এবং Emergency Care, এই চারটি বিষয়কে অর্থাৎ চারটি E কে আরও উন্নত করে তুলতে সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যাতে দশকের শেষ নাগাদ সড়ক নিরাপত্তার প্রশ্নে উন্নতি সাদা চোখেও বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এদেশে সড়ক পথের ২.৩ শতাংশ জাতীয় মহাসড়ক, যেখান দিয়ে চলাচল করে যানবাহনের ৪০ শতাংশ। জাতীয় মহাসড়কগুলিতে চলাচলকারী যানবাহনের গতির গড় যথেষ্ট বেশি। বহুল পরিমাণে পণ্যবাহী ভারী যানবাহন চলাচল করে জাতীয় মহাসড়কগুলিতে। ফলে প্রাণহানি এবং দুর্ঘটনার ৩০ শতাংশই হয়ে থাকে এখানে। মন্ত্রক প্রকল্প রূপায়নের প্রতিটি স্তরেই সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরীক্ষা - নিরীক্ষা অর্থাৎ রোড সেফটি অডিট বাধ্যমূলক করেছে, যাতে নতুন কোনও প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত বিচ্যুতি না থাকে। দেশজুড়ে জাতীয় মহাসড়কগুলি ওপর দুর্ঘটনাপ্রবণ অংশগুলির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। এধরনের ১৩,৭৯৫ টি চিহ্নিত অংশে যানবাহনের গতি কমানো, পথচারীদের আলাদা পরিসর সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা, রাস্তার মোড়গুলিতে বিভিন্ন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া, সঠিক পথ নির্দেশ স্পষ্টভাবে তুলে ধরা, সৌরবাতির ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী ভিত্তিতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৯৫২৪ টি দুর্ঘটনাপ্রবণ পরিসরে এই কাজ এখনও বাকি। তা সম্পন্ন করে ফেলা হবে মার্চ ২০২৫- এর মধ্যে। দেখা গেছে এইসব উদ্যোগের দরুন দুর্ঘটনাপ্রবণ ৮৫ শতাংশ পরিসরে অনভিপ্রেত ঘটনা ও মৃত্যু কমানো সম্ভব হয়েছে। সড়ক নিরাপত্তার প্রশ্নে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে কাজ চলছে অবশ্যই। ৪৫৯৩ টি দুর্ঘটনাপ্রবণ পরিসরে ফুটপাথের রেলিং লাগানো, উড়ালপুল তৈরি করা, ফুট ওভার ব্রিজ গড়ে তোলার কাজ সম্পন্ন। বাকি জায়গাগুলিতেও এই কাজ হয়ে যাবে ২০২৬-২৭ নাগাদ। সমীক্ষায় দেখা গেছে ৫ কিলোমিটার জুড়ে বিগত ২ বছরে দুর্ঘটনায় কোনও মৃত্যু হয়নি , এমন প্রায় ১৪.৫ শতাংশ পরিসর রয়েছে জাতীয় মহাসড়কগুলিতে। এই পরিসরগুলিকে শ্বেত করিডর হিসেবে চিহ্নিত করার প্রস্তাব রয়েছে এবং ক্ষেত্রীয় আধিকারিকদের এই ইতিবাচক প্রবণতা বজায় রাখার জন্য বিশেষভাবে সচেতন করে তোলা হচ্ছে। নির্মাণস্থলগুলিতে নিরাপত্তার দিকটিতে বিশেষভাবে জোর দিচ্ছে মন্ত্রক। সড়ক মন্ত্রক চালু করেছে e–DAR অর্থাৎ ইলেকট্রনিক ডিটেল্ড অ্যাক্সিডেন্ট রিপোর্ট বা দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বৈদ্যুতিন বিশদ জ্ঞাপন কর্মসূচি। আদতে বিষয়টি হল দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্যাদির বিশ্লেষণমূলক একটি ভান্ডার। এর সুবাদে দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকাগুলি শীঘ্র চিহ্নিত করা সম্ভব হয়ে উঠেছে এবং ক্ষেত্রীয় আধিকারিকদের সেখানে গিয়ে প্রযুক্তিগত ত্রুটি খতিয়ে দেখায় নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজন মত নেওয়া হচ্ছে দুর্ঘটনা প্রতিরোধী ব্যবস্থা। ২০২৪ ,এর জুন পর্যন্ত ৬০১৪ টি দুর্ঘটনা প্রবণ অঞ্চলের মধ্যে ৫৪৪৬ টিতে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে।

সূচনা হয়েছে ভারত নিউ কার অ্যাসেসমেন্ট প্রোগ্রাম বিএনসিপি, অর্থাৎ ভারত নতুন যান মূল্যায়ন কর্মসূচির। আদতে বিষয়টি হল বিশ্বমানের একটি যান মূল্যায়ণ ব্যবস্থাপনা , যার মাধ্যমে নতুন যানবাহনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলি যাচাই করে দেখা যায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০২১ , এর ১৩ আগষ্ট সূচনা করেছেন যান বাতিল নীতির। যার লক্ষ্য ঝরঝরে হয়ে যাওয়া এবং দূষণ ছড়ানো গাড়িগুলি বাতিল করা। এই কাজে গতি আনতে দেশজুড়ে গড়ে তোলা হচ্ছে স্বয়ংচালিত পরীক্ষণ কেন্দ্র (অটোমেটিক টেস্টিং স্টেশনস) এবং নিবন্ধিত যান বাতিল কেন্দ্র (রেজিস্টার্ড ভেহিকেল স্ট্র্যাপিং ফেসিলিটিস)।

যে বর্গেরই সড়ক হোক না কেন, আইন-শৃঙ্খলার বিষয়টি থাকে রাজ্যের হাতে। কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রক অবশ্যই নিজের এক্তিয়ারের মধ্যে সড়ক নিরাপত্তার প্রশ্নে যথাসাধ্য করছে। স্পিড ক্যামেরা, সিসিটিভি, স্পিড গান, ড্যাশ ক্যাম, পোশাক বা শরীরের সঙ্গে লাগানো ক্যামেরা ইত্যাদি বৈদ্যুতিন নজরদারি যন্ত্রের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারির কাজ কেন্দ্রীয় সরকার করে চলেছে দ্রুত গতিতে। শিশুদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা বিধি মানা এবং শিরস্ত্রাণ পরানোর বিষয়টি নিশ্চিত করা হচ্ছে। মোটরযান (সংশোধন) আইনের আওতায় বিধি লঙ্ঘনকারীদের শাস্তির মাত্রাও বাড়ানো হয়েছে।

পথ নিরাপত্তার প্রশ্নে সচেতনতা বাড়িয়ে তোলা এবং মানবিক ভুলত্রুটি যথা সম্ভব কমানো এই সময়ের দাবি। এক্ষেত্রে শিশুদের মধ্যে ইতিবাচক অভ্যাস তৈরি করার লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন মন্ত্রক ২০২৩ সালের জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামোয় এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ রাখে শিক্ষা মন্ত্রকের কাছে। রাজ্য ও জেলা স্তরে আধুনিক আঞ্চলিক যানচালন কেন্দ্র (আরডিটিসি) গড়ে তোলার একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

একটি হিসেব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, দুর্ঘটনার ঠিক পরে, নির্দষ্ট সময়ের মধ্যে (গোল্ডেন আওয়ার) আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করলে প্রাণহানি বহুক্ষেত্রেই এড়ানো যায়। সড়ক পরিবহন মন্ত্রক, জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ এবং আর্থিক পরিষেবা দফতরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে গাড়ির ধাক্কায় আহতদের নগদবিহীন চিকিৎসার জন্য একটি প্রকল্প চালু করছে। এর আওতায় দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির সর্বোচ্চ ৭ দিন, ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যের নগদবিহীন চিকিৎসা পরিষেবার সংস্থান রয়েছে। খুব শীঘ্রই সারা দেশে এই প্রকল্প চালু হয়ে যাবে। প্রকল্পটির আওতায় হাসপাতালগুলি আহত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক চিকিৎসা পরিষেবা দিতে আইনগত দিক থেকে বাধ্য।

একের পর এক বিশ্লেষণমূলক সমীক্ষায় এটা স্পষ্ট যে, সড়ক নিরাপত্তার প্রশ্নে গৃহীত কর্মসূচি এবং পদক্ষেপগুলি সঠিক দিশাতেই কাজ করছে। তবে, দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ৫০ শতাংশ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আরও অনেক কাজ বাকি। প্রাদেশিক সরকারগুলির সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে সেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় মন্ত্রক। আগামীদিনে পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা আরও কমিয়ে সড়ক নিরাপত্তার প্রশ্নে উদাহরণ তৈরির কাজে সব সরকারি দফতর, অসরকারি সংগঠন এবং সর্বোপরি যানচালক ও পথচারীদের সমন্বিত প্রয়াস জরুরী।

'ট্রাম্প কার্ড কমলাই'

তন্ময় সিংহ

সারা বিশ্বের চোখ এই মুহূর্তে আটকে হোয়াইট হাউসের পরের চার বছরের দাবিদার নির্বাচনে চূড়ান্ত মুহূর্তের দিকে। আমেরিকার ভোট চলছে এবং ব্যালটে ভোট হওয়ার জন্য গননা সময়সাপেক্ষ। পারমাণবিক শক্তিতে বলিয়ান হয়ে জাপানের উপর পরমাণু বোমা বর্ষণের পর থেকেই অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অলিখিতভাবে বিশ্বে ছড়ি ঘোরানোর সমস্ত সুযোগ পান হোয়াইট হাউসের অধিপতি। কিন্তু আজকের বিশ্বে মুক্ত অর্থনীতির সুযোগ নিয়ে দ্রুত বদলে ফেলা চীন, ইউরোপ ও আমেরিকার শত প্রচেষ্টা সত্বেও আজ সারা বিশ্বের অন্যতম বড় শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে অর্থনৈতিক সামরিক এবং রাজনৈতিক সমস্ত দিকে। রাশিয়া, চীন এবং অন্যান্য দেশগুলি মিলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমূহ চাপের মধ্যে রেখেছে আমেরিকা কে। আভ্যন্তরীণ সমস্যা সহ অর্থনৈতিক সমস্যা এই মুহূর্তে গণতন্ত্রের অন্যতম পীঠস্থান আমেরিকাতে প্রবল। রাশিয়া চীন ও ইরান বিভিন্নভাবে এই নির্বাচনকে প্রভাবিত করছে এই অভিযোগের সমর্থন জুগিয়েছে দেশের প্রতিরক্ষা বিভাগ গুলি। এর সাথে আছে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতায় বলিয়ান ধনকুবেরদের সাথে অতি দক্ষিণপন্থী ট্রাম্পের জন্য সমর্থন আর্থিক সাহায্য কতটা প্রভাবিত করবে এই নির্বাচনকে।

আমেরিকার বিগত চার বছরে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডেমোক্র্যাট দলের প্রতিনিধি জো বাইডেন ক্ষমতায় আছেন চরম দক্ষিণপন্থী ট্রাম্প কে সরিয়ে। অতি দক্ষিন পন্থা বিপদকে সাময়িক প্রতিহত করে, অভ্যন্তরীণ সংস্কার করলেও, দৃঢ়তা সেই অর্থে দেখাতে পারেননি জো বাইডেন। বয়সের ছাপ ও ভুলে যাওয়ার প্রবণতা প্রকাশ্যে তার মধ্যে প্রবল ভাবে দেখা দেওয়ায় দলে জুন মাসে দাবি উঠে, ২০২৪ এর নির্বাচনে নতুন প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর। দলের প্রবল চাপে ২১ শে জুলাই, ২০২৪ প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন থেকে তার নাম প্রত্যাহার করে ডেপুটি প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য এগিয়ে দিয়ে নির্বাচনের আগে একটি মোক্ষম চাল দেন বাইডেন। শেষ মুহূর্তে প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনের নমিনেশন পাওয়া কমলা হ্যারিস প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পান ২০১৬ সালের আমেরিকার এক দফায় রাষ্ট্রপতি থাকা রিপাবলিকান বৃদ্ধ ধনকুবের ডোনাল্ড ট্রাম্প কে। বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য শিরোনামে থাকা অতি দক্ষিণপন্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৪ সালের মে মাসে অভিযুক্ত হন যৌন নিপীড়ন, মানহানি, ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ৯১ টি অপরাধের জন্য। আদালতে জুরি বোর্ড তাকে ৩৪ টি অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে। সেই অর্থে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট লড়াই এবারে প্রথম একজন মহিলার প্রেসিডেন্ট হওয়ার সাথে সাথেই একজন দোষী ব্যক্তির প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্বহাল হওয়ার।

কোভিড পরবর্তী বিশ্বে ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু আমেরিকা চালানোর অধিকার মধ্যপন্থী কমলা না অতি দক্ষিণ পন্থী ট্রাম্পের হাতে থাকবে, তা নির্ণয় করবে ওই দেশের ১৮ কোটি ৬৫ লক্ষ ভোটার। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রতিনিধি নির্বাচনের দ্বারা হয় না বরঞ্চ 'ইলেকট্রোরাল কলেজ' এর মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। আমেরিকার মোট ৫০ টি রাজ্য থেকে এই ধরনের ইলেক্টোরাল ভোটের সংখ্যা বিভিন্ন। মোট ৫৩৮ টি ভোটের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশে যেমন ৫৪টি ভোট আছে, সেরকম ওয়েমিং প্রদেশে আছে ৩টি ভোট। বেশিরভাগ রাজ্যে যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পান। তিনিই সেই রাজ্যের সমস্ত ইলেকট্রোরাল ভোট পান, যা এদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থায় 'উইনার টেকস অল' নামে পরিচিত। শুধুমাত্র মেইন এবং নেব্রাস্কা এই দুটি রাজ্য আনুপাতিক সিস্টেম ব্যবহার করে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জেতার জন্য প্রার্থীকে মোট ভোট পেতে হয় ২৭০ টি। এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, এই নির্বাচনেও এই নীতি অনুসৃত হবে কারণ অনেক সময় জনপ্রিয় প্রার্থীর থেকেও জয়ী হয়ে যান ইলেক্টোরাল ভোট বেশি পাওয়া প্রতিযোগী। বিগত নির্বাচনে আমেরিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ জনগণ এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিল।

আমেরিকার নির্বাচন পদ্ধতি ভারতের থেকে আলাদা। ভারতের লোকসভা নির্বাচন ও আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন এক নয়। বরং ভারতের ক্ষ্মওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশনক্ষ্ম ব্যবস্থা চালু হলে তা অনেকটা আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনের মত হবে। যদিও বহু জনগণের এবং বহু ভাষাভাষীর দেশ ভারতে এই ব্যাবস্থা কতটা সম্ভব সে সম্পর্কে চিন্তা থাকবে। এছাড়াও ভারতের থেকে আমেরিকার নির্বাচনী ইস্যু গুলোও অনেক আলাদা। ভারতে যখন এখনোও জাতপাত, বাড়ি, খাবার ও সামাজিক নিরাপত্তার সামান্যতম আয়োজন গুলি নির্বাচনে ব্যাপক ডিভিডেন্ড দেয়। তখন আমেরিকাতে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নির্বাচনের মূল ইস্যু হয়ে থাকে পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা, জব সিকিউরিটি, গর্ভপাত, LGþBþTQ, শিক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি।

কোভিড পরবর্তী বিশ্বে আমেরিকা আর তাদের হঠকারী সিদ্ধান্ত গুলি ও অন্যান্য দেশে অবাঞ্ছিত না গলানোর উদাহরণ গুলি, বিশ্বে তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গা থেকে বহুলাংশে সরিয়ে দিয়েছে। চীন এবং কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে রাশিয়া, আমেরিকা এবং তার সহযোগী ন্যাটো দেশগুলিকে ধাক্কা দিয়েছে সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে চীনের ব্যাপক বিনিয়োগ এবং শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তান থেকে আমেরিকাকে ছেড়ে যেতে বাধ্য করে। তালিবানদের হাতে ক্ষমতাকে তুলে দেওয়া এই দশকে দাঁড়িয়ে আমেরিকার সবচেয়ে বড় কূটনৈতিক পরাজয়। এই ভুল থেকে শিক্ষা না নিয়ে পুনরায় উপমহাদেশের একটি নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দিয়ে ইসলামিক রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ও উঠেছে আমেরিকার বিরুদ্ধে। যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং অর্থনৈতিক ব্যয় আমেরিকা কে দুর্বল করেছে। চীন ও রাশিয়া বিভিন্ন আমেরিকার শত্রু দেশ গুলিকে নিয়ে, তাদের পক্ষ নিয়ে সর্বত্রই প্রকাশ্যে না এসেও আমেরিকাকে বেগ দিয়ে চলেছে। জো বাইডেনের আমলের দুর্বল পররাষ্ট্র নীতি আমেরিকার জনগণের কাছে ডেমোক্র্যাটদের বিশ্বাসযোগ্যতা হ্রাস করেছে।

ইউক্রেনকে ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত করে রাশিয়া কে বেগ দেওয়ার গোপন কর্মসূচি সফল হয়নি রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায়। ইউক্রেন কে গোপনে সমস্ত সামরিক সাহায্য দিয়েও ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতির থেকে দেশটিকে বাঁচাতে পারেনি আমেরিকা ও ন্যাটো। আড়াই বছরের বেশি চলাই যুদ্ধ প্রায় পঞ্চাশ হাজার সেনা সহ এক লক্ষ মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে এই যুদ্ধ এবং লক্ষাধিক মানুষকে বাসস্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে। আমেরিকা ও ন্যাটো দেশগুলির প্রভূত সাহায্যের পরেও রাশিয়া ইউক্রেনের অনেক অংশ বর্তমানে দখল করে নিয়ে এগিয়ে চলেছে রাজধানী কিয়েভের দিকে

পরবর্তীকালে ইজরায়েল একতরফা ভাবে প্রথমে গাজা আক্রমণ করে ইজরাইলের ওপর মিসাইল হামলার পর। আমেরিকা সহ মিত্র শক্তি যুদ্ধ ইজরাইলকে সমর্থন জানায় এবং তারই ফলশ্রুতি এক বছর ধরে চলা নির্বিচারে গন হত্যা। প্রায় ৫০০০০ হাজার গাজার অধিবাসী মারা গেছে এই যুদ্ধে। লাখো মানুষের খাবারের ব্যবস্থা ও বাসস্থান সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে এই যুদ্ধে। যুদ্ধ প্যালেস্টাইন ছাড়িয়ে প্রবেশ করেছে লেবানন এবং ইরানেও। লেবাননের প্রায় তিন হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এই যুদ্ধে। আমেরিকান নেতাদের চোখের সামনে সংগঠিত হচ্ছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের চরম ঘটনা গুলি। যুদ্ধে ইজরায়েলের ও ১২০০ সৈনিক ও সাধারণ মানুষ প্রান হারিয়েছেন। এই যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাব আমেরিকার উপর অপরিসীম। অপরিশোধিত তেলের বাজারে আমেরিকার দীর্ঘদিনের আধিপত্য নষ্ট হতে চলেছে মুসলিম দুনিয়ার উপর ইজরায়েলের দখলদারির জন্য। যদিও জো বাইডেনের থেকে কিছু কিছু জায়গাতে নিজেকে আলাদা করে নেওয়া কমলা হ্যারিস তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ও পরিচিতি জন্য এবং মধ্যপন্থার জন্য ক্ষোভের আঁচ থেকে নিজেকে রক্ষা করতেও পারেন। এই বিষয়গুলোকে খুঁচিয়ে তুলে নিজের নির্বাচনী বৈতরণী পার করতে চাইছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। বয়সকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে, দেশের আইন তাকে অভিযুক্ত ঘোষণা করার পরেও তিনি পুনরায় প্রার্থী হয়েছেন রিপাবলিকানদের তরফে।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের লড়াইয়ে এবার পুঁজিপতিদের একাংশ সরাসরি নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী তথা বিলিয়নিয়ার ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থনে নেমে গেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম টেসলার প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্ক। যার ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় গেলে মন্ত্রিসভায় যোগদানের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। এই অমিত ক্ষমতাধর ব্যবসায়ী ইলন মাস্ক প্রযুক্তির মাধ্যমে আমেরিকান নির্বাচনে যেমন প্রভাব ফেলতে সক্ষম, সেরকম তিনি ফেডারেল বাজেটে দুই ট্রিলিয়ন ডলার হ্রাস করা যেতে পারে বলে নির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে সরকারি হিসাব পেশ করেছেন। এই নির্বাচনে বিলিয়নিয়ার দের দুই তৃতীয়াংশ বিভিন্নভাবে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সরাসরি সমর্থন এবং ব্যাপক অর্থ ও প্রযুক্তি সাহায্য ও ফেক নিউজ ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছেন।২০২০ সালে পরাজয়ের পর ব্যাপক ভাঙচুর চালাই অতি দক্ষিণপন্থী ট্রাম্পের সমর্থকেরা। আমেরিকার মতন দেশে যা বেনজির। সেই টোন কেই এবারও বাজিয়েছেন ট্রাম্প। চূড়ান্ত যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন ২০২৪, বর্তমান বিশ্বে বাড়িতে থাকা অতি দক্ষিণ পন্থা ট্রাম্পের পক্ষে সহায়ক এরই সাথে আছে ফেক নিউজ, ব্যক্তি আক্রমণ যার বেশিরভাগটাই সারা বিশ্বকে গণতন্ত্রের পাঠ শেখানো আমেরিকার পক্ষে মানানসই নয়। ক্ষ্মএক্সক্ষ্ম বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম ট্রাম্পের হয়ে জমি তৈরি করছে এবং নির্বাচনের ফলাফল খারাপ হলে আবার ফলাফল না মেনে নিয়ে গন্ডগোলের পূর্বাভাস আছে। এই পরিস্থিতিতে দেশের শান্তি কামি মানুষেরা ও ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিকান দের মধ্যে থাকা নিরপেক্ষ মানুষেরা বেছে নিতে পারে প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হিসেবে কমলা হ্যারিস কে তার ভাবমূর্তির জন্য।

কমলা হ্যারিস তার নির্বাচনী লড়াইয়ে মনে করা হচ্ছে মহিলা ভোটারদের পছন্দের হবেন আমেরিকার প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি হিসেবে। অন্যদিকে জন্মগতভাবে ভারতীয় পরিচয় ও নিজের অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে ভাবমূর্তি আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের একাংশকে তার থেকে প্রভাবিত করবে। যদিও অতি দক্ষিণপন্থী ভারতীয়দের সংখ্যা এই মুহূর্তে আমেরিকাতে ক্রমবর্ধমান। ডোনাল্ড ট্রাম্পের অতি দক্ষিণপন্থী মনোভাবের জন্য আমেরিকার মুসলিম ভোটের সমর্থন এবং কৃষ্ণাঙ্গ ভোটের সমর্থন পেতে পারেন সম্পূর্ণরূপে কমলা হ্যারিস। নিজেদের স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের অধিকার বজায় রাখার জন্য আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গরা এবং আমেরিকাতে বসবাসকারী অভিবাসীরা ডেমোক্র্যাট দের পছন্দ করেন ঐতিহাসিকভাবে, এই স্বাধীনতার জন্যই তাদের ভোট হয়তো এবারও কমলা হ্যারিস এর পক্ষে যাবে। হ্যারিস তার নির্বাচনী প্রচারে এই স্বাধীনতার কথাই বলছেন আমেরিকার সাধারণ মানুষকে। একজন অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে আমেরিকার পূর্ব রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প কে ৩৪টি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করার কৃতিত্বটি কমলা হ্যারিস তুলে ধরছেন আমেরিকার মানুষের সামনে। আমেরিকার সাধারণ মানুষের জন্য সামাজিক সুরক্ষার স্কিম গুলি এবং ছোট ব্যবসায়ীর দিকে বিশেষ নজর এই মধ্যপন্থা নেওয়া ডেমোক্র্যাট প্রার্থীকে নির্বাচনে শেষ মুহূর্তে কিছুটা হলেও অ্যাডভান্টেজ দেবে বলে আশা করা যায়। তাই বলা যায় ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হওয়ার জন্যই ২০২৪ এর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মূল ট্রাম্প কার্ড কমলাই।

ছটপুজোর আগে পাণ্ডবেশ্বরের বিভিন্ন ঘাট পরিদর্শনে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: ছটপূজার প্রাক্কালে পাণ্ডবেশ্বরের বিভিন্ন ঘাট পরিদর্শনে বিধায়ক। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা বহুলা কোলিয়ারি, বহুলা জামবাদ, হরিপুর, পাণ্ডবেশ্বর, লাউদোহা, ঝাঁজরা সহ বিভিন্ন এলাকার ছটঘাট পরিদর্শন করলেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার খনি অঞ্চলে বিভিন্ন এলাকা মূলত হিন্দিভাষী মানুষের বসবাস। তাই এই ছটপূজা, খুব ধুমধাম এর সাথে পালন হয় এই খনি অঞ্চলে। বিধায়কের পক্ষ থেকে প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরও দশ হাজার ব্রতীদের হাতে ছটপূজা ডালা সামগ্রী তুলে দেওয়া হবে।

পরিদর্শন এসে বিধায়ক বলেন, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বেশিরভাগ ঘাট বাঁধাই করে দেওয়া হয়েছে। এবং প্রত্যেকটি ঘাটে সাফায়ের এর কাজ প্রতিনিয়ত চলছে। এই মহাপর্ব ছটপূজা বাংলাভাষী বাঙালি এবং হিন্দিভাষী বাঙালি সকলেই একত্রিত ভাবে এই মহাপর্ব পালন করে চলেছেন এই খনি অঞ্চলে।

বলাগড়ে পানীয় জল পানে মৃত ২!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: জল খেয়ে মৃত্যু? অন্তত তেমনটাই সন্দেহ এলাকার লোকজনের। ইতিমধ্যেই চোখ বুঝেছেন দু'জন। আক্রান্ত আরও ৩২। মৃতদের নাম মাতাল টুডু (৫০) ও বনি কিস্কু (৬০)। তাঁদের ভর্তি করা হয়েছিল পূর্ব বর্ধমানের কালনা মহকুমা হাসপাতালে। কিন্তু, শারীরিক অবস্থার এতই অবনতি হতে থাকে যে শেষ পর্যন্ত আর বাঁচানো যায়নি তাঁদের। চাঞ্চল্যকর ঘটনা হুগলির বলাগড় ব্লকের বাকুলিয়া ধোবাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলিয়াপাড়া গ্রামে। গত রবিবার থেকে সেখানে থাবা বসিয়েছে ডায়ারিয়া। দিন যত যাচ্ছে ততই এক এক করে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন গ্রামবাসীরা। এলাকার লোকজনের সন্দেহ পাড়ায় যে পানীয় জলের কল রয়েছে সেই জল খেয়েই হচ্ছে বিপদ। ইতিমধ্যেই স্থানীয় পঞ্চায়েতের হাত ধরে খবর গিয়ে পৌঁছেছে স্বাস্থ্য দপ্তরের কানে। তারপরই দ্রুত গ্রামে থাকা দু'টি পানীয় জল খুলে ফেলা হয়েছে। গ্রামে দু'টি পুকুর রয়েছে। সেখানেও ঝুলছে ব্যানার। কেউ যাতে পুকুরের জল না খান, না ব্যবহার করেন সে বিষয়ে প্রশাসনের তরফে সতর্ক করা হয়েছে। আপাতত আলাদা জলের ট্যাঙ্ক নিয়ে এসে গ্রামবাসীদের পানীয় জলের চাহিদা মেটানো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই যে জল খেয়ে বিপদ ঘনিয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে তার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে অনেকেই অসুস্থতা বাড়ায় ভর্তি হয়েছেন হাসপাতালে। বাকিদের স্বাস্থ্যের দেখভালের জন্য গ্রামে বসেছে মেডিক্যাল টিম। সারাদিন টহল দিচ্ছেন আশা কর্মী থেকে স্বাস্থ্য কর্মীরা। ইতিমধ্যেই ব্লকের স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে টিম সেখানে গিয়েছিল। জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে লোকজন আসার কথা রয়েছে।

সমবায়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূলের জয় পাণ্ডবেশ্বরে

সদস্য নির্বাচনে জয়ী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বৈদ্যনাথপুর পল্লিমঙ্গল উন্নয়ন কৃষি সমবায় সমিতির বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল কংগ্রেসের। সমবায় সমিতির নমিনেটেড সদস্য হলেন ১১ জন, এই সমবায় সমিতিতে ১১ জন সদস্যদের মধ্যে জয়ী হয়েছেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিনি বিগত ১৫ বছর ধরে এই সমবায় সমিতির সদস্য হিসেবে রয়েছেন। বিধায়ক বলেন, সমবায় মূলত প্রান্তিক এলাকায় সাধারণ মানুষের কৃষি ঋণ প্রদান করে সাধারণ মানুষকে আর সমৃদ্ধশালী করে তোলা। সমবায় থাকলেই উন্নয়ন সম্ভব। সমবায় হচ্ছে সমষ্টিগত উন্নয়ন, তাই পাণ্ডবেশ্বর বৈদ্যনাথপুর পল্লিমঙ্গল উন্নয়ন কৃষি

সমবায় সমিতি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে এবং সাধারণ মানুষের পাশে এই সদস্যগণ সর্বদা থাকবেন।

এসডিপিওর নেতৃত্বে রুট মার্চ শুরু হাড়োয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে এসডিপিওর নেতৃত্বে রুট মার্চ শুরু হল হাড়োয়ায়। আগামী ১৩ নভেম্বর রাজ্যের ৬ টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হতে চলেছে। যার মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার ১২১ হাড়োয়া বিধানসভায় উপনির্বাচন রয়েছে। কমিশনের উদ্যোগে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে ইতিমধ্যে সব রকমের ব্যবস্থা নিয়ে ফেলেছেন নির্বাচন কমিশন। পাশাপাশি এলাকায় চলছে কড়া নজরদারি। সেইসঙ্গে চলছে রুটমার্চ। সুষ্ঠু অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে ১২১ হাড়োয়া বিধানসভা উপনির্বাচন উপলক্ষে হাড়োয়া এলাকায় রুটমার্চ হয় মঙ্গলবার। ছিলেন মিনাখাঁ এসডিপিও কৌশিক বসাক, হাড়োয়া সিআই অভিজিৎ হাইত, হাড়োয়া ওসি প্রতাব মোদক, ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরাও। তারা এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের সাহস যোগান। শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান। কোনও সমস্যা হলে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা বলেন।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

সার্কুলার নং 42.2 of DoR.FIN. REC.No. 45/03.10.119/2023-24 October 19, 2023 (সংশোধিত ১০ নভেম্বর ২০২৩ অনুযায়ী) মাস্টার নির্দেশনা - রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (নন ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি) - স্কেল ভিত্তিক রেগুলেশন) নির্দেশনা, ২০২৩ অনুযায়ী

সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া জেনারেল এজেন্টস লিমিটেড
CIN : U51909WB1942PLC042140
COR No.: B.05.02084 dated 06.05.1998
রেজি অফিস : ৯/১, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১
টেলিফোন : ০৩৩ ৪০৮২ ৩৭০০ | ২২২০ ০৬০০, **ইমেল :** centralindiamca@gmail.com

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (আরবিআই) এর উল্লেখ্য পত্র নং কল.ডিওআর নং এস৫৬/০১.০১.০০৫/২০২৪-২৫ তারিখ২৩ অক্টোবর ২০২৪ -সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া জেনারেল এজেন্টস লিমিটেড কোম্পানিকে উল্লেখ্য শ্রী চন্দ্রশেখরন ভাস্কর, সি-২/২৫২২, বসন্ত কুঞ্জ,নিউ দিল্লি-১১০০৭০, পেশা কোম্পানি ডিরেক্টর, শ্রী সৌরভ ঘোষ, অ্যাকটিভ একরস,টাওয়ার ৫এ, ফ্ল্যাট ৪এ, ৫৪/১০, ডি সি দে রোড, ট্যাঙ্গরা,কলকাতা : ৭০০০১৫, পেশা কোম্পানি ডিরেক্টর, এবং শ্রী অশোক কুমার দাসানি, ব্লক -৫, ফ্ল্যাট ৬সি, রিজেন্ট কোর্ট, রঘুনাথপুর, ভিআইপি রোড, কলকাতা : ৭০০০৫৯, পেশা:কোম্পানি ডিরেক্টর, কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের ৩ নতুন ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগের অনুমোদ দিয়েছে, সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত সার্কুলারের সকল সংযুক্ত আইন /অধ্যাদেশ পালন সাপেক্ষে। কোম্পানির বোর্ডের গঠন ৩ নতুন ডিরেক্টর নিয়োগের পর ৩০ শতাংশের বেশি পরিবর্তন সংঘটিত হবে, বোর্ডের গঠন ১) শ্রীমতি সুমঙ্গলা দেবী বিড়লা, ২) শ্রী সিদ্ধার্থ কুমার বিড়লা, ৩) শ্রী আই কে কেজরিওয়াল, ৪) শ্রী ইউ সি জৈন, ৫) শ্রী চন্দ্রশেখরণ ভাস্কর, ৬) শ্রী সৌরভ ঘোষ এবং ৭) শ্রীঅশোক কুমার দাসানি। পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য কোম্পানির ব্যবসায়িক কাজকর্মের আবশ্যক বৃদ্ধি সহ বোর্ডের বিস্তার এবং শক্তিবৃদ্ধি করা। কোম্পানির সদস্যগণের শেয়ারহোল্ডিংয়ে এবং পরিচালন ব্যবস্থায় কোনও পরিবর্তন হবে না।
যেকোনও ব্যক্তির উক্ত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে কোম্পানির উল্লিখিত ঠিকানায় ডিরেক্টর বোর্ড এবং আরবিআই, ডিপার্টমেন্ট অব সুপারভিশন, ৬ষ্ঠ তল, ১৫, এন এস রোড, কলকাতা : ৭০০০০১ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ পাঠাতে পারেন।
কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ড কর্তৃক এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত।

সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া জেনারেল এজেন্টস লিমিটেডের পক্ষে
(ইউ সি জৈন)
ডিরেক্টর
ডিন : ০০০০৮৯৮০

তারিখ : ০৪.১১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

AXIS FINANCE

(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

পরিশিষ্ট IV
[দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
প্রতীকী দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) এর সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড (এএফএল),** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৫ জুন ২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) **(১) ছাপ্পন ভোগ** ২৮বি, শেক্সপিয়র সরণি, ১ম তল, শপ নং এসআর৬এ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৭ **(২) রাঘভ শরাফ** এবং **(৩) রেশমি শরাফ** ৪র্থ তল, ১২৮, শরৎ বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২৯ যারা স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখেছিলেন আরও বিস্তারিতভাবে নিম্নে উল্লিখিত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **আইএনআর ২,০৭,৩৩,১৯৮ টাকা (দুই কোটি সাত লাখ তেত্রিশ হাজার একশ আটানব্বই টাকা) টাকা ১০.০৬.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **২৯ অক্টোবর ২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে। ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/ বন্ধকদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমেটেড-এর নিকট বকেয়া **আইএনআর ২,০৭,৩৩,১৯৮ টাকা (দুই কোটি সাত লাখ তেত্রিশ হাজার একশ আটানব্বই টাকা) টাকা ১০.০৬.২০২৪ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ অ্যাক্সিস ফিনান্স লি.এর নিকট সম্পূর্ণ পরিশোধ বা উশুল হওয়া পর্যন্ত। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির বিবরণ -

১. **নীলাম্বর শোরুম, ইউনিট ৬এ,একতলা,২৮বি, শেক্সপিয়র সরণি, হোল্ডিং নং ৯, ব্লক ১২, সাউথ ডিভিশন, কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ -৭০০০১৭, নির্মাণ এরিয়া ৫৫৬ বর্গফুট , চৌহদ্দি : উত্তরে : শেক্সপিয়র সরণি, দক্ষিণে : ২৮বি শেক্সপিয়র সরণি, পূর্বে : ২০ ফুট চলার পথ,পশ্চিমে : ২৮বি- শেক্সপিয়র সরণি।**
২. **নীলাম্বর শোরুম,ইউনিট এসআর৭, একতলা,২৮বি, শেক্সপিয়র সরণি, হোল্ডিং নং ৯, ব্লক ১২, সাউথ ডিভিশন, কলকাতা , পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৭,নির্মাণ এরিয়া ১৫৮ বর্গফুট, চৌহদ্দি : উত্তরে : শেক্সপিয়র সরণি, দক্ষিণে : ২৮বি, শেক্সপিয়র সরণি, পূর্বে : ২০ ফুট চলার পথ, পশ্চিমে : ২৮বি, শেক্সপিয়র সরণি।**
৩. **নীলাম্বর শোরুম,ইউনিট এসআর৭, একতলা,২৮বি, শেক্সপিয়র সরণি, হোল্ডিং নং ৯, ব্লক ১২, সাউথ ডিভিশন, কলকাতা , পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৭,নির্মাণ এরিয়া ৩০৯ বর্গফুট, চৌহদ্দি : উত্তরে : শেক্সপিয়র সরণি, দক্ষিণে : ২৮বি, শেক্সপিয়র সরণি, পূর্বে : ২০ ফুট চলার পথ, পশ্চিমে : ২৮বি, শেক্সপিয়র সরণি।**

তারিখ : ২৯.১০.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লি

দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড

রেজি.অফিস: ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০ ০২২
দূরভাষ : (০৩৩) ২২২৩৩৩৯৪, ই-মেল: periatea@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট : www.periatea.com
CIN : L01132WB1913PLC220832

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			ছয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৯.২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩০.০৬.২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩০.০৯.২০২৩ অনিরীক্ষিত	৩০.০৯.২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩০.০৯.২০২৩ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১,৬৫৪.৩৪	১,১৬১.১৭	১,৩২০.৭৮	২,৮১৫.৫১	২,৪৩১.০০	৫,৩৭০.৪৪
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	৪৬৯.৩৬	২৪৭.৯৩	(১৩৩.৮২)	৭১৭.৩১	১০১.৫৫	৬৫০.৮০
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৪৬৯.৩৬	২৪৭.৯৩	(১৩৩.৮২)	৭১৭.৩১	১০১.৫৫	৬৫০.৮০
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৪৬৩.৬৪	২৬০.০০	(১১২.৭০)	৭২৩.৬৫	৮৩.১৪	৫৩৩.৫৯
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	৪৯৮.৯৩	২৭৩.৪০	(৯৯.৫৪)	৭৭২.৩৪	১০৪.১৬	৯৬৮.৬৪
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (১০/- টাকা প্রতিটি)	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯
৭	রিজার্ভ (পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্সশীটে প্রদর্শিত মতো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে রিজার্ভ)	-	-	-	-	-	১৮,৮১২.৪৫
৮	শেয়ার প্রতি আয় (বার্ষিকীকৃত নয়)(১০/- টাকা প্রতিটি) - মৌলিক - মিশ্রিত	১৪.৯৮ ১৪.৯৮	৮.৪০ ৮.৪০	(৩.৬৪) (৩.৬৪)	২৩.৩৭ ২৩.৩৭	২.৬৯ ২.৬৯	১৭.২৪ ১৭.২৪

দ্রষ্টব্য :-
১. উপরিউক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা ৫ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে পরিচালন পর্ষদের সভায় পর্যালোচিত এবং ৫ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের সভায় বোর্ড অফ ডিরেক্টরস কর্তৃক অনুমোদিত এবং সংস্থার বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা এর সীমিত পর্যালোচনা করা হয়েছে।
২. পূর্ববর্তী বছরে অন্যান্য আয়ের মধ্যে রয়েছে তামিলনাড়ুর আরালভাইমোঝিতে অবস্থিত উইন্ডমিলের জমি বিক্রয়ের উপর ৫৫২.৯৬ লক্ষ টাকা।
৩. এই স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩৩-এর অধীনে নির্ধারিত ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের স্বীকৃতি এবং পরিমাপের নীতি অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে যা কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) বিধিমালা, ২০১৫ এর সাথে সংশোধিত হয়েছে।
৪. সংস্থাটি চা, শক্তি এবং বিনিয়োগ হিসাবে তার ব্যবসায়কে তিনটি বিভাগে সংগঠিত করেছে যা "সেগমেন্ট রিপোর্টিং" নীতির ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (ইন্ড এএস -১০৮-অপারেটিং সেগমেন্ট) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
৫. পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিন্যাস নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে পুনরায় গোষ্ঠীভুক্ত / পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।
৬. উপরোক্ত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা হয়েছে সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-এর রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যথা **www.nseindia.com** -তে পাওয়া যাবে। একই ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.periatea.com** -তেও উপলব্ধ হবে।

দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোং লিঃ-র পক্ষে
স্বা/-
(এল. এন. বাঙ্গুর)
চেয়ারম্যান
DIN: 00012617

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৫.১১.২০২৪

বিজ্ঞাপনেব জন্য যোগাযোগ করুন ৯৩৩১০৫৯০৬০

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত

এবং

পরমসাগর ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস **৬ষ্ঠ তল, এফএল-৪,২৬ জে এল নেহরু রোড, নিউ মার্কেট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০৮৭**
....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায়** গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "মহারাষ্ট্র রাজ্যে" কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টরের ঠিকানা, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
পরমসাগর ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
আশিস বিজয়কুমার ত্রিবেদি
ডিরেক্টর
(ডিন-০৭১৮৮৩৭০)
ঠিকানা - "বি-২০৫, কে সি অ্যাপার্টমেন্ট কোটাল রোড, মঞ্জিদানা কলোনি নাগপুর মহারাষ্ট্র ভারত - ৪৪০০১৩

তারিখ : ০৬.১১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

এস এম ই ফিনান্স ব্রাঞ্চ (৫৯১৩)
৭, রেড ক্রস প্লেস কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ২৭.১১.২০২৪ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য। নিম্নোক্ত সম্পত্তির বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন ই-নিলাম মাধ্যমে বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১	**মেসার্স ছবি কনস্ট্রাকশন কোম্পানি, খানজাদাপুর, বড়গোহালব্রিজের নিকট, বীরশিবপুর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া : ৭১১৩১৬, শ্রী ফজরুলহক মোল্লা (স্বত্বাধিকারী, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা) ১১৭/১, আন্দুল রোড, ফ্ল্যাট নং ২ডি,৩য়তল, থানা : শিবপুর, হাওড়া, ৭১১১০৩, আরও ঠিকানা : খানজাদাপুর, বড়গোহালব্রিজ এর নিকট, বীরশিবপুর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া : ৭১১৩১৬, শ্রীমতি মেহেরুন্নিশা মোল্লা (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা) ১১৭/১, আন্দুল রোড, ফ্ল্যাট নং ২ডি,৩য়তল, থানা : শিবপুর, হাওড়া, ৭১১১০৩, আরও ঠিকানা : খানজাদাপুর, বড়গোহালব্রিজ এর নিকট, বীরশিবপুর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া : ৭১১৩১৬। শাখা: এসএমই ফিনান্স, কলকাতা**	(১) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট ২ডি, তৃতীয় তলে, এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ৭৯৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া,এশিয়াটিক কমপ্লেক্স নামে পরিচিত ভবনে, অবস্থিত পুরসভা হোল্ডিং নং ১১৭/১,আন্দুল রোড, থানা : শিবপুর, ওয়ার্ড নং ৩৯, হাওড়া : ৭১১১০৩, হাওড়া পুরসভা অধীন, জেলা : হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ১-২০২৬/২০০৬ জেলা সাব রেজিস্ট্রার হাওড়া। **চৌহদ্দি : উত্তরে** ফ্ল্যাট নং ২এ, ব্লক বি, **দক্ষিণে :** ফ্ল্যাট নং ২ই, ব্লক এ, **পূর্বে :** সিঁড়ি, **পশ্চিমে :** গ্যারাজ এবং আরটিএন ইন্ডাস্ট্রি। (২) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একতলা (অফিস ঘর হিসেবে ব্যবহৃত) জি-৩ তলা লক্ষ্মীনারায়ণ অ্যাপার্টমেন্ট, ১/৬ লক্ষ্মী নারায়ণ রোড, থানা : শিবপুর, জেলা: হাওড়া ৭১১১০৩, পরিমাণ ২৬১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া যৌথ মালিকানাধীন শ্রী ফজরুল হক মোল্লা এবং শ্রীমতি মেহেরুন্নেশা মোল্লা উল্লেখ্য দলিল নং ২০২-২০০৯ সালের। সম্পত্তির **চৌহদ্দি : উত্তরে :** এসটিডি বুথ -শ্রী ওম প্রকাশের, **দক্ষিণে :** মেসার্স মা তারা সাপ্লাই এজেন্সিজ, **পূর্বে :** লক্ষ্মীনারায়ণতলা রোড, **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং ১/৫ কলেজ ঘাট রোড।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ২০,৩০,১১২.০০ টাকা ঘ) ২,০৩,০১১.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50028692872 ছ) ৩,৪৮,০০,০০০.০০ টাকা (তিন কোটি আটচল্লিশ লাখ টাকা) ০২.১১.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ৯,৩৯,৬০০.০০ টাকা ঘ) ৯৩,৯৬০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB050028692872 ছ) ৩,৪৮,০০,০০০.০০ টাকা (তিন কোটি আটচল্লিশ লাখ টাকা) ০২.১১.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্প ডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি -support.ebkray@psballiance.com** এবং অন্যান্য সহায়তা নাম্বার পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.ebkray@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.ebkray.in** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্প ডেস্ক নম্বর ৮২৯১২২০২২০** -এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ : ০১.১১.২০২৪, স্থান : কলকাতা — **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - ৪, [রুল-৮(১)]

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক নিম্নোক্তদের কে আহব্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত এক্টএর সেকশন ১৩(৪) ধারা অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে উক্ত অর্থ ও তদুপরি সুদ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ক্র নং	ক) ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা খ) আইনি উত্তরাধিকারীগণ/জামিনদাতা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখল নোটিশের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) ১৩(২) ধারা অধীনে সংবাদপত্রে প্রকাশের তারিখ ঘ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা প্রয়াত বাসুদেব দাস** **খ) আইনি উত্তরাধিকারী/জামিনদাতা :** **ক) শ্রীমতি কল্পনা দাস** (প্রয়াত বাসুদেব দাসের স্ত্রী এবং আইনি উত্তরাধিকারী) **ঠিকানা :** গ্রাম : হরিপুর,পো : অক্ষয়নগর,থানা :কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। পিন : ৭৪৩৩৪৭। **খ) শ্রী আশিস দাস** (প্রয়াত বাসুদেব দাসের পুত্র এবং আইনি উত্তরাধিকারী), **ঠিকানা :** গ্রাম : হরিপুর,পো : অক্ষয়নগর,থানা :কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। পিন : ৭৪৩৩৪৭। **গ) শ্রী দেবাশিস দাস** (প্রয়াত বাসুদেব দাসের পুত্র এবং আইনি উত্তরাধিকারী), **ঠিকানা :** গ্রাম : হরিপুর,পো : অক্ষয়নগর,থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। পিন : ৭৪৩৩৪৭। **ঘ) শ্রীমতি অনিমা দাস** (স্বামী শ্রী তপন দাস। প্রয়াত বাসুদেব দাসের কন্যা এবং আইনি উত্তরাধিকারী), **ঠিকানা :** গ্রাম এবং পো : শিবকালীনগর,থানা : কাকদ্বীপ,জেলা :দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ,পিন :৭৪৩৩৪৭। **ব্যক্তিগত জামিনদার : শ্রীমতি কল্পনা দাস,** স্বামী প্রয়াত বাসুদেব দাস , **ঠিকানা :** গ্রাম : হরিপুর, জেলেপাড়া,পো : অক্ষয়নগর, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩৩৪৭।	১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাণ আনুমানিক ৭ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা :কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৪৩১ এবং ৪৩৩, আরএস দাগ নং ৭৩৭/৮৯৪, খতিয়ান নং ৫০১, থানা : কাকদ্বীপ , জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ১-২৫৭৮-১৯৯৬ সালের, প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে। ২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাণ আনুমানিক ৫.৫ ডেসিমেল,অবস্থিত মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৫১৭,হাল দাগ নং ৭৩৭, খতিয়ান নং ৫১৬, থানা : কাকদ্বীপ , জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিলনং ১-১২০ -১৯৯৩ সালের, প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে। ৩. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাণ আনুমানিক ৬ ডেসিমেল,অবস্থিত মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৫১৭,হাল দাগ নং ৭৩৭, খতিয়ান নং ৫১৬, থানা : কাকদ্বীপ , জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিলনং ১-১২২ -১৯৯৩ সালের , প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে। ৪. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাণ আনুমানিক ৫.৫ ডেসিমেল,অবস্থিত মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৫১৭,হাল দাগ নং ৭৩৭, খতিয়ান নং ৫১৬, থানা : কাকদ্বীপ , জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিলনং ১-১২১ -১৯৯৩ সালের, প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে।	**ক. ০২.১১.২০২৪** **খ. ১২.০৮.২০২৪** **গ. ২১.০৮.২০২৪** **ঘ. ১,০৬,২২,১০৬.৯২ টাকা** (এক কোটি ছয় লাখ বাইশ হাজার একশ ছয় টাকা বিরানব্বই পয়সা) ১৬.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং ১৭.০৭.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া
২.	**ক) ঋণগ্রহীতা :** **শ্রীমতি কল্পনা দাস** (স্বামী প্রয়াত বাসুদেবদাস), স্বামী প্রয়াত বাসুদেব দাস, **ঠিকানা :** গ্রাম : হরিপুর, জেলেপাড়া,পো : অক্ষয়নগর, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩৩৪৭। **খ) ব্যক্তিগত জামিনদাতা : শ্রী আশিস দাস** (পিতা প্রয়াত বাসুদেব দাস), **ঠিকানা :** গ্রাম : হরিপুর,পো : অক্ষয়নগর,থানা :কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। পিন : ৭৪৩৩৪৭।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ০৮ শতক, তৌজি নং ২৭৩২মৌজা : কাকদ্বীপ,জেএল নং ৩৯, সাবেক খতিয়ান নং ২, আরএস খতিয়ান নং ৫০১, এলআর খতিয়ান নং ৩৫৭৮,সাবেক দাগ নং ৪৩৩/৪৩১, হাল দাগ নং ৭৩০/৮৯৪, জেলা :দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং ১-১২৫-১৯৯৩ সালের , তারিখ ০৮.০১.১৯৯৩। রেজিস্ট্রিকৃত এসআরও কাকদ্বীপ (বুক নং ১, ভল্যুম নং ২, পৃষ্ঠা ২৩১-২৩৪) আশিস দাসের নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী):** উত্তরে : কার্তিক দাসের জমি, দক্ষিণে : বাসুদেব দাসের জমি, পূর্বে : বসবাসের জমি দাগ নং ৭৩০/৮৯৪, পশ্চিমে :চলার পথ।	**ক. ০২.১১.২০২৪** **খ. ১২.০৮.২০২৪** **গ. ২১.০৮.২০২৪** **ঘ. ৭৬,৯৬,৭৮৯.০০ টাকা** (ছিয়াত্তর লাখ ছিয়ানব্বই হাজার সাতশ উননব্বই টাকা) ১৬.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং ১৭.০৭.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ - ০২.১১.২০২৪
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই-এসএআরবি-সাউথ বেঙ্গল

কিরণ ব্যাপার লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০ ০২২
দূরভাষ: (০৩৩) ২২২৩-০০১৬/১৮, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২২৩ ১৫৬৯, ই-মেল : kvl@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট : www.lnbgroup.com, CIN : L51909WB1995PLC071730

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায় ইপিএস ব্যতীত)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ছয় মাস সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ছয় মাস সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৪ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ছয় মাস সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ছয় মাস সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩,৬০৮.২১	২,৪৫২.৫০	৬৮১.৯২	৬,০৬০.৭১	৩,০৮৩.৮৬	৬,৪৪৪.৩৪	৪,১৭০.১২	২,৮৫৫.০৮	১,০৭২.২৪	৭,০২৫.২০	৩,৮০৪.৩৪	৯,২৫৬.৪১
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর ও ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	৩,১৪৪.১৩	২,০২১.০৭	২৩৩.৪০	৫,১৬৫.২০	২,১৫১.৭৮	৪,১৭২.৫৯	৪,৪৭৫.৮৯	৩,৪৬৬.৮২	৯৮৫.০২	৭,৯৪২.৭১	৩,৮৪২.২৬	৬,৩৫২.৫২
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৩,১৪৪.১৩	২,০২১.০৭	২৩৩.৪০	৫,১৬৫.২০	২,১৫১.৭৮	৪,১৭২.৫৯	৪,৪৭৫.৮৯	৩,৪৬৬.৮২	৯৮৫.০২	৭,৯৪২.৭১	৩,৮৪২.২৬	৬,৩৫২.৫২
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	২,৫২৭.০৪	১,৬৯০.৫৩	২৮০.৪৭	৪,২১৭.৫৭	১,৮১১.৮১	৩,৪৮৯.৩৭	৩,৩২৯.৪২	৩,০৪৭.১৬	৮৩৫.৯০	৬,৩৭৬.৫৮	৩,৩০৩.৭২	৫,১৫৮.৮৮
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	৬,১০৬.২৬	৭,২৫৯.১৭	১,৭৯৬.০৫	১৩,৩৬৫.৪৩	৬,৪৪২.১৯	১২,৯৮০.৩৮	১১,৩৮৫.৭৯	১২,৪৮০.২৮	৪,২১৫.৩১	২৩,৮৬৬.০৭	১৩,৮০০.৭৭	৩২,১৮৬.৮১
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ১০/- টাকা)	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮
৭	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকা) (চলতি ও অচলতি কাজের জন্য) মৌলিক মিশ্রিত	৯.২৬ ৯.২৬	৬.২০ ৬.২০	১.০৩ ১.০৩	১৫.৪৬ ১৫.৪৬	৬.৬৪ ৬.৬৪	১২.৭৯ ১২.৭৯	১২.৩৪ ১২.৩৪	১১.২৯ ১১.২৯	৩.১০ ৩.১০	২৩.৬৩ ২৩.৬৩	১২.২৪ ১২.২৪	১৯.১২ ১৯.১২

দ্রষ্টব্য -
১. উপরের আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা সমীক্ষিত এবং ৫ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের সভায় কিরণ ব্যাপার লিমিটেডের ('দি কোম্পানি') পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত ও নথিভুক্ত। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ উপরোক্ত ফলাফলের উপর সীমিত পর্যালোচনা করেছেন।
২. কোম্পানির আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্ ('ইন্ড এএস') অনুসারে, কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্) রুলস, ২০১৫-এর সঙ্গে পঠিত কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ('দ্য অ্যাক্ট')-এর সেকশন ১৩৩ অধীনে প্রজ্ঞাপিত, যা কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্) (অ্যামেন্ডমেন্ট) রুলস, ২০১৬ দ্বারা সংশোধিত মতো।
৩. উপরের ফর্ম্যাট ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং ছয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের নির্যাস, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত তিন মাস এবং ছয় মাসের আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.bseindia.com** -এ পাওয়া যাবে। এইটি কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.lnbgroup.com** -তেও পাওয়া যাবে।

পর্ষদের পক্ষে
কিরণ ব্যাপার লিমিটেড-এর পক্ষে
এল. এন. বাঙ্গুর
চেয়ারম্যান
DIN: 00012617

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৫ নভেম্বর, ২০২৪

আবারও ধর্ষণ ও মহিলাকে মারধরের অভিযোগ নাম সিভিক ভলেন্টিয়ারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কলকাতার আরজিকর কাণ্ডের পর আবারও ধর্ষণ ও মহিলাকে মারধরের অভিযোগে নাম জড়াল মালদার আদিবাসী অধ্যুষিত হবিবপুর থানার এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের। আর এই ঘটনাকে ঘিরেই সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে মালদার পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছেন নির্যাতিতা ওই মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে হবিবপুর থানার কালিতলা এলাকায় । কালীপুজোর রাতের ঘটনা ঘটলেও পুলিশ ওই সিভিকের বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা নেয় নি বলে অভিযোগ। এরপরই সোমবার বিকেলে মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদবের কাছেই অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ার মনোজ মন্ডলের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করেছেন ২৪ বছর বয়সী ওই গৃহবধূ। যদিও এই ঘটনার পর গা ঢাকা দিয়েছে অভিযুক্ত সিভিক

ভলেন্টিয়ার।

নির্যাতিতা ওই গৃহবধূর অভিযোগ, গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবার কালীপুজোর রাতে বাড়িতে একাই ছিলেন তিনি। তার স্বামী বাইরে কাজ করেন। রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ জোরপূর্বক বাড়িতে ঢুকে তাঁকে ধর্ষণ করে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার মনোজ মণ্ডল। ঘটনার সময় ওই গৃহবূর বাবা-মা আত্মীয়রা পাশের একটি পুজোয় ব্যস্ত ছিলেন। আশপাশের পুজো মণ্ডপের মাইকের আওয়াজের কারণে ওই গৃহবধূর প্রথমে চিৎকার শুনতে পাননি স্থানীয়রা। পরে ওই গৃহবধূর আর্ত চিৎকারে প্রতিবেশী এবং তাঁর বাবা-মা ছুটে এলে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ার। এমনকি পরে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারের বিরুদ্ধে এই ঘটনার প্রতিবাদ করায় তাঁর বৃদ্ধ বাবা-মা এবং তাঁকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পরের দিন হবিবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে গেলে তাঁকে দীর্ঘক্ষণ থানায় বসিয়ে রাখা হয় বলে অভিযোগ। শেষমেশ অভিযোগ নিলেও অভিযুক্ত ওই সিভিকের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি পুলিশ বলে অভিযোগ।

এই ঘটনায় হবিবপুর থানায় মনোজ মণ্ডলের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও এবং তারই আরও দুই আত্মীয় দিবাকর মণ্ডল এবং সুকুমার মণ্ডলের বিরুদ্ধে মারধর ও মামলা তুলে নেওয়ার জন্য হুমকির অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। উত্তর মালদার বিজেপির সাংগঠনিক সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত বলেন, 'সিভিক ভলেন্টিয়ার মানুষের কোথায় রক্ষা করবে, তা না করে ধর্ষণ করছে। পশ্চিমবঙ্গে এমন ঘটনা এখন লজ্জাজনক বিষয় হয়ে গিয়েছে। আর এইসব অভিযুক্তদের আড়াল করার চেষ্টা করছে প্রশাসন। তা হলে সাধারণ মানুষ যাবে কোথায়? পুলিশ কখনও নির্যাতিতার অভিযোগ নিতে চাইছে না। আবার কখনও অভিযুক্তদের ধরপাকড় করছে না। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

মালদা জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র আশিস কুন্ডু বলেন, 'পুলিশের পক্ষ থেকে ওই সিভিকের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে তিনটি মামলা রুজু করে ঘটনা তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে জানতে পেরেছি। অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার জন্য আইন রয়েছে। অবশ্যই আমরা চাই কঠোরতম শাস্তি হোক। কিন্তু বিজেপি পুলিশ ও প্রশাসনের কাজকে বিভ্রান্তি করে মানুষের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। উত্তরপ্রদেশ, গুজরাটের একাধিক ধর্ষণের ঘটনা হয়তো ভুলে গিয়েছে ওরা। কাজেই বিজেপির নেতাদের মুখে এই ধরনের মন্তব্য শোভা পায় না।'

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

তৃণমূলের ছাত্রনেতার কালীপুজোর শোভাযাত্রায় টাটাকে শ্রদ্ধায় ট্যাবলো

'পাপের প্রায়শ্চিত্ত', কটাক্ষ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: রায়গঞ্জ শহরে সোমবার রাতে কালীপুজোর বিসর্জনে তৃণমূল কংগ্রেসের এক ছাত্রনেতার শোভাযাত্রায় স্থানীয় বিধায়কের (তৃণমূল কংগ্রেস) উপস্থিতিতেই রতন টাটাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ট্যাবলো বের করা হয়। এ নিয়ে শহরবাসীর পাশাপাশি রাজনৈতিক মহলেও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির পক্ষ থেকে এই ঘটনাকে 'পাপের প্রায়শ্চিত্ত' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। শাসকদলের পক্ষ থেকে অবশ্য অন্য যুক্তি দেখানো হয়েছে।

রায়গঞ্জ শহরের মিলনপাড়া এলাকায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি রন্তু দাসের ক্লাবের কালীপুজো গত কয়েক বছর ধরেই বিগ বাজেটের করা হচ্ছে।স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যানীর অনন্তম অনুগামী বলে এই ছাত্রনেতা জেলার রাজনৈতিক মহলে পরিচিত। সোমবার রাতে ওই ক্লাবের কালীপুজোর বিসর্জনের শোভাযাত্রা শহরজুড়ে পরিক্রমা করে। বিধায়ক থেকে শুরু করে পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান সেই শোভাযাত্রায় পা মেলান। শোভাযাত্রার শুরুতেই একটি গাড়িতে রতন টাটার বিশাল মাপের ছবি লাগিয়ে তাতে মালা পড়িয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়। গোটা শহরজুড়েই শোভাযাত্রা দেখতে জমায়েত হওয়া মানুষের কাছে এই ঘটনা বেশ অবাক করেছে।

বিজেপির জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার জানিয়েছেন, এ তো তৃণমূল কংগ্রেসের পাপের প্রায়শ্চিত্ত। শিল্পবিমুখ এই রাজ্যে টাটাগোষ্ঠী গাড়ির কারখানা তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি সেদিন নিজের বিজ্ঞাপনের জন্য আন্দোলনের নামে নাটক করে টাটাগোষ্ঠীকে এই রাজ্য থেকে তাড়িয়ে ছেড়েছেন। এখন নাটক করে রতন টাটাকে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে। এই নাটকে মানুষ ভুলছে না।

রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী জানিয়েছেন, 'রতন টাটা ভারতবর্ষের একজন প্রাউড পার্সোন্যালিটি। ওঁর চলে যাওয়াটা ভারতের কাছে বড় ক্রাইসিস। ওঁকে সারা দেশ ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। সেইজন্য কালীপুজোর এই কার্নিভালে আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পর্যাপ্ত জমির জন্য গাড়ি কারখানা তৈরি করতে না পারলেও আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে চিড় ধরেনি।' উল্লেখ্য, পর্যাপ্ত জমি না পেয়ে সিঙুর থেকে টাটাগোষ্ঠী ন্যানো কারখানা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেস তথা রাজ্য সরকারের সঙ্গে টাটাগোষ্ঠী তথা রতন টাটার সম্পর্ক কার্যত তলানিতে ঠেকেছে। সম্প্রতি রতন টাটার মৃত্যু হয়েছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

শিমুরালি ব্রাঞ্চ
চাঁদুরিয়া পঞ্চায়েত রোড, গ্রাম - শিমুরালি
পো ঃ চাঁদুরিয়া, থানা - চাকদহ, জেলা - নদিয়া
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২৪৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ২৭.১১.২০২৪ তারিখে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, শিমুরালি শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৩২,১৪,৬৩১.১৫ টাকা (বত্রিশ লাখ চোদ্দ হাজার ছশো একত্রিশ টাকা এবং পনের পয়সা)** (বিবি + এমওআই = ২২,৭৩,৪৭২.১৫ টাকা + ৯,৪১,১৫৯.০০ টাকা) **০৪.১১.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **ঋণগ্রহীতা মেসার্স অনন্যা (স্বত্বাধিকারী/ঋণগ্রহীতা)** শিঙ্গের হাট, প্রেমিসেস নং ১১১৭, ওয়ার্ড নং ৯, পো. এবং থানা - চাকদহ, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২২২, পশ্চিমবঙ্গ -এর কাছ থেকে।

ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. ঋণগ্রহীতা : মেসার্স অনন্যা (স্বত্বাধিকারী/ঋণগ্রহীতা) সিংহেরহাট, প্রেমিসেস নং ১১১৭,ওয়ার্ড নং ৯, পো এবং থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া,পিন : ৭৪১২২২,পশ্চিমবঙ্গ। ২) শ্রী পলাশ খান (স্বত্বাধিকারী) পিতা শ্রী অমল খান গ্রাম : রাজবাগান, ওয়ার্ড নং ২, পো এবং থানা :চাকদহ, জেলা : নদিয়া,পিন : ৭৪১২২২, পশ্চিমবঙ্গ। ৩) খুকু রানি খান (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) স্বামী : অমল খান, গ্রাম : রাজবাগান,ওয়ার্ড নং ২, পো এবং থানা :চাকদহ, জেলা : নদিয়া,পিন : ৭৪১২২২,পশ্চিমবঙ্গ। খ) সিমুরালি শাখা।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : যশরা, জেএলনং ২৪, এলআর খতিয়ান নং ৮৭৮, ১৩০১/১, ১৬৪/১, ১৩৩১, আরএস দাগ নং ১২৭৫, ,এলআর দাগ নং ৬৬৯/১৭৬৮, জমির এরিয়া - ৯.০০ ডেসিমেল,হাল তৌজি নং ১২, পরগনা : আলমপুর, হোল্ডিং নং ১০৮৩, ওয়ার্ড নং ২, চাকদহ পুরসভা অধীন, পো এবং থানা: চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পিন: ৭৪১২২২, বিক্রয় দলিল নং ১৭৩৩-২০০২সালের, বুক নং ১, ভল্যুম নং ২১, পৃষ্ঠা ১৯৫ থেকে ২০০, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর- চাকদহ, নদিয়া। **সম্পত্তি শ্রীমতি খুকুরানি খান,** স্বামী অমল খান এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে: প্রাথমিক বিদ্যালয়,দক্ষিণে : সবুজ দেব এর ভবন, পূর্বে: অনন্ত ঠাকুরের ভবন,পশ্চিমে : ক্লাব এবং পুর সড়ক।	**৩২,১৪,৬৩১.১৫ টাকা (বত্রিশ লাখ চোদ্দ হাজার ছশো একত্রিশ টাকা এবং পনের পয়সা)** (বিবি + এমওআই = ২২,৭৩,৪৭২.১৫ টাকা + ৯,৪১,১৫৯.০০ টাকা) **০৪.১১.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২৮,০০,০০০.০০ টাকা (*) (আঠাশ লাখ টাকা) খ) ২,৮০,০০০.০০ টাকা (দুই লাখ আশি হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB30221610955 ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই চ) প্রতীকী দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৭.১১.২০২৪, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://www.ebkray.in

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. হেল্প ডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি -support.ebkray@psballiance.com** এবং অন্যান্য সহায়তা নাম্বার পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.ebkray@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.ebkray.in** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. হেল্প ডেস্ক নম্বর** ৮২৯১২২০২২০ -এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ- ০৪.১১.২০২৪/স্থান : শিমুরালি — অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে, এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মাসিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনানাস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় **''পাবলিক অকশন''** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর (গুলি)	দখল নেওয়া	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	সর্বমোট বকেয়া আছে 08.07.2024 অনুসারে	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
1. মেসার্স মোহিত স্টিল কর্পোরেশন। (এটির মালিক জয় প্রকাশ কেডিয়ার মাধ্যমে) 2. জয় প্রকাশ কেডিয়া 3. সুলোচনা কেডিয়া	ফ্ল্যাট নং 1st-k যার পরিমাপ কম বেশি 1064 বর্গ ফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া যা বিল্ডিংটির প্রথম তলায় অবস্থিত যা ব্লক নং II নামে পরিচিত, খতিয়ান নং. 2599 এবং 2600 এর অধীনে দাগ নং. 18089 এবং 18090 এর উপর নির্মিত মৌজা বালি J.I. নং. 14 দ্বারা সমন্বিত, বর্তমানে হোল্ডিং নং./ প্রেমিসেস নং. 322 হিসাবে পরিচিত, জি.টি. রোড, হাওড়া, উক্ত ফ্ল্যাটের জন্য উল্লিখিত জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক অংশের সাথে এবং উক্ত বিল্ডিংয়ের অবিভক্ত কমন এরিয়া বা অংশের সাথে এবং উক্ত ফ্ল্যাটের জন্য উক্ত জমিতে এবং অন্যান্য সমস্ত সহজবোধ্য অধিকার সুবিধা এবং সুযোগ-সুবিধা সহ একসাথে বালি পৌরসভার অধীনে অবস্থিত, থানা বালি, পোস্ট অফিস বেলুড়মঠ, জেলা হাওড়া সীমানা — পূর্ব: বাড়ি যা শৈলেন্দ্র মান্না দ্বারা দখলকৃত; পশ্চিম: জি.টি. রোড; উত্তর: পৌর ড্রেন; দক্ষিণ: বাড়ি নং 5/1, জি.টি. রোড, বেলুরমাঠ, হাওড়া, যা মেসার্স ইন্দো জাপান স্টিল লিমিটেড দ্বারা দখলকৃত ।	H1729927 09210214 42 এবং H1729928 09210149 26	02/09/2024	টা. 3,27,499/-	টা. 49,68,108.62/-	টা. 32,74,992/-	পূর্বে নির্ধারিত অ্যাপোয়েনমেন্ট দ্বারা সমস্ত কর্মদিবসে সকাল 10.00টা থেকে বিকেল 5.30টে পর্যন্ত।	26.11.2024 মধ্যরাত 12.00টা থেকে দুপুর 2.00টো পর্যন্ত।

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.E-auctiontiger.net - এ SARFAESI আইনের বিধানের অধীনে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোডে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় ।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র **25/11/2024**-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. ''এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড''-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা **26/11/2024**-তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল **27/11/2024**, যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনুসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শনের জন্য বা আরও তথ্য জানার জন্য, সম্ভাব্য দরদাতা অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন যার **নাম - আশীষ সাহা, যোগাযোগ নং. 9800868054 এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, 15তম তলা, PS সৃজন টেক পার্ক, প্লট 52, ব্লক DN, সল্টলেক সেক্টর V, কলকাতা 700091, পশ্চিমবঙ্গ এবং সন্তোষ তিওয়ারি, যোগাযোগ নং. 992068054, এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, অফিস: 6ষ্ঠ তলা, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই - 400 098.** ই-অকশনের যে-কোনও স্তরে অনুমোদিত আধিকারিক নিলামটি বা অফার টি স্বীকার করতে বা প্রত্যাখান করতে বা সংশোধন করতে বা বাতিল করতে বা স্থগিত রাখতে পারেন ই-অকশন কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং কোনও পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিষ্কৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

তারিখ: 06.11.2024
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র
জোনাল অফিস - কলকাতা
৩, এন.এস. রোড, ম্যাকলিওড হাউস ১ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০১
টেলি.: ৯৯৮৭০৯৮৮০৩, ইমেল: dzmkolkata@mahabank.co.in, legal@mahabank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (পরিশিষ্ট - IV-A)

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/ এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র এর কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জ করা হয়েছে, যার দখল ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **২৬.১১.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে নিচের টেবিলে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)এর থেকে। ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদার/গণ এর বিবরণ, বকেয়া পরিমাণ, স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং তার উপর জ্ঞাত দায়, দখলের ধরন, সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা নিম্নরূপ দেওয়া হল -

ক্র. নং.	ক) ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখা গ) জামিনদারের নাম	বকেয়া পরিমান	জ্ঞাত দায়বদ্ধতার সাথে স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ক) দখলের ধরন খ) রিজার্ভ মূল্য / বায়না টাকা জমা
১.	ক) **মেসার্স ছায়া ছবি এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী:** শ্রী শঙ্কর সেবক মারিক খ) **শাখা:** খড়গপুর গ) উপলব্ধ নয়	**৭,৮০,৬৭২/- টাকা** (সাত লক্ষ আশি হাজার ছয়শো বাহাত্তর টাকা মাত্র) সহ ১৫.০৩.২০২৩ থেকে কার্যকর @ প্রযোজ্য হারে ভবিষ্যৎ সুদ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ০.০৪৮ হেক্টর এবং সিটিএস/সার্ভে নং প্লট নং ৫৩৮, জেএল নং ৩৪২, খতিয়ান নং ৮৪০ এবং তদস্থিত নির্মিত ভবন পরিমাণ ২৫৯ বর্গফুট (কার্পেট) তিন দোকান, গুদাম একতলায় অবস্থিত জেএল নং ৩৪২ এলআর খতিয়ান নং ৭৫৪/১ প্লট নং ৫৩৮, খেলার বনপাটনা খড়গপুর ,স্থানীয় পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৩০১ অধীন।	ক) **গঠনমূলক** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ৫.৭৬ লক্ষ টাকা (পাঁচ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টাকা মাত্র) **ইএমডি:** ০.৫৭ লক্ষ টাকা (সাতান্ন হাজার টাকা মাত্র)
২.	ক) **মেসার্স ঘোষ এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী:** শ্রী শ্রীকান্ত ঘোষ খ) **শাখা :** মূল শাখা ; বারুইপুই (এখন এআরবি -এর সঙ্গে) গ) উপলব্ধ নয়	**১,৯১,৯৪,৫৫৫/- টাকা** (এক কোটি একানব্বই লক্ষ চুরানব্বই হাজার পাঁচশো পঞ্চান্ন টাকা মাত্র) সহ ১০.০৭.২০২৩ থেকে প্রযোজ্য হার অনুযায়ী ভবিষ্যৎ সুদ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি অবস্থিত গ্রাম : সুভাষগ্রাম রেজিস্ট্রিকৃত জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সাব জেলা সোনারপুর, পরিমাণ ১৭৬৬ বর্গফুট এবং সিটিএস/সার্ভে নং ওয়ার্ড নং ১৯, হোল্ডিং নং ৫৬৭। মৌজা : বংশীধরপুর, জেএল নং ৩৪, তৌজি নং ১৮৬, রাজপুর-সোনারপুর পুরসভা অধীন,এবং তদস্থিত নির্মিত ভবন এবং নির্মাণ মোট বাণিজ্যিক দোকান/ স্পেস একতলায় এবং বসবাসের ইউনিট দোতলায়, স্বত্বাধিকারী শ্রী শ্রীকান্ত ঘোষ।	ক) **গঠনমূলক** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ৪৩.০২ লক্ষ টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ দুই হাজার টাকা মাত্র) **ইএমডি:** ৪.৩০ লক্ষ টাকা (চার লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)
৩.	ক) **মেসার্স হালদার এজেন্সি স্বত্বাধিকারী:** শ্রীমতী রুপা হালদার খ) **শাখা:** কৃষ্ণনগর গ) শ্রী অঞ্জন হালদার	**১২,০৭,২৬০/- টাকা** (বারো লক্ষ সাত হাজার দুইশো ষাট টাকা মাত্র) সহ ০৮.০৯.২০২৩ থেকে @ প্রযোজ্য হারে অপ্রয়োগিত ভবিষ্যৎ সুদ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৪ ছটাক ৪০ বর্গফুট এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ১০৯৫ বর্গফুট (কার্পেট) অর্থাৎ ১৬৬৪ বর্গফুট (বিল্ট আপ) অবস্থিত জেএল নং ৯২, এলআর দাগ নং ৭৭৫৮, খতিয়ান নং ৩৩৬০৬, ওয়ার্ড নং ২৩, হোল্ডিং নং ৯/এ, এল এন হালদার লেন, মালো পাড়া, কৃষ্ণনগর পুরসভা অধীন, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১১০১, পশ্চিমবঙ্গ।	ক) **গঠনমূলক** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ২২.৯১ লক্ষ টাকা (বাইশ লক্ষ একানব্বই হাজার টাকা মাত্র) **ইএমডি:** ২.২৯ লক্ষ টাকা (দুই লক্ষ উনত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)
৪.	ক) **মেসার্স লক্ষ্মী ইলেকট্রিক্যালস স্বত্বাধিকারী:** শ্রী রাকেশ গুপ্তা খ) **শাখা:** বেহালা গ) উপলব্ধ নয়	**১৪,৩৬,৪৩৭/- টাকা** (চৌদ্দ লক্ষ ছত্রিশ হাজার চারশো সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র) সহ ১৭.০৫.২০২৩ থেকে @ প্রযোজ্য হারে অপ্রয়োগিত ভবিষ্যৎ সুদ।	রেজিস্ট্রি বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট পরিমাণ ১৭৫৫ বর্গফুট অবস্থিত প্রযত্নে ওম রাধা নিবাস, একতলা জি-২ বসবাসের ভবন, টি অকশন রোড, সত্যজিৎ নগর, গ্রিন পার্ক, মালগুড়ি, হোটেল ক্লাউড-৯ এর পিছনে, এলআর খতিয়ান নং ২০৮,মৌজা : উয়াজনু, থানা এবং পো : প্রধান নগর, শিলিগুড়ি, জেলা : দার্জিলিং, প.ব., পিন : ৭৩৪০০৩।	ক) **গঠনমূলক** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ৩৫.৬৫ লক্ষ টাকা (পঁয়ত্রিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা মাত্র) **ইএমডি:** ৩.৫৬ লক্ষ টাকা (তিন লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার টাকা মাত্র)
৫.	ক) **শ্রী মুকুন্দ কওরী এবং শ্রীমতী কনিকা কওরী** খ) **শাখা:** দোস্তিপুর গ) উপলব্ধ নয়	**১৪,২৩,৯৭২/- টাকা** (চৌদ্দ লক্ষ তেইশ হাজার নয়শো বাহাত্তর টাকা মাত্র) সহ ৩১.০৭.২০২৩ থেকে কার্যকর অপ্রয়োগিত সুদ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৬.০০ শতক বাস্তু জমি (২৬১৪ বর্গফুট কমবেশি), স্বত্বাধিকারী শ্রী মুকুন্দ কৌরী, অবস্থিত গ্রাম : গোন্ডিয়া, পোঃ : ভাদুরা, মৌজা : গোন্ডিয়া রঘুনাথপুর, রেজিস্ট্রেশন জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সাব জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সিটিএস/ সার্ভে নং জেএল ১৩ তৌজি নং ৩৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭৪০, আরএস খতিয়ান নং ৯৮ এবং ১৬৯, এলআর খতিয়ান নং ৮৭০ এবং ১০৮৪, এলআর খতিয়ান নং ২১৩৫, ভাদুরা হরিদাস গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : রামনগর, জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৫০৪।	ক) **গঠনমূলক** খ) **সংরক্ষিত মূল্য:** ৬.৯০ লক্ষ টাকা (ছয় লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র) **ইএমডি :** ০.৬৯ লক্ষ টাকা (উনসত্তর হাজার টাকা মাত্র)
৬.	ক) **শ্রী ঋষভ দেব ভার্মা এবং প্রমীলা দেবী ভার্মা** খ) **শাখা:** মূল শাখা; আসানসোল (এখন এআরবি -এর সাথে) গ) উপলব্ধ নয়	**২৮,৫৪,১৯২/- টাকা** (আঠাশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার একশো বিরানব্বই টাকা মাত্র) সহ ১১.০৫.২০২২ থেকে অপ্রয়োগিত ভবিষ্যৎ সুদ।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এ৬, পরিমাণ আনুমানিক ১২৫২ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ), ২য়তলে, এবং চারচাকা পার্কিং এরিয়া ''এম এফ প্লাজা'' নির্মিত মৌজা : আসানসোল, জেএল নং ৩৫, আরএস খতিয়ান নং ২৩১৯, এস পি মুখার্জি রোড, মুর্গাসোল গুরদ্বারার নিকট, ওয়ার্ড নং ১৯ (পুরানো) ৪১৯ (নতুন), আসানসোল পুরসভা অধীন, থানা : আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩০৩।	ক) **গঠনমূলক** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ২৫.২০ লক্ষ টাকা (পঁচিশ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) **ইএমডি:** ২.৫২ লক্ষ (দুই লক্ষ বাহান্ন হাজার টাকা মাত্র)
৭.	ক) **মেসার্স সিলভার নেস্ট স্বত্বাধিকারী:** শ্রী দীনেশ পাত্র খ) **শাখা:** দোস্তিপুর গ) শ্রী দীনেশ পাত্র এবং শ্রীমতী অনন্যা পাত্র	**১৪,৫৫,৮৭২/- টাকা** (চৌদ্দ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার আটশো বাহাত্তর টাকা মাত্র) সহ ১৫.১০.২০২২ থেকে @ প্রযোজ্য হারে অপ্রয়োগিত ভবিষ্যৎ সুদ।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং তিনতলা বসবাসের ভবন। সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : বেলসিংহ, জেএল নং ২৮, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৮৬৪,আরএস খতিয়ান নং ১২২, এলআর খতিয়ান নং ১৭৩৩, বেলসিংহ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : ফলতা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৫০৪।	ক) **গঠনমূলক** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ৪.১১ লক্ষ টাকা (চার লক্ষ এগারো হাজার টাকা মাত্র) **ইএমডি :** ০.৪১ হাজার টাকা (একচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)
৮.	ক) **শ্রী সুব্রত দাস এবং শ্রীমতী দিপালী দাস** খ) **শাখা:** দোস্তিপুর গ) উপলব্ধ নয়	**১৬৬৭৩২৫/- টাকা** (ষোল লক্ষ সাতষট্টি হাজার তিনশো পঁচিশ টাকা মাত্র) সহ ২৮.১২.২০২২ থেকে @ প্রযোজ্য হারে অপ্রয়োগিত ভবিষ্যৎ সুদ।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং তদস্থিত দোতলা বসবাসের ভবন, অবস্থিত গ্রাম : স্বরূপনগর, পোঃ : অক্ষয়নগর, মৌজা : অক্ষয়নগর, জেএল নং ৩৮, তৌজি নং ২৮২৩, আরএস দাগ নং ২৮৫৬, এলআর দাগ নং ৩৩৭৮, আরএস খতিয়ান নং ৩৩, এলআর খতিয়ান নং ৭৮৬৮, স্বামী বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৪৭।	ক) **খোলা প্লট** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ৮.৬৪ লক্ষ টাকা (আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার টাকা মাত্র) **ইএমডি :** ০.৮৬ লক্ষ টাকা (ছিয়াশি হাজার টাকা মাত্র)
৯.	ক) **শ্রী সুধীর শ' এবং শ্রীমতী ববি শ'** খ) **শাখা:** হাওড়া গ) উপলব্ধ নয়	**২৬,৬৯,২৭১.৭৫/- টাকা** (ছাব্বিশ লক্ষ উনসত্তর হাজার দুইশো একাত্তর টাকা পঁচাত্তর পয়সা মাত্র) সহ ১৮.০৫.২০২৩ থেকে @ প্রযোজ্য হারে অপ্রয়োগিত ভবিষ্যৎ সুদ।	ফ্ল্যাট নং ৩০১, চতুর্থতলে, দক্ষিণ দিকে, ১৫৯ , নেতাজি সুভাষ রোড, হালদারপাড়া, পো : শিবপুর, থানা : ব্যাঁটরা, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭০০১০২।	ক) **গঠনমূলক** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ৩১.৬৮ লক্ষ টাকা (একত্রিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার টাকা মাত্র) **ইএমডি:** ৩.১৬ লক্ষ টাকা (তিন লক্ষ ষোলো হাজার টাকা মাত্র)
১০.	ক) **শ্রী ভিকি সিং আহুজা এবং নভপ্রীত কৌর আহুজা** খ) **শাখা:** মূল শাখা; আসানসোল (এখন এআরবি -এর সঙ্গে) গ) উপলব্ধ নয়	**২০,৭০,৬৮১/- টাকা** (কুড়ি লক্ষ সত্তর হাজার ছয়শো একাশি টাকা মাত্র) সহ ০৯.১২.২০২২ থেকে @ প্রযোজ্য হারে ভবিষ্যৎ সুদ।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১, পরিমাণ আনুমানিক ১০১৩ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ) , ২য়তল, এবং দুটি চার চাকা পার্কিং স্পেস, একটি ঢাকা পার্কিং এরিয়া পরিমাণ ১২০ বর্গফুট বেসমেন্ট তলে, ভবন ''চৈতন্য নিবাস'', অবস্থিত মৌজা : আসানসোল, জেএল নং ৩৫, আরএস প্লট নং ৫০৩৯ এবং এলওপি নং ২০৪, পুরানো ওয়ার্ড নং ১৮ এবং নতুন ওয়ার্ড নং ৮৬, আসানসোল পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৮ এবং নতুন ওয়ার্ড নং ৮৬, আসানসোল পুরসভা নং ১ মহীশিলা কলোনি, মিলন সমিতি ক্লাব এর নিকট, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩০১।	ক) **গঠনমূলক** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ২৫.৮৩ লক্ষ টাকা (পঁচিশ লক্ষ তিরাশি হাজার মাত্র) **ইএমডি:** ২.৫৮ লক্ষ টাকা (দুই লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা মাত্র)
১১.	ক) **মেসার্স ছায়া ব্রিকস স্বত্বাধিকারী:** শ্রী লক্ষ্মী কান্ত ঘোষ খ) **শাখা:** খড়গপুর গ) শ্রী অশোক ঘোষ	**১৫,৫১,৮৯২/- টাকা** (পনের লক্ষ একান্ন হাজার আটশো বিরানব্বই টাকা মাত্র) সহ ১০.০৭.২০২৩ থেকে @ প্রযোজ্য হারে অপ্রয়োগিত ভবিষ্যৎ সুদ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী অশোক ঘোষ, অবস্থিত গ্রাম : আজবপুর, রেজিস্ট্রেশন জেলা: পশ্চিম মেদিনীপুর, সাব জেলা : খড়গপুর, পরিমাণ ৯২৬ বর্গফুট এবং সিটিএস/সার্ভে নং ১২৮, জেএল নং ১১০, আরএস খতিয়ান নং ৭৮, এলআর খতিয়ান নং ৭, সাব রেজিস্ট্রার মেদিনীপুর অধিক্ষেত্র অধীন।	ক) **গঠনমূলক** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ২৩.৫০ লক্ষ টাকা (তেইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ইএমডি:** ২.৩৫ লক্ষ টাকা (দুই লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)
১২.	ক) **মেসার্স দেব এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী:** শ্রী সুনীল ব্যানার্জি খ) **শাখা:** বেহালা গ) উপলব্ধ নয়	**৭,৪৬,৮৭৩/- টাকা** (সাত লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার আটশো তিয়াত্তর টাকা মাত্র) সহ ১৯.০৬.২০২৩ থেকে কার্য্যকর অপ্রয়োগিত সুদ।	ফ্ল্যাট ২সি, পরিমাণ আনুমানিক ৭০০ বর্গফুট ৩য়তল, (উত্তর-পশ্চিম দিকে) দুর্গা অ্যাপার্টমেন্ট, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৫৩, লদীনারায়ণ মোতিলাল রোড, মৌজা : রাম নারায়ণ তালুক, দাগ নং ৩১৭, খতিয়ান নং ২০৪, আরএস নং ৭৭/১/২, তৌজি নং ১৫২৫ , জেএল নং ৪, ওয়ার্ড নং ১২৮, পোঃ: সরসুনা, থানা : পর্ণশ্রী, ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৬১।	ক) **গঠনমূলক** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ১৫.০৩ লক্ষ টাকা (পনের লক্ষ তিন হাজার টাকা মাত্র) **ইএমডি:** ১.৫৩ লক্ষ টাকা (এক লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার টাকা মাত্র)
১৩.	ক) **শ্রী শুভঙ্কর ভুঁইয়া** খ) **শাখা:** মূল শাখা; খড়গপুর (এখন এআরবি -এর সঙ্গে) গ) শ্রী শঙ্কর প্রসাদ ভুঁইয়া	**২৮,২১,৪৭৪.১৩/- টাকা** (আঠাশ লক্ষ একুশ হাজার চারশো চুয়াত্তর টাকা তের পয়সা মাত্র) সহ ০২.০৬.২০২৩ থেকে @ প্রযোজ্য হারে ভবিষ্যৎ সুদ।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং বন্ধকদত্ত স্বত্বাধিকারীর নাম শুভঙ্কর ভুইঞা, গ্রাম জাঙ্গিচক, পোঃ : লদীচক, থানা : খড়গপুর লোকাল, পশ্চিম মেদিনীপুর: ৭২১৩০১।	ক) **গঠনমূলক** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ১২.৮৭ লক্ষ টাকা (বারো লক্ষ সাতাশি হাজার টাকা মাত্র) **ইএমডি:** ১.২৮ লক্ষ টাকা (এক লক্ষ আঠাশ হাজার টাকা মাত্র)
১৪.	ক) **মেসার্স শ্রী নারায়ণ টেক্সটাইল স্বত্বাধিকারী:** শ্রী অরূপানন্দ চ্যাটার্জি খ) **শাখা:** মূল শাখা- এন.এস. রোড (এখন এআরবি-এর সঙ্গে) গ) উপলব্ধ নয়	**১,০৯,৭০,৫২৭/- টাকা** (এক কোটি নয় লক্ষ সত্তর হাজার এবং পাঁচশো সাতাশ টাকা মাত্র) সহ ১৩.১২.২০২২ থেকে @ প্রযোজ্য হারে অপ্রয়োগিত ভবিষ্যৎ সুদ।	বন্ধকদত্ত বাণিজ্যিক জমি পরিমাণ ১১ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : বিগহাটি, জেএল নং ১৪, এলআর দাগ নং ৯৩৭, খতিয়ান নং ৭৪৮৪ এবং ৭৪৮৫, বিগহাটি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ।	ক) **খোলা প্লট** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ৫৭.৫৩ লক্ষ টাকা (সাতান্ন লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার টাকা মাত্র) **ইএমডি:** ৫.৭৫ লক্ষ টাকা (পাঁচ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা মাত্র)

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে এবং ই-বিক্রয় পোর্টালে (https://ebkray.in/eauction-psb) প্রদত্ত https://bankofmaharashtra.in/asset-for-sales-search লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ : ০৪.১১.২০২৪, **স্থান:** কলকাতা — **অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র**

জাতীয় সড়কে টোল প্লাজায় তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ

বিনা টোলেই পার শতাধিক গাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার রাজবাঁধে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডে বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় জল জমে থাকার কারণে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় পড়েছেন পথ চলতি মানুষরা ও গাড়ি চালকরা। বাস স্ট্যান্ডের পাশেই রয়েছে জাতীয় সড়কের নিকাশি নালা।সেই নিকাশী নালা পরিষ্কার ও সংস্কার না হওয়ার কারণে নিকাশ নালার জল জমে থাকে সার্ভিস রোডে। প্রতিনিয়ত ঘটছে একাধিক পথ দুর্ঘটনা। জমা জল নিষ্কাশনের দাবিতে বারবার আন্দোলন করেও কোনও ফল মেলেনি। তাই এরই প্রতিবাদে মঙ্গলবার রাজবাঁধ এলাকার বাসিন্দারা টোল প্লাজা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। এলাকাবাসীর সঙ্গে বিক্ষোভে সামিল হয় আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান চয়নিকা পালের স্বামী তথা তৃণমূল নেতা মোহন পাল। এদিন তাঁকে টোল প্লাজার কর্মীদের ও দায়িত্বে থাকা পবন সিং নামের এক আধিকারিককে রীতিমতো ধাক্কাধাক্কি দেওয়ার পাশাপাশি জোর করে টোল গেট তুলে দিয়ে সমস্ত গাড়িকে পার করিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তৃণমূল নেতার দাদাগিরিরি সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই তীব্র নিন্দার ঝড় ওঠে রাজনৈতিক মহলে। বিক্ষোভের জেরে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ মিনিট কোনও যানবাহন টোল ট্যাক্স না দিয়েই পার হওয়ার কারণে টোল কর্তৃপক্ষকে ক্ষতির মুখে পড়তে হয়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ। কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়।

মোহন পালের অভিযোগ, গত চার মাস ধরে জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডে, রাজবাঁধ বাসস্ট্যান্ডের সামনে নিকাশি নালার জল জমে থাকার

কারণে ওই রাস্তা দিয়ে কোন যানবাহন পারাপার করতে পারে না। বাসস্ট্যান্ড থাকলেও সমস্ত বাস আন্ডার পাশে না ঢুকে দাঁড়ায় আন্ডারপাশ পার করে। এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে জল জমে থাকার কারণে জমা জলের নিচে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। সেই গর্তে সাইকেল মোটরসাইকেল থেকে ছোট গাড়ি গর্ত বুঝতে না পেরে পড়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে।

ইতিমধ্যে বহু মানুষ আহত হয়েছেন জমা জলের গর্তে পড়ে। জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড মেরামত করা সহ নিকাশি নালা সাফাই ও মেরামতের দাবি নিয়ে বহুবার জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়েছিল। প্রতিবার জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ তাদের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলেও কালীপুজো পর্যন্ত তাদের আশ্বাসের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার ফলে এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে টোল গেটে বিক্ষোভ দেখায় এবং বেশ কিছুক্ষণের জন্য তারা টোল প্লাজাকে টোল ফ্রি করে দেয়।

যদিও এই বিষয়ে টোল প্লাজার দায়িত্বে থাকা আধিকারিক পবন সিং জানিয়েছেন। রাজবাঁধের সমস্যা সমাধানে তাঁরাও বহুবার গিয়েছেন এবং জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও করেছেন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। এই বিষয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণও করেছে। কিন্তু হঠাৎ করেই কিছু মানুষ টোল প্লাজায় এসে সমস্ত গেট খুলে দেয়। দীর্ঘক্ষণ গেট খুলে থাকার ফলে বহু গাড়ি টোল না দিয়েই চলে যায়।ফলে ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে তাদের। এই বিষয়ে তারা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। যেহেতু জাতীয় সড়ক কেন্দ্র সরকারের অধীনে। সেই হিসাবে তারা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এই বিষয়ে বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা জানিয়েছেন, বলার কিছুই নেই। এটাই তৃণমূলের কালচার। এটাই এগিয়ে বাংলা। এই রাজ্যে আইনের শাসন নয়, শাসকের আইন চলে।

আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদ কর্মসূচির ৫০০ মিটারেই তরুণীকে ইভটিজিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: ‘দ্রোহের আলো’ নামে আরজিকরের ঘটনার প্রতিবাদ কর্মসূচির ৫০০ মিটারের মধ্যেই তরুণীকে ইভটিজিংয়ের অভিযোগে চাঞ্চল্য। গ্রেপ্তার দুই, পলাতক আরও দুই যুবক। গত সোমবার সন্ধ্যায় অশোকনগর স্টেডিয়ামের কাছে চলছে আরজিকরের ঘটনায় ‘দ্রোহের আলো’ নামে প্রতিবাদ কর্মসূচি। আর তার ঠিক ৫০০ মিটার দূরেই বছর বাইশের এক তরুণীকে ইভটিজিংয়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য। চার যুবক তরুণীকে ইভটিজিং করেন বলে অভিযোগ। তরুণীর বন্ধু প্রতিবাদ করলে তাঁকে মারধর করতে উদ্ধত হয় বলে অভিযোগ। দুজন তরুণী ও তাঁর কয়েকজন পরিচিত ধরে অশোকনগর থানার হাতে তুলে দেন। ঘটনায় তরুণী অশোকনগর থানাতে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। বাকি পলাতক দুই অভিযুক্ত যুবকেরও খোঁজ চলছে।

তরুণীর দাবি, ‘আরজিকরের ঘটনা নিয়ে সব জায়গায় প্রতিবাদ কর্মসূচি চলছে। সোমবার ও যেখানে প্রতিবাদ কর্মসূচি হচ্ছে তার মধ্যে যুবকদের কাছেই যদি আমাদের সুরক্ষা না থাকে তাহলে আমরা চলব কী ভাবে। তরুণী নিজেও মেয়েদের একাধিক রাত দখলের অনুষ্ঠানে হেঁটেছেন।’ মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

স্টেশনের রাস্তায় দিন কাটাচ্ছিলেন বৃদ্ধার, বাড়িতে ফেরাতে নির্দেশ উচ্চ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: নিজের বাড়ি ছেড়ে স্টেশনের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে দিন কাটাচ্ছিলেন বৃদ্ধা। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বৃদ্ধাকে বাড়ি ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ হাইকোর্টের। বৃদ্ধা রেবতী সোরেনের অভিযোগের ভিত্তিতে এমনই নির্দেশ দিল আদালত। রায় দিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। ‘নিজের বাড়ি ছেড়ে বৃদ্ধা মা স্টেশনে রাস্তায় ঘুরে দিন কাটাচ্ছে। পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি। এমনটা জেনে সাংবিধানিক আদালত চুপ করে থাকতে পারে না’, মন্তব্য বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বৃদ্ধাকে বাড়িতে ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। পাণ্ডুয়া থানার পুলিশকে নির্দেশ বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের। ৭ নভেম্বর সকাল ১১টার মধ্যে রেবতী সোরেনকে নিজের বাড়িতে ফেরাতে নির্দেশ দিল উচ্চ আদালত। পাশাপাশি বাড়িতে বৃদ্ধাকে ফেরানোর পর ২৪ ঘণ্টা পুলিশকে নিরাপত্তা নজরদারি করার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। থানার অফিসারেরা নজরদারি করবেন বৃদ্ধার নিরাপত্তার। বৃদ্ধার আবেদনপত্রের নিষ্পত্তি করতে এসডিও চুঁচুড়াকে নির্দেশ। ১৫ দিনের মধ্যে দিতে বৃদ্ধার অভিযোগের নিষ্পত্তি করতে নির্দেশ।

সহায়ক মূল্যে কিষাণ মান্ডির ধান কেনার পরিকাঠামোর তদারকি শুরু জেলাশাসকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রবি মরশুমে সহায়ক মূল্যে বিভিন্ন কিষাণ মান্ডি থেকে ধান কেনার পরিকাঠামোর তদারকি শুরু করলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। আর কিছুদিন পর থেকেই নতুন আমন ধান উঠতে শুরু করবে। বিভিন্ন জায়গায় সরাসরি যাতে চাষিরা সংশ্লিষ্ট কিষাণ মান্ডিতে গিয়ে নিজেদের উৎপাদিত ধান বেচাকেনা করতে পারেন, সেই তদারকি চালান জেলাশাসক।

সোমবার হবিবপুর ব্লকের কিষাণ মান্ডিগুলির পরিকাঠামো ব্যবস্থা ঘুরে দেখেন জেলাশাসক সহ ব্লক প্রশাসনের কর্তারা। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকেই কিষাণ মান্ডিগুলিতে সহায়ক মূল্যে ধান বেচাকেনার কর্মসূচি পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে যাতে কোনও ফড়েদের দাপট না থাকে, সে ব্যাপারেও অত্যন্ত কড়া নজরদারি শুরু করেছে প্রশাসন। যদিও জেলাশাসকের এই নজরদারিকে অবশ্যই গুরুত্ব দিয়েই দেখছেন ধান উৎপাদনকারি চাষিরা।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছরের তুলনায় এই বছর মালদা জেলায় ধান উৎপাদন এবং সহায়ক মূল্যে বেচাকেনার ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে মালদা জেলায় ধান উৎপাদন হয়েছিল ৩ লক্ষ ৫২ হাজার ৯০ মেট্রিক টন। সহায়ক মূল্য ২২০৩ টাকা করে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস ধার্য করা হয়েছিল। প্রায় ৭৬ শতাংশ অর্থাৎ ২ লক্ষ ৫৬ হাজার ৯৬০ মেট্রিক টন সহায়ক মূল্যে ধান বেচাকেনায় সাফল্য পেয়েছে প্রশাসন। সেই বছর ধান বিক্রি করা চাষিদের সংখ্যা ছিল ৯৬ হাজার ৫৯০ জন এবং ক্রেতা ছিলেন ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৩৩০ জন।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার মেট্রিক টন। গত বছর ২৫ টি এজেন্সির মাধ্যমে ধান বেচাকেনার পর্ব চলেছিল। এবছর সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫ টি। এবারে ২৩২০ টাকা দরে কুইন্ট্যাল পিছু ধানের সহায়ক মূল্য ধরা হয়েছে। এবছর এখনও পর্যন্ত ৫ হাজার ৩৬৫ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে। নিবন্ধিত কৃষকের সংখ্যা ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৪১২ জন । নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকেই পুরোদমে রাজ্য সরকারের সহায়ক মূল্যে ধান বেচাকেনার পর্ব বিভিন্ন কিষাণ মান্ডিগুলিতে শুরু হয়ে যাবে।

জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় প্রতিটি কৃষাণ মান্ডিতে চাষিরা যাতে সহায়ক মূল্যের ধান বেচাকেনা করতে পারেন তারজন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন কিষাণ মান্ডিগুলির পরিকাঠামো পরিস্থিতি কি রকম রয়েছে, সেগুলিও তদারকি করে দেখা হচ্ছে। ধান বিক্রির ক্ষেত্রে সরকারি সহায়ক মূল্য নিয়ে যাতে কোনও রকম সমস্যা তৈরি না হয়, সে ব্যাপারেও প্রশাসনের বিশেষ নজর থাকবে।

জুতোর ভিতরে সোনা পাচার, বিএসএফের হাতে ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলঙ্গি: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে চাষির ছদ্মবেশে গিয়ে জুতোর ভিতরে সোনা পাচার করতে গিয়ে বিএসএফের হাতে ধৃত এক চোরা কারবারী। সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তিকে তল্লাশি করে জুতোর ভিতর থেকে মিলল চারটি সোনার বিস্কুট। মঙ্গলবারের ঘটনাটি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ফরাজিপাড়া বিওপির। সীমান্তের ১৪৬ নম্বর ব্যাটলিয়নের জওয়ানরা ওই পাচারকারীকে আটক করে স্থানীয় জলঙ্গি থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৪৬৬.৫০ গ্রাম সোনা। যার মূল্য আনুমানিক ৩৭.৫১ লক্ষ টাকা। বাজেয়াপ্ত সোনা শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ধৃতের নাম আসাদুল্লা মোল্লা। তার বাড়ি ফরাজিপাড়া এলাকা। বিএসএফ দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের অধীন ১৪৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের ফার্জিপাড়া বর্ডার,আউট পোস্টের সেনা জওয়ানরা মুর্শিদাবাদের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বাংলাদেশ থেকে ভারতে চারটি সোনার বিস্কুট পাচার করার চেষ্টাকারী ভারতীয় চোরাকারবারীকে আটক করে। জধ করা সোনার ওজন ৪৬৬.৫০ গ্রাম, যার মূল্য আনুমানিক রুপি। ৩৭.৫১ লক্ষ।

বিশ্বস্থ সূত্রে থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোম্পানি কমান্ডার জওয়ানদের নির্দেশ দেন বিওপি ফারজিপাড়া এলাকার মুসলিমপাড়া গ্রামের একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তির খোঁজে। যিনি সকালের শিফটের সময় চোরাচালানের চেষ্টা করবেন বলে আশা করা হয়েছিল। আনুমানিক সাড়ে এগারোটা নাগাদ সন্দেহভাজন একটি মোটরসাইকেলে বিএসএফ অনুসন্ধান পয়েন্টের কাছে আসে। সনাক্ত করার পরে, জওয়ানরা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাশি চালায়। সন্দেহভাজন ব্যক্তি জুতোর শুকতলায় চারটি সোনার বিস্কুট লুকিয়ে রেখেছিল। ধৃতকে দোনা সহ আটক করা হয়। ব্যক্তিকে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বর্ডার ফাঁড়ি চরভদ্র ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয়।

জিজ্ঞাসাবাদে সন্দেহভাজন সম্প্রতি স্বর্ণ চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে। জেরায় জানায় সে দুজন অজানা বাংলাদেশি চোরাকারবারীর কাছ থেকে সোনা পেয়েছে। তাকে বিএসএফ ডমিনেশন লাইন অতিক্রম করে দুপুর ১২টার মধ্যে উদয়নগর কলোনিতে (মুসলিমপাড়া) এক অজ্ঞাত ব্যক্তির কাছে সোনার চালান পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তার প্রচেষ্টার জন্য তাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল টাকার। বিস্কুট প্রতি ৫০০ টাকা করে দেওয়া হত। তবে লেনদেন শেষ করার আগেই বিএসএফ জওয়ানরা তাকে আটক করে।

সন্দেহভাজন এবং বাজেয়াপ্ত করা সোনা পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের জন্য জলঙ্গির কাস্টমস বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বিএসএফ দক্ষিণ বেঙ্গল সীমান্তের জনসংযোগ আধিকারিক নীলোৎপল কুমার পান্ডে, এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, জওয়ানদের সক্রিয়তায় সোনা পাচার বাণ্চাল করা সম্ভব হয়েছে। সীমান্তে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। তিনি সীমান্তের বাসিন্দাদের বিএসএফ সীমা সাথী হেল্পলাইন ১৪৪১৯ বা ৯৯০৩৪৭২২২৭ নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে সোনা চোরাচালান সম্পর্কিত যে কোনও সন্দেহজনক কার্যকলাপের রিপোর্ট করার জন্য অনুরোধ করেছেন। আশ্বাস দেওয়া হয়েছে তথ্যদাতাদের পুরস্কৃত করা হবে এবং তাঁদের পরিচয় গোপন রাখা হবে।

NOTICE

e- tender are invited for execution of different scheme under NMSA CC of vide NIT reference No **NIT no-01 (e)/RAD CC/ 2024-25/ DDA SC KRVP (3rd Call)** Dated **30/10/2024** in the district Purulia For details please visit **https://wbtenders.gov.in, https://purulia.gov.in/.** Last Date for submitting online bid **16-Nov-2024 06:00 PM.**

Sd/-
Deputy Director of Agriculture (SC), KRVP & Project Manager, WCDC, Purulia

TENDER NOTICE

NIeT NO. 18/JAL/ BDO/ BCWDT/ 2024-2025

BDO, Jalangi Block Invites tender/ NIQ from bonafied contractor, Agencies, Institute, individual for mentioned works. Details information is available at the undersigned office on any working days.

Sd/- Block Development Officer Jalangi Development Block Jalangi, Murshidabad.

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

CORRIGENDUM

N.I.E. EQ. No. 24/WS/ AMRUT/AMC/24-25 dt. 25.10.24 Bid Submission period: 26.11.24 instead of 19.11.24 Visit to website www.wbtenders.gov.in For details please contact to Tender Cell, AMC.

SE,
Asansol Municipal Corporation

রায়নায় আবাসের সার্ভে প্রক্রিয়া পরিদর্শনে মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভারত সরকার চক্রান্ত করে পশ্চিমবঙ্গের গরিব মানুষদের অসহায় অবস্থা তৈরি করতে চেয়েছে, এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গরিব মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে ক্ষতির পরিমাণ বিচার বিবেচনা করে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা করে ১১ লক্ষ পরিবারকে। পশ্চিমবাংলায় মোট ৩২ লক্ষ বাড়িই এখনও পর্যন্ত কাঁচা বাড়ি রয়েছে। ২০২২ সালে নভেম্বর মাস নাগাদ সার্ভে করে রিপোর্ট দেওয়ার পরেও চক্রান্ত করে গিয়েছে ভারত সরকার। চক্রান্তের শিকার হয়েছে বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামে থাকা গরিব মানুষগুলি। রায়না দুই ব্লকে পরিদর্শনে গিয়ে এমনি মন্তব্য করেন রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভা ভোটের আগে এবং লোকসভা ভোটের সময় বাংলার মানুষকে আশ্বাস দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার যদি না বাংলা আবাস যোজনার ঘর তৈরির জন্য গরিব মানুষদের ঘর না দেয়, তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নিজে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বাংলার ৩২ লক্ষ পরিবারের জন্য পাকা বাড়ি তৈরির আশ্বাস দিয়েছিলেন। আর প্রথম পর্যায়ে যে ১১ লক্ষ বাংলা আবাস দেওয়ার জন্য ব্লক স্তরে সার্ভের প্রক্রিয়া চলছে। আর তার জন্যই বিশেষ ভাবে পরিদর্শনে আসেন রায়না ২ নম্বর ব্লকে রাজ্যের মন্ত্রী। যে সকল সার্ভে করা হয়েছে তার মধ্যে পাকা বাড়ি ছাড়া অতি বৃষ্টির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কাঁচা বাড়িগুলিতে বসবাস করছে মানুষ। ঠিক তেমনি পরিবারগুলির নতুন করে সার্ভে করে প্রকৃত দুস্থ ও গরিব মানুষেরা যাতে ঘর পায় তথা বাংলা আবাস যোজনা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তারই পরিদর্শন চলছে। এছাড়াও এই সার্ভে করার পরবর্তী সময়ে সুপার সার্ভে করা হবে আবার নতুন করে। প্রকৃত মানুষগুলি যাতে বাড়ি পায় তার জন্যই বিশেষ পরিদর্শনের মাধ্যমে তথা সুপার সার্ভে করে পূর্ণাঙ্গ তালিকা পাঠানো হবে নবান্নে। তারপরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ি করার জন্য এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা করে প্রথম পর্যায়ে ১১ লক্ষ পরিবারকে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

মঙ্গলবার রায়না ২ নম্বর ব্লকে সার্ভে প্রক্রিয়া সঠিক ভাবে হচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের মন্ত্রী সহ রায়না ২ নম্বর ব্লকের সভাপতি, বিডিও এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

২৮ ছাত্রের ট্যাবের দু’ লক্ষ আশি হাজার টাকা প্রতারণা অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: ২৮ জন ছাত্রের দু’ লক্ষ আশি হাজার ট্যাবের টাকা প্রতারণা হয়েছে বলে অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের। এই বিষয়ে বর্ধমান সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, শহর বর্ধমানে সিএমএস, হাই স্কুলের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির মোট ছাত্র ৪১২জন। তার মধ্যে ২৮ জন ছাত্রের অ্যাকাউন্টে মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষা প্রকল্পের ট্যাবের টাকা ঢোকেনি। জানা গিয়েছে, এই ২৮জন ছাত্রের ট্যাবের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। সার্বিক ভাবে ছাত্র এবং ছাত্রের অভিভাবকরা রীতিমতো এই বিষয়ে চিন্তিত।

প্রধান শিক্ষক মিন্টু রায় জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার হাই সেকেন্ডারি শিক্ষা ভবনের ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টরকে জানানো হয়েছে। এছাড়া বর্ধমান সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষকের অনুমান দেশজুড়ে যে ভাবে টাকা লেনদেন নিয়ে সাধারণ মানুষ প্রতারিত হচ্ছে সেদিক দিয়ে এই সময়কালে টাকা প্রতারণা মেনে নেওয়া যায় না। স্বভাবতই এই ২৮ জন ছাত্রের টাকা অ্যাকাউন্টে না ঢোকা পর্যন্ত চিন্তিত তারা।

অন্যদিকে ছাত্ররা খুবই আশাবাদী ছিল যে হাতে ট্যাব পেয়ে পড়াশোনার ক্ষেত্রে তাদের সুবিধা হবে । কিন্তু ৪১২ জন ছাত্রের মধ্যে এই ২৮ জন হাতে ট্যাব না পাওয়ায় হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ডে. সিএমই/রিপেয়ার, চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, এন ই রেলওয়ে, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুর- এর পক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে (ই-টেন্ডারিং) আবধ টেন্ডার আহ্বান করছেন।

ক্রম নং ১ : - ই-টেন্ডার নং এবং কাজের নাম : টেন্ডার নং “ ২২- জি কে পি- এম ডব্লু এস-২০২৪-২৫” “গোরক্ষপুর,মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ,ওয়ার্কশপ ট্রেনিং সেন্টারে (ডব্লুটিসি) ব্যাডমিন্টন সিন্থেটিক কোর্ট নির্মাণ।” আনুমানিক ব্যয় (টাকায়) : ৪৬২৯৫৫.৮৪ টাকা,বায়না জমা (টাকায়) : ৯৩০০.০০ টাকা, টেন্ডার ফর্ম মূল্য :নেই, টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ : ২৯.১১.২০২৪, বেলা ১১ টা পর্যন্ত, চুক্তির মেয়াদ : ৯০ দিন। উক্ত টেন্ডারের বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ওয়েবসাইটেও : http://www.ireps.gov.in।

ডে. সিএমই/রিপেয়ার
মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ,
CPRO/Mech-77 গোরক্ষপুর

ছাদে এবং ফুট বোর্ডে ভ্রমণ করবেন না

মেদিনীপুরে প্রচারে লকেটের রোড শো

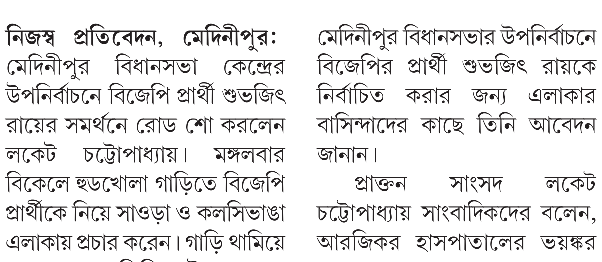

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী শুভজিৎ রায়ের সমর্থনে রোড শো করলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিকেলে হুডখোলা গাড়িতে বিজেপি প্রার্থীকে নিয়ে সাওড়া ও কলসিভাঙা এলাকায় প্রচার করেন। গাড়ি থামিয়ে নেমে এসে তিনি ওই এলাকার মানুষের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। এলাকার বাসিন্দাদের অভাব অভিযোগের কথাও শোনেন। মেদিনীপুর বিধানসভার উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী শুভজিৎ রায়কে নির্বাচিত করার জন্য এলাকার বাসিন্দাদের কাছে তিনি আবেদন জানান।

প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় সাংবাদিকদের বলেন, আরজিকর হাসপাতালের ভয়ঙ্কর কাণ্ডের প্রভাব গ্রাম বাংলাতেও পড়েছে। ওই ঘটনায় সঞ্জয় রায় যে একা দোষী নয় তা নিয়েও ব্যাখ্যা দেন লকেট।

সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে মানহানি মামলার হুমকি মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করার হুমকি দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অসম্মানজনক বার্তা দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে ইতিমধ্যেই নাদনঘাট থানায় সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পূর্বস্থলী ১ ব্লকের ব্লক সভাপতি রাজকুমার পান্ডে নাদানঘাট থানায়। যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

সোমবার বর্ধমানের কালনায় বিজেপির সদস্যপদ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। সেখানেই তিনি বলেন, ‘এখানকার মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ স্কুলের জায়গা দখল করেছে। আমরা হাইকোর্টে যাচ্ছি। এরপরেই রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথকে জমি চোর আখ্যা দিয়ে তোপ দাগেন তিনি। সেই কথা শোনার পরে বিজেপির রাজ্য সভাপতির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করার কথা জানান মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। মন্ত্রীকে অপমান করার প্রতিবাদ জানিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতির বিরুদ্ধে নাদনঘাট থানায় অভিযোগ করেন পূর্বস্থলী ১ ব্লকের ব্লক সভাপতি রাজকুমার পান্ডে।

নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে সিপিএমের মিছিল রায়নায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রাজ্যজুড়ে ঘটে চলা একের পর এক নারী নির্যাতন, ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে পূর্ব বর্ধমানের রায়নার শ্যামসুন্দরে প্রতিবাদ মিছিল করল সিপিএম সহ বামপন্থী গণসংগঠনের কর্মী সমর্থকরা। রায়নার শ্যামসুন্দর থানা মোড় থেকে শ্যামসুন্দর বাজার সহ গোটা এলাকা পরিক্রমা করে শ্যামসুন্দর থানা মোড় এলাকায় শেষ হয় প্রতিবাদ মিছিল।

পাশাপাশি একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। বহু মহিলা কর্মী সমর্থক পা মিলিয়ে ছিলেন এদিনের প্রতিবাদ মিছিলে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জেলায় জেলায় নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে নারী ধর্ষণ, নারী খুন এমনকি রেহাই পাচ্ছে না নাবালিকারা বলে অভিযোগ। প্রশাসনিক গাফিলতি রয়েছে নানা জায়গায় এমনটাও দাবি করা হয়।

বৃদ্ধার সম্পত্তি লিখিয়ে তাড়িয়ে দেন মেয়ে!

পুলিশি হস্তক্ষেপে ঠাঁই ছেলের বাড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বৃদ্ধার থেকে সম্পত্তি লিখে তাড়িয়ে দেন মেয়ে। এরপর ছেলের বাড়িতেও জায়গা হয়নি বৃদ্ধার। শেষমেশ পথে হল ঠাঁই বৃদ্ধার। অবশেষে পুলিশের হস্তক্ষেপে নিজের ঘরে ফিরলেন বৃদ্ধা। ঘটনাটি পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নসরতপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নতুন পাড়া এলাকার। মেয়ের বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে আসেন ছেলের বাড়ি। সেখানেও বৃদ্ধ মায়ের ঠাঁই হয়নি। অগত্যা পথে পথেই ঘুরে বেড়াতে হয় বৃদ্ধাকে। পরে আশ্রয় হয় পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নসরতপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নতুন পাড়া এলাকার রাস্তার ধারে। এলাকার মানুষ মঙ্গলবার সকাল থেকে ওই এলাকায় অসহায় ভাবে বসে থাকতে দেখেন বৃদ্ধাকে। চোখ পরে সংবাদমাধ্যমেরও। এরপরে খবর পৌঁছয় পুলিশ প্রশাসনের কাছে। পুলিশের হস্তক্ষেপেই পরবর্তী সময় ওই বৃদ্ধা ফেরেন তাঁর ছেলের বাড়িতে।

ওই বৃদ্ধা ভবানী চৌধুরী জানিয়েছিলেন, তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে বিতাড়িত হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন। অন্য দিকে বৃদ্ধার ছেলে বলেন, ‘মা বড় বোনের বাড়িতে ছিল সেখানে তাঁরা সম্পত্তি লিখিয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দেয়, আমার কাছে এসেছিল কিন্তু ঘরে জায়গা না থাকার জন্য আমি চলে যেতে বলেছিলাম। যদিও পুলিশের হস্তক্ষেপে পরে মাকে ঘরে থাকতে দেন ছেলে।’

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিশ নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১ (নোটিশ)/৬১৫, তারিখ ০৪.১১.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫- ২১-৩৩৭৭। কাজের নাম ঃ** অর্থোপেডিক হসপিটাল, হাওড়াতে বৃহৎ পুনর্বাসন ও মেরামতি কাজ সংক্রান্ত ইলেকট্রিক্যাল (জেনারেল) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৮,৯৮,৩৮৭ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না রাশি জমা) ঃ** ৩৮,০০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ৯০ দিন। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২২.১১.২০২৪ তারিখ, দুপুর ০৩টা। কোনো কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে ছুটি/বনধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটের আবেদন টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো অফার জমা হতে অনুমতি দেয় না। তবে অনলাইনে টেন্ডার খোলা, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর কোনো সুবিধাজনক দিনে হবে। **www.ireps.gov.in**-এ টেন্ডারের বিশদ পাওয়া যাচ্ছে। ডাকদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁদের অফার ওপরের ওয়েবসাইটে অনলাইনে জমা দিতে। (HWH-386/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

১৫৭৪ জন ক্রিকেটার আইপিএলের নিলামে!

সৌদির জেড্ডায় দু'দিন ধরে নিলাম

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্রিকেটপ্রেমীরা তাকিয়ে আইপিএলের পূর্ণ নিলামের দিকে। আগামী তিন বছরের জন্য কারা কেমন দল তৈরি করবে, এখন তা নিয়ে আগ্রহ ক্রিকেটপ্রেমীদের। আগামী ২৪ এবং ২৫ নভেম্বর জেড্ডায় হবে নিলাম। বিভিন্ন দেশের মোট ১৫৭৪ জন ক্রিকেটার নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন আইপিএলের নিলামের জন্য। প্রথমে শোনা গিয়েছিল রিয়াধে হবে নিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সৌদি আরবেরই জেড্ডাকে বেছে নিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কর্তারা। আবাদি আল জোহর এরিনায় দু'দিন ধরে আইপিএলের নিলাম হবে।

প্রতিটি দল নিজেদের পরিকল্পনা মতো দুই থেকে ছ'জন ক্রিকেটারকে ধরে রেখেছে। নিয়ম অনুযায়ী, একটি দলে সর্বোচ্চ ২৫ জন ক্রিকেটার থাকতে পারেন। আইপিএলের ১০টি দল মিলিয়ে ৪৬ জন ক্রিকেটারকে আগামী তিন মরসুমের জন্য রেখে দিয়েছে। নিলামে সব মিলিয়ে আরও ২০৪ জন ক্রিকেটার দল পেতে পারেন। তার মধ্যে ৭০ জন বিদেশি ক্রিকেটার থাকতে পারেন। অর্থাৎ, ১৫৭৪ জন নথিভুক্ত ক্রিকেটারের মধ্যে ১৩৭০ জন আইপিএল খেলার সুযোগ পাবেন না।

নিলামে অংশ নিতে আগ্রহী ১৫৭৪ জন ক্রিকেটারের মধ্যে ১২২৪ জন এখনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেননি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন ক্রিকেটারের সংখ্যা ৩২০। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) অ্যাসোসিয়েট সদস্য দেশগুলি থেকে ৩০ জন ক্রিকেটারের নামও থাকবে নিলামে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা খেলোয়াড়দের মধ্যে ৪৮ জন ভারতীয় এবং ২৭২ জন বিদেশি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না খেলা ১৫২ জন ভারতীয় খেলোয়াড়ের আইপিএল খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিদেশিদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা তিন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বা আইপিএল খেলার অভিজ্ঞতা নেই এমন ভারতীয় খেলোয়াড়ের সংখ্যা ৯৬৫ এবং বিদেশি খেলোয়াড়ের সংখ্যা ১০৪। মোট ভারতীয় ক্রিকেটারের সংখ্যা ১১৬৫ এবং বিদেশি ক্রিকেটার ৪০৯ জন।

বিদেশিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৯১ জন ক্রিকেটার রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার। অস্ট্রেলিয়ার ৭৬ জন ক্রিকেটার নিজেদের নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন। ইংল্যান্ডের ৫২ জন ক্রিকেটার এবং আফগানিস্তানের ২৯ জন ক্রিকেটার নিলামে নাম লিখিয়েছেন। শ্রীলঙ্কারও ২৯ জন ক্রিকেটার রয়েছেন। নিউ জল্যান্ডের ৩৯ জন ক্রিকেটার আইপিএল খেলতে আগ্রহী। এ ছাড়াও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৩৩ জন, বাংলাদেশের ১৩ জন, নেদারল্যান্ডসের ১২ জন, আমেরিকার ১০ জন, আয়ারল্যান্ডের ন'জন, জিম্বাবোয়ের আট জন, কানাডার চার জন, স্কটল্যান্ডের দু'জন ক্রিকেটার নিলামে অংশগ্রহণ করছেন। ইতালি এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির এক জন ক্রিকেটারের নামও রয়েছে নিলামের তালিকায়।

ভারতের লোকেশ রাহুল, ঋষভ পন্থ, শ্রেয়স আয়ার, ঈশান কিশন, মহম্মদ শামি, আরশদীপ সিংহ, মহম্মদ সিরাজের মতো প্রথম সারির ক্রিকেটারদের নাম রয়েছে নিলামে। তাঁদের সকলকে আইপিএলের দল পাওয়ার জন্য তাকিয়ে থাকতে হবে নিলামের দিকে। আবাদি আল জোহর এরিনা থেকে ১০ মিনিটের দূরত্বে একটি বিলাস বহুল হোটেলে সংশ্লিষ্ট সকলের থাকার ব্যবস্থা করেছেন বিসিসিআই কর্তারা।

অস্ট্রেলিয়া সফরে বুমরাকে অধিনায়ক চান গাভাস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী ব্যক্তিগত কারণে অস্ট্রেলিয়া সফরে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির প্রথম টেস্টটি খেলতে পারবেন না রোহিত শর্মা। শঙ্কা আছে তাঁর সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা নিয়েও। খবরগুলো চোখে পড়েছে কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কারেরও। সেই সব খবর দেখে ভারতের টিম ম্যানেজমেন্টকে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে দলের নেতৃত্ব নিয়ে একটি পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

ভারতের টেস্ট দলের নিয়মিত অধিনায়ক রোহিত, তাঁর সহকারী হিসেবে আছেন পেসার যশপ্রীত বুমরা। প্রথম দুই টেস্টে রোহিত খেলতে না পারলে বুমরাই নেতৃত্ব দেওয়ার কথা। রোহিত ফিরলে সিরিজের পরের তিন টেস্টে তাঁরই নেতৃত্ব দেওয়ার কথা। এ ক্ষেত্রে গাভাস্কারের ভাবনা অন্যরকম।

এক সিরিজে দুজনের অধিনায়কত্ব করার পক্ষে নন ভারতের সাবেক ব্যাটসম্যান গাভাস্কার। প্রথম দুই টেস্টে রোহিত না থাকলে তাঁকে পরের ম্যাচগুলোয় শুধুই একজন খেলোয়াড় হিসেবে খেলানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। পুরো সিরিজের জন্য নেতৃত্ব দিতে বলছেন সহ অধিনায়ক বুমরাকে।

স্পোর্টস তাকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে গাভাস্কার ভারতের নির্বাচকদের পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, আমরা পত্রিকার খবরে দেখছি যে রোহিত শর্মা প্রথম টেস্টে খেলবে না। খুব সম্ভবত সে দ্বিতীয় টেস্টেও খেলবে না। যদি এটাই হয়, আমি বলব এখনই ভারতের নির্বাচক কমিটির বলা উচিত, ততোমার যদি বিশ্রাম নিতে হয়, বিশ্রাম নাও। ব্যক্তিগত সমস্যা থাকলে সেগুলো খেয়াল করো। কিন্তু তুমি যদি সিরিজের দুই তৃতীয়াংশ মিস করো, এই সিরিজে তোমাকে শুধুই একজন খেলোয়াড় হিসেবে যেতে হবে। আমরা এই সফরের জন্য সহ-অধিনায়ককেই অধিনায়কের দায়িত্ব দেব।

গাভাস্কার এরপর যোগ করেছেন, 'ভারতে ক্রিকেট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি বলতে চাই, আমরা নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে যদি ৩-০ জিততাম, তাহলে ভিন্ন ব্যাপার ছিল। কারণ, আমরা সিরিজটি ৩-০ ব্যবধানে হেরেছি। একজন অধিনায়কের দরকার। অধিনায়ক দলকে একত্রিত করে। শুরুতেই যদি কোনো অধিনায়ক না থাকে, তাহলে অন্য কাউকে অধিনায়ক করাটাই ভালো।'

বুমরা এখন পর্যন্ত ভারতকে শুধু একটা টেস্টেই নেতৃত্ব দিয়েছেন, ২০২২ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বার্মিংহামে। সেই ম্যাচে ৩৭৮ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে ৭ উইকেটে জিতেছিল ইংল্যান্ড।

আবারও ফিরছে আফ্রো-এশিয়া কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ব্যাটিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বোয়েটা ডিপেনার। প্রথম বলেই কাভারে যুবরাজ সিংয়ের হাতে ক্যাচ। ভারতের মহেন্দ্র সিং ধোনি, শ্রীলঙ্কার সনাৎ জয়াসুরিয়া আর পাকিস্তানের মোহাম্মদ ইউসুফরা মাঠের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে এসে অভিনন্দন জানালেন রফিককে।

ঘটনাটি ২০০৭ সালের ১০ জুনের। ক্রিকেট,দুনিয়ায় তখনো আইপিএল আসেনি। একই জার্সিতে কয়েকটি দেশের খেলোয়াড়দের একসঙ্গে খেলতে দেখার ঘটনা নিয়মিত দেখা যেত না। চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে সেদিন রফিক, যুবরাজ, জয়াসুরিয়া আর ইউসুফরা এক দল হয়ে খেলতে নেমেছিলেন এশিয়া একাদশের হয়ে। প্রতিপক্ষ ছিল আফ্রিকা একাদশ। ডিপেনারটিসহ রফিকের ৪ উইকেট নেওয়া ম্যাচটি ছিল আফ্রো,এশিয়া কাপ তিন ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচ। এখন পর্যন্ত সর্বশেষও।

দেড় যুগ পর আবারও এমন কিছু ম্যাচ দেখার সম্ভাবনা বেড়েছে। আফ্রো,এশিয়া কাপ চালু নিয়ে এরই মধ্যে আলোচনা হয়েছে আফ্রিকান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশেন (এসিএ) ও এশিয়ান ক্রিকেট বাউন্সিলের (এসিসি) মধ্যে।

ক্রিকেট পোর্টাল ইএসপিএনক্রিকইনফোর খবরে বলা হয়, শনিবার এসিএর বার্ষিক সাধারণ সভায় একটি ৬ সদস্যের অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন করা হয়েছে, যাদের দায়িত্ব সংস্থার পুনর্গঠন ও আফ্রিকা মহাদেশের খেলোয়াড়দের জন্য প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

এর অংশ হিসেবে এসিসিসহ অন্যান্য সংগঠনগুলোর সঙ্গে আন্তমহাদেশীয় ক্রিকেটের সুযোগ খুঁজে দেখবে কমিটি, যেখানে আছে আফ্রো,এশিয়া কাপও। বর্তমানে আইসিসির পূর্ণাঙ্গ সদস্যদেশ ১২টি। এর মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কার অবস্থান এশিয়ায়। আফ্রিকায় আছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ে।

অন্যদের মধ্যে ইউরোপে ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড, ওশেনিয়ায় অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল। মহাদেশকেন্দ্রিক ক্রিকেটে এসিসি বা এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলই সবচেয়ে সক্রিয়, নিয়মিত আয়োজিত হয় এশিয়া কাপ।

আফ্রিকা অঞ্চলে দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ের পাশাপাশি কেনিয়াও একসময় নিয়মিত খেলত। আইসিসি সব সহযোগী দেশের টি,টোয়েন্টি ম্যাচকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়ার পর উগান্ডা, নামিবিয়ার মতো দলগুলোও এখন নিয়মিত খেলে।

আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের খেলোয়াড়দের নিয়ে আফ্রো,এশিয়া কাপ এখন পর্যন্ত দুবার আয়োজিত হয়েছে। প্রথমবার ২০০৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায়, দ্বিতীয়বার ২০০৭ সালে ভারতে। এরপর ২০০৯ আসর কেনিয়ায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও সেটি আর কখনোই হয়নি।

দেড় যুগ পর টুর্নামেন্টটি যদি আবার অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে লম্বা সময় পর ভারত ও পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের আবার একসঙ্গে খেলতে দেখা যাবে। ২০০৮ আইপিএলের পর এ দুই দেশের খেলোয়াড়েরা আর এক দলের হয়ে খেলেননি।

এসিএ,গঠিত অন্তর্বতীকালীন কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের (জেডসি) প্রধান তাবেঙ্গুয়া মুকুহলানিকে। এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে, আফ্রিকার মধ্যে কথা তো হয়েছেই। তারা চায় আফ্রো, এশিয়া কাপ পুনরুজ্জীবিত হোক।' এ বিষয়ে এসিসির কারও মন্তব্য নিতে পারেনি ক্রিকইনফো।

২০০৫ আফ্রো,এশিয়া কাপের তিন ম্যাচের সিরিজ শেষ হয়েছিল ১, ১ সমতায়, একটি ম্যাচ বৃষ্টিতে পণ্ড হয়েছিল। সেবার এশিয়া একাদশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পাকিস্তানের ইনজামাম উল হক, খেলেছিলেন বীরেন্দর শেবাগ, কুমার সাঙ্গাকারা, শহীদ আফ্রিদিরা।

গ্রায়েম স্মিথের নেতৃত্বাধীন আফ্রিকা একাদশে ছিলেন জ্যাক ক্যালিস, হিথ স্ট্রিক, তাতেন্দা তাইবুরা। ২০০৭ আসরে তিন ম্যাচই জিতেছিল এশিয়া একাদশ। মাহেলা জয়াবর্ধনের নেতৃত্বাধীন এই সিরিজে বাংলাদেশ থেকে রফিকের পাশাপাশি মাশরাফি বিন মুর্তজাও অংশ নিয়েছিলেন।

কোহলিকে চিনতেই পারছেন না লাবুশেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: দীর্ঘ দিন ব্যাটে রান নেই বিরাট কোহলির। গত বছর এক দিনের বিশ্বকাপের পর থেকে আর শতরান করতে পারেননি। সামনেই অস্ট্রেলিয়া সফর। তার আগে পুরনো বিরাটের কথা তুললেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার মার্নাশ লাবুশেন। বিরাটকে চিনতেই পারছেন না তিনি। প্রথম বারের সাক্ষাতে যে বিরাটকে তিনি দেখেছিলেন তাঁকেই খুঁজছেন লাবুশেন।

২০১৮ সালে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম বার খেলেছিলেন লাবুশেন। সেই সিরিজে বিরাট ছিলেন ভারতের অধিনায়ক। সে কথা মনে করিয়ে লাবুশেন বলেন, বিরাটকে সেই সিরিজেই প্রথম বার সামনে থেকে দেখেছিলাম। ও তখন অধিনায়ক। আমার মনে আছে, বিরাট খুব আগ্রাসী ক্রিকেট খেলেছিল। ওর অধিনায়কত্বও খুব আগ্রাসী ছিল। সেই সিরিজ টান টান হয়েছিল। সেই সিরিজ যে বিরাটকে আমি দেখেছিলাম তা আর কোনও দিন দেখতে পাইনি। সেই বিরাটকে আমি খুঁজছি। এখনকার বিরাটকে আমি চিনতেই পারছি না।

২০১৪ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে নজর কেড়েছিলেন বিরাট। সেই সফরে তাঁর লড়াই প্রশংসা কুড়িয়েছিল। চারটি টেস্টে মোট ৬৯২ রান করেছিলেন তিনি। ৮৬.৫০ গড়ে রান করেছিলেন। চারটি শতরান ও একটি শতরান এসেছিল তাঁর ব্যাট থেকে। বিরাটের ব্যাটিংয়ের প্রশংসা করেছিলেন প্রতিপক্ষ ক্রিকেটারেরাও। সেই সিরিজেই শেষ টেস্টের আগে মহেন্দ্র সিংহ ধোনি অবসর নেওয়ায় বিরাটকে নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল।

পরের বার ২০১৮ সালের সিরিজেও খারাপ খেলেননি বিরাট। সাতটি ইনিংসে ৪০.২৮ গড়ে ২৮২ রান করেছিলেন তিনি। একটি শতরান ও একটি অর্ধশতরান করেছিলেন। যদিও সেই দু'বারই ভারতকে সিরিজ হারতে হয়েছিল। পরের দু'বার অবশ্য অস্ট্রেলিয়াকে গিয়ে সে দেশে হারিয়েছে ভারত। এ বার জিততে পারলে হ্যাটট্রিক করবে ভারত।

ভারতের বিরুদ্ধে টেস্টে লাবুশেনের রেকর্ডও বেশ ভাল। ভারতের বিরুদ্ধে ১০টি টেস্টে ৭৭৫ রান করেছেন তিনি। ৪৫.৫৮ গড়ে রান করেছেন। একটি শতরান ও তিনটি শতরান রয়েছে। এ বারও ভারতের বিরুদ্ধে ভাল খেলতে মুখিয়ে তিনি। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় এখন শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় স্থানে ভারত। ২২ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজই ঠিক করে দেবে এই দুই দলের মধ্যে কারা টেস্ট বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলবে।

গম্ভীরের প্রশ্নবিদ্ধ সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা চাইবে বিসিসিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিউজিল্যান্ডের কাছে নিজেদের মাটিতে টেস্ট সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হওয়ার ঘটনা ভারত,সমর্থকদের বড়সড় ধাক্কা দিয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও (বিসিসিআই) নড়েচড়ে বসেছে।

ঘরের মাঠে সব ধরনের সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও ব্যর্থ হওয়ায় প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকবে বিসিসিআই। নিজেদের মাটিতে সাম্প্রতিক সিরিজগুলোয় পেস,সহায়ক উইকেটে ভালো করলেও টিম ম্যানেজমেন্ট নিউজিল্যান্ড সিরিজে পিচ কিউরেটরদের স্পিনবান্ধব উইকেট বানানোর নির্দেশ দেয়। এতে গম্ভীরেরও 'ইন্ধন' ছিল। গম্ভীর চেয়েছিলেন কিউইদের ঘূর্ণি-বাঁকে ফেলে সহজেই সিরিজ জিতে যাবেন।

কিন্তু হয়েছে এর উল্টোটা। এজাজ প্যাটেল, মিচেল স্যান্টনার, গ্লেন ফিলিপস, ইশ সোধিদের স্পিনে দিশাহারা হয়ে উঠেছিলেন বিরাট কোহলি, শুবমান গিল, রবীন্দ্র জাদেজারা।

স্পিন,স্বর্গ হিসেবে ভারতের পিচগুলোর সুখ্যাতি আছে। যুগে যুগে স্পিনবান্ধব পিচ বানিয়েই নিজেদের মাঠে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে এসেছে ভারত। কিন্তু রাহুল দ্রাবিড় কোচ হওয়ার পর পুরোনো ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসে টিম ম্যানেজমেন্ট। এশিয়ার বাইরেও ভালো করতে (বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকায়) দেশের মাটিতেও পেস,সহায়ক উইকেট তৈরির পক্ষে মত দেন দ্রাবিড়। তাঁর অধীন শেষ টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডকে ৪-১ ব্যবধানে উড়িয়ে দেয় ভারত।

কিন্তু গম্ভীর কোচ হওয়ার পর আবারও প্রতিপক্ষকে স্পিন ফাঁদে আটকানোর পরিকল্পনায় ফিরে যায় টিম ম্যানেজমেন্ট। মূলত বেঙ্গালুরুর সিমিং কন্ডিশনে নিউজিল্যান্ডের পেসারদের কাছে ধরাশায়ী হওয়ার পরই পুনে ও মুম্বাইয়ে শেষ দুই টেস্ট স্পিন,সহায়ক উইকেট বানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। এ ধরনের প্রশ্নবিদ্ধ সিদ্ধান্ত নেওয়াতেই গম্ভীরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে বিসিসিআই।

স্পিন,সহায়ক উইকেট বানানোর সিদ্ধান্ত বোর্ডের কয়েকজনকে বিস্মিত করেছে। দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গৌতম গম্ভীর ও তাঁর নতুন সাপোর্ট স্টাফদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে, এ ব্যাপারে তাঁদের জিজ্ঞাসা করা হবে।

ভারতের প্রধান কোচ হতে বিসিসিআইকে কিছু শর্ত দিয়েছিলেন গম্ভীর। খেলোয়াড়ের ভূমিকায় দুটি বিশ্বকাপ

জেতা সাবেক এই ওপেনারের সব শর্ত ও দাবিদাওয়া মেনে নিয়েছে বোর্ড। তাঁর চাওয়া মতো রায়ান টেন ডেসকাট, মরনে মরকেল ও অভিষেক নায়ারকে সহকারী কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রত্যাশিত ফল পাচ্ছে না ভারত।

নিউজিল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই হওয়ার আগে শ্রীলঙ্কা সফরে ২-০ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ হেরেছে গম্ভীরের দল, যা ছিল ২৭ বছর পর লঙ্কানদের কাছে ভারতীয়দের প্রথম ওয়ানডে সিরিজ হার।

সব চাওয়া পূরণের পাশাপাশি গম্ভীরকে অস্ট্রেলিয়া সফরের স্কোয়াড সাজাতে নির্বাচক কমিটির সভাতেও ডাকা হয়। নির্বাচক কমিটির সভায় প্রধান কোচকে আমন্ত্রণ জানানোর ঘটনাও বিসিসিআইয়ের ইতিহাসে প্রথম।

ভবিষ্যতে এমন সিদ্ধান্ত থেকে তারা সরে আসতে পারে, 'গম্ভীর এখন পর্যন্ত যেসব দাবি করেছে, সবই পূরণ করা হয়েছে। সে তার পছন্দমতো কোচিং স্টাফ পেয়েছে। অস্ট্রেলিয়া সফরের দল বেছে নিতেও তাকে নির্বাচক কমিটির সভায় যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে বোর্ডকে সিদ্ধান্তগুলো পুনর্বিবেচনা করতে হতে পারে এবং গম্ভীরের কাছে একটি রোডম্যাপ চাওয়া হতে পারে।'

বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে অংশ নিতে ১০ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা ভারতীয় দলের। অন্য দলগুলোর ওপর নির্ভর না করে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠতে হলে পাঁচ ম্যাচের সেই সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে ৪-০ ব্যবধানে হারাতে হবে। কাজটা যে ভীষণ কঠিন হতে চলছে, গম্ভীর নিশ্চয় এখন থেকেই উপলব্ধি করতে পারছেন।

ক্রিকেটে হটস্পট প্রযুক্তি কেন ব্যবহার করে না ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেঙ্গালুরু, পুনের পর মুম্বাই টেস্টেও হেরে নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩,০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হয়েছে ভারত। প্রথমবারের মতো দেশের মাটিতে ধবলধোলাই হওয়া এই সিরিজ নিয়ে স্বাভাবিকভাবে এখনো তুমুল আলোচনা চলছে ভারতীয় ক্রিকেট মহলে।

সবচেয়ে বেশি আলোচিত ঘটনা সম্ভবত মুম্বাই টেস্টের শেষ ইনিংসে ঋষভ পন্তের আউট, যা নিয়ে অনেক বিতর্ক চলছে। পন্তের আউটের মুহূর্তটিকে ম্যাচের 'টার্নিং পয়েন্ট'ও বলা হচ্ছে।

মুম্বাইয়ে শেষ টেস্টে রোহিত শর্মার দলের ২৫ রানের হারে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকেও (বিসিসিআই) কাঠগড়ায় তোলা যায়। বিশ্বের শীর্ষ ধনী ক্রিকেট বোর্ড হওয়া সত্ত্বেও যে এই অত্যাধুনিক যুগে হটস্পট প্রযুক্তি ব্যবহারে অনীহা দেখিয়ে চলেছে বিসিসিআই। অনেকের ধারণা, ভারত হটস্পট প্রযুক্তি ব্যবহার করলে পন্ত না,ও আউট হতে পারতেন। আর তিনি টিকে থাকলে ম্যাচটা ভারতই জিতত।

পন্তের আউটটি আরেকবার মনে করিয়ে দেওয়া যাক। ৫৬ বলে ৬৪ রানে ব্যাট করছিলেন এই উইকেটকিপার,ব্যাটসম্যান। এজাজ প্যাটেলের করা পরের বলে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে ডিফেন্স করেন তিনি। বল জমা পড়ে কিউই উইকেটকিপার টম ব্লান্ডেলের হাতে। তবে এজাজ,ব্লান্ডেলদের আউটের আবেদনে সাড়া দেননি মাঠের আম্পায়ার রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ। রিভিউ নেন কিউই অধিনায়ক টম ল্যাথাম।

ভিডিও রিপ্লেতে স্নিকো মিটার বা আলট্রা এজ দেখে মনে হয়েছে, বল পন্তের ব্যাট স্পর্শ করেছে। তবে একই সময়ে পন্তের ব্যাট প্যাডেও লেগেছে। রিপ্লে দেখানোর সময় পন্ত মাঠের দুই আম্পায়ার ইলিংওয়ার্থ ও মাইকেল গফকে কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তৃতীয় আম্পায়ার পল রাইফেলের নির্দেশে ইলিংওয়ার্থ সিদ্ধান্ত পাল্টে আউট ঘোষণার পর পন্তের মুখের দিকে তাকানোই যাচ্ছিল না। ধীরপায়ে হাঁটতে হাঁটতে তাঁর ড্রেসিংরুমে ফেরার দৃশ্য দেখে মনে হয়েছে, এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে অনিচ্ছাকৃত যাত্রা!

ডিসিশন রিভিউ সিস্টেম (ডিআরএস) ক্রিকেটে আসার পর থেকে বিসিসিআই নিজেদের মাটিতে তা ব্যবহারে অনীহা দেখিয়ে এলেও শেষ পর্যন্ত তারা ২০১৬ সালের অক্টোবরে সিদ্ধান্ত পাল্টায়। কিন্তু হক,আই, স্নিকো মিটার ব্যবহার করলেও ডিআরএসেরই আরেকটি অংশ হটস্পট প্রযুক্তির প্রতি এখনো তারা অনীহা দেখিয়ে চলেছে।

কেন হটস্পট প্রযুক্তি ব্যবহার করতে চায় না বিসিসিআই? উত্তরটা দিয়েছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক ও প্রধান কোচ অনিল কুম্বলে। টেলিভিশন নেটওয়ার্ক জিও সিনেমাকে কুম্বলে বলেছেন,

'ভারতে হটস্পট ব্যবহার না করার একটা কারণ হতে পারে এটা সামরিক প্রযুক্তি। এ ছাড়া বিসিসিআই ও সম্প্রচার,সংশ্লিষ্টরা বলেছে, হটস্পট পরিচালনা করা ব্যয়বহুল।'

হটস্পট প্রযুক্তি বিকশিত করেন ফরাসি বিজ্ঞানী নিকোলাস বিয়ন। যুদ্ধের পরিস্থিতিতে সামরিক বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য বিয়ন এই প্রযুক্তির উন্নয়নে কাজ করেন। থার্মাল ইমেজিং সামরিক বাহিনীকে ট্যাংক ও জেট শনাক্ত করতে সাহায্য করে থাকে। অন্ধকার অবস্থায় এবং যুদ্ধক্ষেত্র যখন ঘন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকে, তখন প্রযুক্তিটি সামরিক বাহিনীকে কারও গতিবিধি শনাক্ত করে দেয়। ইনফ্রারেড ক্যামেরা ব্যবহার করে সেই প্রযুক্তিকেই পরে হটস্পট হিসেবে ক্রিকেটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন ওয়ারেন ব্রেনান। তাঁকেই ক্রিকেটের হটস্পট প্রযুক্তির জনক মনে করা হয়। বিশ্ব,ক্রিকেটে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগানোর অগ্রদূত হিসেবে পরিচিতি পাওয়া অস্ট্রেলিয়ার চ্যানেল নাইন ২০০৬, ০৭ অ্যাশেজে প্রথমবার এটি ব্যবহার করে। দেড় যুগ হতে চললেও ভারত এখনো হটস্পট প্রযুক্তি ব্যবহারে অনাগ্রহ দেখিয়ে আসছে।

হটস্পট প্রযুক্তি শতভাগ নির্ভুল নয়। যেহেতু স্নিকো মিটার বলে ব্যাটের ছোঁয়া ধরতে পারে, তাই হটস্পটের ব্যবহার খুব সীমিত। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে আরও যেসব যন্ত্রপাতি লাগে, সেগুলোও চার, পাঁচটির বেশি নেই।

হটস্পট ব্যবহারে দৈনিক ১০ হাজার ডলার (প্রায় ১২ লাখ টাকা) খরচ হয়ে থাকে। এ কারণে বেশির ভাগ সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান এটা ব্যবহার করে না। ইংল্যান্ডের স্কাই স্পোর্টস ও দক্ষিণ আফ্রিকার সুপারস্পোর্ট এরই মধ্যে এর ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, আইসিসিও তাদের ইভেন্টে হটস্পটকে কখনো ডিআরএস প্রযুক্তির অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেনি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata-700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663, Email: dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন:০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**